HSC 2023

বাংলা ২য় পত্র প্রশ্নব্যাংক

(শর্ট সিলেবাস)





উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

উদ্ভাসিত আলোর মাঝে
দেখো তোমার মুখ;
জীবন মানে সংগ্রাম
আর বিজয় মানে সুখ।

HSC 2023

বাংলা ২য় পত্র

প্রশ্নব্যাংক

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

প্রচ্ছদ
মোঃ রাকিব হোসেন

অক্ষর বিন্যাস
রাজু ও সোহাগ

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০২৩ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com



উৎসর্গ

বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া অথবা অব্যয়
লেখকের কালি বিনা সর্বোচ্চ অপব্যয়!

মায়ের কাছে লেখা সন্তানের চিঠি কিংবা পুত্রের কাছে দেয়া পিতার; সেই পারিবারিক আবেগের জায়গা থেকেই হয়তো জন্ম নিয়েছে আমাদের লেখালেখির অভ্যাস। সেই অভ্যাসটাকে কেউ যত্নে লালন করেছে, কেউ হয়তোবা সময়ের ফেরে দূরে সরে গেছে। সযত্নে লালন করা সে কলাকে যারা চর্চা করে যাচ্ছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন এক থেকে অন্যে, বিলিয়ে দিচ্ছেন মৃদু স্পন্দন- সেই কবি সাহিত্যিকদের...

সূচিপত্র (বাংলা দ্বিতীয় পত্র)

Gmail 

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি এবারের "HSC 2023 বাংলা ২য় পত্র প্রশ্নব্যাংক" তোমাদের কাছে অতীতের চেয়ে আরো বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ক্রটি করি নাই। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solution.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) "HSC 2023 প্রশ্নব্যাংক" এর বিষয়ের নাম, ভার্সন (বাংলা/ইংলিশ), (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী

(v) কী হওয়া উচিৎ বলে তোমার মনে হয়

উদাহরণ : "HSC 2023 প্রশ্নব্যাংক" বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা নং-২৩, প্রশ্ন নং-০১, দেওয়া আছে 'বিশেষণ' কিন্তু হবে 'বিশেষ্য'।

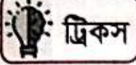
ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

প্রশ্ন নং ০১

বাংলা উচ্চারণের নিয়ম



- আঞ্চলিকতা পরিহার করে প্রমিত কথ্যভাষার বাচনভঙ্গি অনুসরণ করা, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে জানার জন্য বাংলা শব্দের উচ্চারণরীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক।
- ১ নং প্রশ্নে তোমাকে বাংলা শব্দের উচ্চারণরীতির নিয়ম অথবা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্য থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- বাংলা শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভের জন্য এর নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হলে প্রতিটি উচ্চারণের নিয়ম লেখার পাশাপাশি সেই নিয়ম সম্পর্কিত অন্তত দুটি করে উদাহরণ দিতে হয়। সাধারণত, প্রতিটি নিয়মের জন্য ০.৫ এবং উদাহরণের জন্য ০.৫ নম্বর বরাদ্দ থাকে।
- অথবা অংশে পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখতে হয়। সুতরাং, পূর্ণ নম্বর পেতে চাইলে তুমি দ্বিতীয় অপশনটি বেছে নিতে পারো যেখানে পাঁচটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র. মনে রাখবে, পাস করা আর প্রকৃত জানার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই পরীক্ষায় এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য যে অপশনটিই বেছে নাও বাংলা শব্দের উচ্চারণ কেন এরূপ হয় তা জানতে উচ্চারণের নিয়মগুলো পড়তে হবে। কেননা, না বুঝে মুখস্থ করা তোমাকে খুব বেশিদূর নিয়ে যেতে পারবে না।

উচ্চারণের নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা. বো.'২২, ঢা.বো., চ. বো., সি. বো.'১৯, ঢা. বো., ব. বো., য. বো., কু. বো., দি. বো.'১৭]

অথবা, বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ব. বো.'১৯, রা. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা শব্দে আদ্য 'অ'-ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'–কার বা 'উ'–কার থাকে তবে সে– 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়। যথা: অভিধান (ওভিধান্), অভিযান (ওভিজান্), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত্), অধীন (ওধিন্) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের আদ্য 'অ'–এর পরে '্য' (য)–ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'–এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'–কারের মতো হয়। যেমন: অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), অত্যাচার (ওত্‌তাচার্), কন্যা (কোন্‌না), বন্যা (বোন্‌না) ইত্যাদি।

(iii) শব্দের আদ্য 'অ'–এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ' থাকলে, সে 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়ে থাকে। যথা: অক্ষ (ওক্‌খো), দক্ষ (দোক্‌খো), যক্ষ (জোক্‌খো), লক্ষণ (লোক্‌খোন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ), লক্ষ (লোক্‌খো), রক্ষা (রোক্‌খা) ইত্যাদি।

(iv) শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ৃ' (ঋ)–কার' যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সেই 'অ'– এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়। যথা: মসৃণ (মোসৃন্/মোস্‌সৃন্), বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা) ইত্যাদি।

(v) শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র' (্র)–ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কার হয়ে থাকে। যথা: ক্রম (ক্রোম্), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), ব্রত (ব্রোতো) ইত্যাদি।

০২। উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [রা. বো., সি. বো., কু. বো.'২২, দি. বো.'১৯]

উত্তর

নিচে উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ব'–ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে 'ব'–ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: স্বাধিকার (শাধিকার্), স্বদেশ (শদেশ্), জ্বালা (জালা), ত্বক (তক্), শ্বাপদ (শাপদ্) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'–ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ–দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যথা: দ্বিত্ব (দিত্‌তো), বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্), বিদ্বান (বিদ্‌দান্), পক্ব (পক্‌কো) ইত্যাদি।

(iii) উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ্)–এর সঙ্গে 'ব'–ফলার 'ব' বাংলা–উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বেলিত (উদ্‌বেলিতো), উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো) ইত্যাদি।

(iv) বাংলা শব্দে 'ক্' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত–'গ'–এর সঙ্গে 'ব'–ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব'–এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যথা: দিগ্বিদিক (দিগ্‌বিদিক্), দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়্), দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্), ঋগ্বেদ (রিগ্‌বেদ্) ইত্যাদি।

(v) এছাড়া 'ব'–এর সঙ্গে এবং 'ম'–এর সঙ্গে 'ব'–ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'–এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যথা: ব–এর সঙ্গে: বাব্বা (বাব্‌বা), সব্বাই (শব্‌বাই), শাব্বাশ (শাব্‌বাশ্), তিব্বত (তিব্‌বত্), নব্বই (নোব্‌বোই) ইত্যাদি। 'ম' এর সঙ্গে: অম্বর (অম্‌বর্), খাম্বা (খাম্‌বা) ইত্যাদি।

০৩। উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [চ. বো.'২২]
অথবা, উচ্চারণরীতি কাকে বলে? উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের চারটি নিয়ম লেখ। [য. বো.'১৯]

উত্তর

উচ্চারণরীতি: ভাষাতত্ত্ববিদ ও ব্যাকরণবিদগণ বাংলা ভাষার প্রতিটি শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য যেসকল নিয়ম বা সূত্র প্রণয়ন করেছেন। সেসব নিয়ম বা সূত্রের সমষ্টিকে বলা হয় বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি।

নিচে বাংলা উচ্চারণের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) শব্দের আদ্য 'অ'–এর পরে 'য'-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়।
যেমন: অদ্য (ওদ্‌দো), কন্যা (কোন্‌না), অন্য (ওন্‌নো), বন্যা (বোন্‌না) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পরে যদি 'ং' (অনুস্বার), 'ঙ' কিংবা 'ঙ্গ' থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা'-কারে রূপান্তরিত হয়।
যেমন: বেঙ (ব্যাঙ), খেংরা (খ্যাংরা), বেঙ্গমা (ব্যাঙ্‌গোমা), লেংড়া (ল্যাঙ্‌ড়া) ইত্যাদি।

(iii) শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব'-ফলা বা 'ম'-ফলা কিংবা 'য'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে।
যেমন: দ্বিত্ব (দিত্‌তো), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্), সভ্য (শোব্‌ভো) প্রভৃতি।

(iv) যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা 'ম'-ফলা বা 'য'-ফলার কোনো উচ্চারণ থাকেনা।
যেমন: সূক্ষ্ম (শুক্‌খো), লক্ষ্মী (লোক্‌খিঁ), সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো) প্রভৃতি।

(v) 'ব'–এর সঙ্গে এবং 'ম'-এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে, সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।
যেমন: বাব্বা (বাব্‌বা), শাব্বাশ (শাব্‌বাশ্), নম্বর (নম্‌বর্) প্রভৃতি।

০৪। 'এ'–ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
[ব. বো., দি. বো., ম. বো.'২২, রা. বো.'১৯, সকল বো.'১৮, সি. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে 'এ'–ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) শব্দের প্রথমে যদি 'এ'–কার থাকে এবং তারপরে 'ই' (ি), 'ঈ' (ী), 'উ' (ু), 'ঊ' (ূ), 'এ' (ে), 'ও' (ো), 'য়', 'র', 'ল', 'শ' এবং 'হ' থাকলে সাধারণত 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যথা: একি (একি), দেখি (দেখি), মেকি (মেকি), ঢেঁকি (ঢেঁকি), বেশি (বেশি) ইত্যাদি।

(ii) শব্দের আদ্য 'এ'–কারের পরে যদি 'ং' (অনুস্বার) 'ঙ' কিংবা 'ঙ্গ' থাকে এবং তারপরে 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে 'এ', 'অ্যা–কারে রূপান্তরিত হয়। যথা: বেঙ [ব্যাঙ, কিন্তু 'ই' (ি) কার সংযুক্ত হলে বেঙি], খেংরা (খ্যাংরা কিন্তু খেঙ্‌রি), বেঙ্গমা (ব্যাঙ্‌গোমা কিন্তু বেঙ্‌গোমি), লেংড়া (ল্যাঙ্‌ড়া কিন্তু লেঙ্‌ড়ি), নেংটা (ন্যাঙ্‌টা কিন্তু নেঙ্‌টি) ইত্যাদি।

(iii) 'এ'–কারযুক্ত একাক্ষর (monosyllable) ধাতুর সঙ্গে 'আ'–প্রত্যয়যুক্ত হলে, সাধারণত সেই 'এ'–কারের উচ্চারণ 'অ্যা'–এর মতো হয়ে থাকে। যথা: খেদা (খেদ্+আ=খ্যাদা), ক্ষেপা (ক্ষেপ্+আ=খ্যাপা), ঠেলা (ঠেল্+আ=ঠ্যালা) ইত্যাদি।

(iv) মূলে 'ই'–কার বা 'ঋ'– কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'–কার যুক্ত হলে সেই 'ই'–কার, 'এ'–কার রূপে উচ্চারিত হবে, কখনও 'অ্যা'–কার হবে না। যথা: কেনা (কিন্ ধাতু থেকে), মেলা (< মিল্), লেখা (< লিখ্), গেলা (< গিল্), মেশা (< মিশ্) ইত্যাদি।

(v) একাক্ষর (monosyllable) সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ অবিকৃত 'এ'–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা: কে, সে, এ, যে ইত্যাদি।

০৫। দৃষ্টান্তসহ 'য'–ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [য. বো.'২২]

উত্তর

নিচে 'য'–ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) ' ্য ' (য)–ফলা সর্বত্র অন্য বর্ণের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। আদ্য বর্ণে ' ্য ' (য)–ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি 'অ'–কারান্ত বা 'আ'–কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ 'অ্যা'–কারান্ত হয়ে থাকে। যথা: ব্যক্ত (ব্যাক্তো), ব্যর্থ (ব্যার্থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্গ্রো), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্থা), ন্যস্ত (ন্যাস্তো), ব্যস্ত (ব্যাস্তো), ব্যথা (ব্যাথা) ইত্যাদি।

(ii) পদের আদ্য ('অ' কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ' ্য ' (য)–ফলার পরে যদি 'ই' (ি)– কার (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ সাধারণত 'অ্যা'–কার না হয়ে এ(ে)–কারান্ত হয়। যথা: ব্যথিত (বেথিতো), ব্যতীত (বেতিতো), ত্যজিয়া (তেজিয়া), ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্), ব্যতিব্যস্ত (বেতিব্‌ব্যাস্‌তো) ইত্যাদি।

(iii) পদের মধ্য কিংবা অন্তে যুক্ত–ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ' ্য ' (য)–ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যথা: সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), স্বাস্থ্য (শাস্‌থো), সন্ন্যাসী (শোন্‌নাশি), মর্ত্য (মর্‌তো), হর্ম্য (হর্‌মো), কণ্ঠ্য (কন্‌ঠো) ইত্যাদি।

(iv) সংযুক্ত বর্ণে ' ্য ' (য)–ফলা যুক্ত হলে তার যেমন উচ্চারণ হয় না, তেমনি তার পূর্ববর্তী 'অ'–কারান্ত বর্ণগুলোকে হয়তো তেমন প্রভাবিত করে না, অর্থাৎ প্রায়শ 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হচ্ছে না। স্মর্তব্য, মর্ত্য, অর্ঘ্য, বন্ধ্যা, কণ্ঠ্য, অন্ত্য ইত্যাদি।

(v) পদের মধ্য ও অন্ত্য বর্ণে ' ্য ' (য–ফলা) সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দু'বার উচ্চারিত হয় (বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়বার 'ও'–কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ 'ও'–কারান্ত)। যথা: অদ্য (ওদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো), ধন্য (ধোন্‌নো), শস্য (শোশ্‌শো), সভ্য (শোব্‌ভো), সত্য (শোত্‌তো), কন্যা (কোন্‌না)।

০৬। অন্ত্য 'অ'–ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [কু. বো.'১৯]

উত্তর

অন্ত্য 'অ'–ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে অথবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে 'ও'–কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: কাল (বিশেষণ 'কালো' কিন্তু, বিশেষ্য কাল্), খাট (খাটো কিন্তু বিশেষ্য খাট্), ছোট (ছোটো), বড় (বড়ো) ইত্যাদি।

(ii) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়শ অন্তিম 'অ', 'ও'–কারান্ত উচ্চারণ হয়। যথা: কাঁদ–কাঁদ (কাঁদো–কাঁদো), কল–কল (কলো–কলো), পড়–পড় (পড়ো–পড়ো), বড়–বড় (বড়ো–বড়ো) ইত্যাদি।

(iii) ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষ–'অ' রক্ষিত এবং 'ও'–কাররূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যথা: (১১) এগারো (অ্যাগারো), (১২) বারো (বারো), (১৩) তেরো (ত্যারো), (১৪) চোদ্দো (চোদ্‌দো) ইত্যাদি।

(iv) 'আন' (আনো)–প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ', 'ও'–কারান্ত উচ্চারিত হয়। যথা: করান (করানো), বলান (বলানো), শেখান (শেখানো), লেখান (লেখানো), পাঠান (পাঠানো), খেলান (খ্যালানো), চালান (চালানো), সরান (শরানো), ভরান (ভরানো) ইত্যাদি।

(v) 'ত' (ক্ত) এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে সাধিত বা গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' উচ্চারণে ও–কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন: হত (হতো), মত (মতো), গত (গতো), নত (নতো), রত (রতো) ইত্যাদি।

০৭। 'ম'–ফলা উচ্চারণের যে কোন পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [চ. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে 'ম'–ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'–ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম'–ফলাযুক্ত বর্ণটির উচ্চারণ সামান্য নাসিক্য–প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যথা: স্মরণ (শঁরোন্), শ্মশান (শঁশান্), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরোক্) ইত্যাদি।

(ii) পদের মধ্যে বা অন্তে 'ম'–ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যথা: ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), পদ্ম (পদ্‌দোঁ), আত্ম (আত্‌তোঁ), আকস্মাৎ (আকোশ্‌শাঁত্) ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), রশ্মি (রোশ্‌শিঁ), মহাত্মা (মহাত্‌তাঁ), আকস্মিক (আকোশ্‌শিঁক্) ইত্যাদি।

(iii) কিন্তু বাংলা ভাষায় পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র 'ম' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ম এবং ল–এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'– এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যথা: বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (জুগ্‌মো), বাঙ্ময় (বাঙ্‌ময়), উন্মাদ (উন্‌মাদ্), জন্ম (জন্‌মো), সম্মান (শম্‌মান্), গুল্ম (গুল্‌মো) ইত্যাদি।

(iv) যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'–ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যথা: সূক্ষ্ম (শুক্‌খোঁ), লক্ষ্মী (লোক্‌খিঁ), লক্ষ্মণ (লক্‌খোঁন্) ইত্যাদি।

(vi) এছাড়া বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'–ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঋণ শব্দ) যার বানান ও উচ্চারণ সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হয়। যথা: কুষ্মাণ্ড (কুশ্‌মান্‌ডো), স্মিত (স্মিতো), সুস্মিতা (শুস্‌মিতা) ইত্যাদি।

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মধ্য 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর

নিচে মধ্য-অ ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) শব্দমধ্যের 'অ' আদ্য 'অ'–এর মতোই ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ–কার এবং ক্ষ, জ্ঞ, য–ফলার আগে থাকলে সে 'অ'–এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'–কারের মতো হয়। যেমন– কাকলি (কাকোলি), সুমতি (শুমোতি) ইত্যাদি।

(ii) তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্যে 'অ'– এর আগে যদি অ, আ, এ এবং ও–কার থাকে তবে মধ্যের 'অ', 'ও'–কার রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন– মতন (মতোন্), যতন (জতোন্), সাগর (সাগোর্) ইত্যাদি।

(iii) বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দে 'অ', 'ও'–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাশি), রণতূর্য (রনোতুর্‌জো) ইত্যাদি।

(iv) মধ্য অ–এর আগে 'আ' থাকলে সেই 'অ', 'ও'–রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন- ভাষণ (ভাশোন্), আসল (আশোল্)।

(v) মধ্য অ–এর আগে 'এ' থাকলে 'অ', 'ও'–রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন– বেতন (বেতোন্), কেতন (কেতোন্)।

০২। শব্দের শেষে কোন কোন ক্ষেত্রে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না? পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর

কথ্য বাংলায় শব্দের শেষের 'অ'–ধ্বনি সাধারণত লোপ পায়। তবে এমন কিছু বিশেষ ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্ত্য 'অ'–ধ্বনি লোপ পায় না এবং সংবৃত উচ্চারণ হয়।

এগুলোর পাঁচটি নিয়ম নিচে উল্লেখ করা হল:

(i) শেষ ব্যঞ্জনের অব্যবহিত আগে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকলে: ধ্বংস, বংশ, মাংস, দুঃখ ইত্যাদি।

(ii) শব্দটি 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয়ান্ত হলে: গত, শত, নন্দিত, লজ্জিত, পুলকিত ইত্যাদি।

(iii) শব্দটি তুলনাবাচক '–তর', '–তম' প্রত্যয়ান্ত হলে: বৃহত্তর, বৃহত্তম, মহত্তম ইত্যাদি।

(iv) '–ঈয়' বা '–অনীয়' প্রত্যয়ান্ত শব্দে: পানীয়, নমনীয়, দেশীয়, ভারতীয় ইত্যাদি।

(v) শব্দের শেষ ব্যঞ্জনটি 'হ' হলে: কলহ, দেহ, দাহ, প্রবাহ, মোহ, স্নেহ, লৌহ ইত্যাদি।

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অ	
অতীত [ঢা.বো.'১৯,চ.বো.'১৭]	ওতিত্
অকৃতজ্ঞ [সি.বো.'১৭]	ওকৃতগ্গো
অক্ষ [রা.বো.,ব.বো.'১৭]	ওক্খো
অতি [ঢা.বো.'১৭]	ওতি
অতঃপর [সি.বো.'১৭]	অতোপ্পর্
অত্যাবশ্যক [সকল.বো.'১৮]	ওত্তাবোশ্শোক্
অদ্য [চ.বো.'১৯,ব.বো.'১৭]	ওদ্দো
অদ্বিতীয় [সি.বো.'১৯]	অদ্দিতিয়ো
অধ্যক্ষ [চ.বো.'১৯,কু.বো.'১৭]	ওদ্ধোক্খো
অনিঃশেষ [কু.বো.'১৯]	অনিশ্শেশ্
অশিক্ষিত [কু.বো.'১৭]	অশিক্খিতো
অসীম [রা.বো.,দি.বো.'১৭]	ওশিম্
আ	
আবৃত্তি [ঢা.বো., রা.বো.,দি.বো.'১৯]	আবৃত্তি
আবশ্যক [সি.বো.'১৭]	আবোশ্শোক্
আশ্রম [রা.বো.,দি.বো.'১৯]	আস্স্রোম্
আহ্বান [ব.বো.'১৯]	আওভান্
ই-ঋ	
ইতঃপূর্বে [চ.বো.'১৯, ব.বো.'১৭]	ইতোপ্পুর্বে
উদাহরণ [সি.বো.'১৯]	উদাহরোন্
উদ্বাস্তু [কু.বো.'১৯]	উদ্বাস্তু
উদ্যোগ [ঢা.বো.'১৯,কু.বো.'১৭]	উদ্দোগ্, উদ্জোগ্
উপমা [ব.বো.'১৭]	উপোমা
উপস্থিত [ঢা.বো.'১৭]	উপোস্থিত্
উষ্ণ	উশ্নো
উহ্য [কু.বো.'১৯]	উজ্ঝো
এ-ঔ	
একটি [চ.বো.'১৭]	একটি
একতা [দি.বো.'১৭]	একোতা
একা [রা.বো.'১৭]	অ্যাকা
একাডেমি [ব.বো.'১৯]	অ্যাকাডেমি
ঐকতান [সি.বো.'১৭]	ওইকোতান্
ঐকমত্য [দি.বো.'১৯]	ওইকোমোত্তো
ঐক্য [য.বো.'১৭]	ওইককো
ঐতিহ্য [ব.বো.'১৯]	ওইতিজ্ঝো
ঐশ্বর্য [চ.বো., য.বো., কু.বো.'১৯]	ওইশ্শোর্জো
ঐশ্বর্যবান [ঢা.বো.'১৯]	ওইশ্শোর্জোবান্

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ওজস্বী [কু.বো.'১৭]	ওজোশ্শি
ক-ঙ	
কবিতা [য.বো.'১৭]	কোবিতা
কর্ম [চ.বো.'১৭]	কর্মো
গঞ্জনা [কু.বো.'১৭]	গন্জোনা
গ্রীষ্ম [দি.বো.'১৯]	গ্রিশ্শোঁ
গ্রীষ্মকাল [দি.বো.'১৭]	গ্রিশ্শোঁকাল্
চ-ঞ	
চর্যাপদ [সি.বো.'১৯]	চোর্জাপদ্
চিহ্ন [চ.বো.'১৯]	চিন্হো
চিহ্নিত [সি.বো.'১৭]	চিন্হিতো
ছাত্র [চ.বো.'১৯,রা.বো.'১৭]	ছাত্ত্রো
জনশ্রুতি [দি.বো.'১৯]	জনোস্স্রুতি
জয়ধ্বনি [কু.বো.'১৯]	জয়োদ্ধোনি
জ্ঞাত [য.বো.'১৭]	গ্যাঁতো
জিহ্বা [সি.বো.'১৭]	জিউভা
ট-ন	
তন্ময় [দি.বো.'১৭]	তন্ময়
তত্ত্বাবধান [দি.বো.'১৯]	তত্তাবধান্
দক্ষ [য.বো.'১৭]	দোক্খো
দরখাস্ত [ঢা.বো.'১৭]	দরখাস্তো
দায়িত্ব [সকল.বো.'১৮,দি.বো.'১৭]	দায়িত্তো
দীনবন্ধু [ঢা.বো.'১৯]	দিনোবোন্ধু
দুরন্ত [য.বো.'১৯]	দুরন্তো
দ্রষ্টব্য [চ.বো.'১৭]	দ্রোশ্টোব্বো
ধন্যবাদ [চ.বো.'১৭]	ধোন্নোবাদ্
ধার্য [সি.বো.'১৯]	ধার্জো
নক্ষত্র [সকল.বো.'১৮]	নোক্খোত্ত্রো
নদী [ব.বো.'১৯]	নোদি
নদীমাতৃক [য.বো.'১৯]	নোদিমাতৃক্
নিঃশর্ত [চ.বো.'১৭]	নিশ্শর্তো
প-ম	
পক্ষ [ব.বো.'১৯]	পোক্খো
পদ্ম [ব.বো.'১৯]	পদ্দোঁ
প্রণীত [সি.বো.'১৯,দি.বো.'১৭]	প্রোনিতো
প্রশ্ন [সি.বো.'১৭]	প্রোস্নো
প্রায়শ্চিত্ত [কু.বো.'১৯,ঢা.বো.'১৭]	প্রায়োশ্চিত্তো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
পরীক্ষা [য.বো.'১৭]	পোরিক্খা
পুনঃপুন [রা.বো.'১৯]	পুনোপ্পুনো
প্রত্যক্ষ [দি.বো.'১৯]	প্রোত্তোক্খো
প্রজ্ঞা [সকল.বো.'১৮]	প্রোগ্গাঁ
প্রেতাত্মা [সকল.বো.'১৮]	প্রেতাত্তাঁ
বিজ্ঞ [ব.বো.'১৭]	বিগ্গোঁ
বিজ্ঞান [ঢা.বো.'১৯, য.বো.'১৭]	বিগ্গ্যাঁন্
বিজ্ঞপ্তি [রা.বো.'১৯]	বিগ্গোঁপ্তি
বিদ্বান [রা.বো.'১৭]	বিদ্দান্
বিশ্বাস [ব.বো.'১৯]	বিশ্শাশ্
বৈশাখ [চ.বো., য.বো.'১৯,রা.বো.'১৭]	বোইশাখ্
বৈসাদৃশ্য [রা.বো.'১৯]	বোইশাদ্দৃশ্শো
ব্যতীত [য.বো.'১৭]	বেতিতো
ব্যবহার [ঢা.বো.'১৭]	ব্যাবোহার্
ব্যাকরণ [ব.বো.'১৯]	ব্যাকরোন্
ব্যাখ্যা [চ.বো.'১৯,দি.বো.'১৭]	ব্যাক্খা
ব্রহ্মপুত্র [কু.বো.'১৯]	ব্রোম্হোপুত্ত্রো
ব্রাহ্মণ [রা.বো.,সি.বো.,য.বো.'১৯]	ব্রাম্হোন্
ভবিষ্যৎ [রা.বো.,য.বো.'১৯]	ভোবিশ্শত্
মনোমালিন্য [য.বো.'১৯]	মনোমালিন্নো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
মন্তব্য [কু.বো.'১৭]	মন্তোব্বো
মর্যাদা [ঢা.বো.,চ.বো.,য.বো.'১৭]	মোর্জাদা
মৃন্ময় [ব.বো.'১৭]	মৃন্ময়
য-হ	
যথাক্রমে [চ.বো.'১৭]	জথাক্ক্রোমে
রূপসি [সি.বো.'১৯]	রুপোশি
রাষ্ট্রপতি [সকল.বো.'১৮]	রাশ্ট্রোপোতি
লক্ষ্মণ [কু.বো.'১৭]	লোক্খোন্
লাবণ্য [ঢা.বো.'১৭]	লাবোন্নো
শ্রম [ঢা.বো.'১৯]	স্রোম্
শ্রবণ [দি.বো.'১৯]	স্রোবোন্
শ্রাবণ [সকল.বো.'১৮]	স্রাবোন্
শ্লেষ্মা [সি.বো.'১৭]	স্লেশ্শাঁ
ষাণ্মাসিক [রা.বো.,কু.বো.'১৯]	শান্মাশিক্
সভ্য [রা.বো.'১৭]	শোব্ভো
সৃজনশীল [য.বো.'১৭]	সৃজন্শিল্
স্বল্প [ঢা.বো.'১৭]	শল্পো
স্বাগত [ঢা.বো.'১৯]	শাগতো
হিংস্র [য.বো.'১৭]	হিঙ্স্রো
হৃৎপিণ্ড [ব.বো.'১৭]	রিত্পিন্ডো

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অ	
অংশ	অঙশো
অংশীদার	ওঙ্শিদার্
অকথ্য	অকোত্থো
অকালপক্ব	অকাল্পক্কো
অকৃতকার্য	অকৃতোকার্জো
অগ্ন্যুৎপাত	ওগ্নুত্পাত্
অদক্ষ	অদোক্খো
অধ্যাপক	ওদ্ধাপোক্
অধ্যাদেশ	ওদ্ধাদেশ্
অননুকরণীয়	অনোনুকরোনিয়ো
অহ্ন	অন্হো
অনিশ্চিত	অনিশ্চিতো
অনুগ্রহ	ওনুগ্গ্রোহো
অন্ত্যেষ্টি	অন্তেশ্টি
অপসারণ	অপোশারোন্
অভিজাত	ওভিজাতো
অভিযাত্রী	ওভিজাত্ত্রি

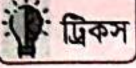
প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
অভ্যন্তরীণ	ওব্ভোন্তোরিন্
অশ্বত্থ	অশ্শত্থো
আ	
আইনত	আইনতো
আকর্ষণীয়	আকোর্শোনিয়ো
আক্রমণ	আক্ক্রোমোন্
আত্মহারা	আত্তোঁহারা
আধিপত্য	আধিপোত্তো
আপ্লুত	আপ্প্লুতো
আলোকচ্ছটা	আলোকোচ্ছটা
আহ্লাদিত	আল্হাদিতো
ই-ঈ	
ইতস্তত	ইতস্ততো
ইতিহাসবেত্তা	ইতিহাশ্বেত্তা
ইন্ধন	ইন্ধন্
ইস্তাহার	ইস্তাহার্
ঈর্ষান্বিত	ইর্শান্নিতো
ঈষৎ	ইশত্

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
উ	
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্ছূঙ্খল্
উত্তপ্ত	উত্তপ্তো
উত্ত্যক্ত	উত্তক্তো
উন্মত্ত	উন্মত্তো
উপক্রমণিকা	উপোক্ক্রোমোনিকা
উ-ঋ	
ঊর্ধ্বগামী	উর্ধোগামি
ঊর্মি	উর্মি
ঋণ	রিন্
ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্
ঋত্বিক	রিত্তিক্
এ	
একত্র	একত্ত্রো/অ্যাকোত্ত্রো
একত্রিশ	একোত্ত্রিশ্
একান্ন	একান্নো
এতদুদ্দেশ্যে	এতোদুদ্দেশ্শে
এন্তেকাল	এন্তেকাল্
ঐ-ঔ	
ঐশ্বর্যশালী	ওইশ্শোর্জোশালি
ঐহিক	ওইহিক্
ওতপ্রোত	ওতোপ্প্রোতো
ওষ্ঠ্য	ওশ্ঠো
ওষ্ঠ্যবর্ণ	ওশ্ঠোবর্নো
ঔপনিবেশিক	ওউপোনিবেশিক্
ঔপন্যাসিক	ওউপোন্নাশিক্
ক	
কক্ষ	কোক্খো
কটাক্ষ	কটাক্খো
কথোপকথন	কথোপোকথোন্
কর্তৃপক্ষ	কোর্তৃপোক্খো
কৃতঘ্ন	কৃতঘ্নো
কৃতজ্ঞ	কৃতগ্গোঁ/কৃতোগ্গোঁ
ক্রমশ	ক্রোমোশো
ক্ষ	
ক্ষতবিক্ষত	খতোবিক্খতো
ক্ষয়িষ্ণু	খোয়িশ্নু
ক্ষীণ	খিন্
ক্ষেপা	খ্যাপা
খ	
খাদ্য	খাদ্দো

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
খ্যাতি	খ্যাতি
খ্রিষ্ট	খ্রিশ্টো
খ্রিষ্টাব্দ	খ্রিশ্টাব্দো
গ-ঘ	
গগন	গগোন্
গঙ্গোপাধ্যায়	গঙ্গোপাদ্ধায়
গণপ্রজাতন্ত্রী	গনোপ্রোজাতোন্ত্রি
গতকল্য	গতোকোল্লো
গহ্বর	গওভর্
গৌণ	গোউনো
ঘনত্ব	ঘনোত্তো
ঘৃণ্য	ঘৃন্নো
ঘৃষ্ট	ঘৃশ্টো
চ	
চক্রান্ত	চক্ক্রান্তো
চঞ্চল	চন্চল্
চট্টগ্রাম	চট্টোগ্গ্রাম্
চতুর্দশী	চোতুর্দোশি
চলন্ত	চলোন্তো
চৌকশ	চোউকশ্/চোউকোশ্
চৌষট্টি	চোউশোট্টি
ছ	
ছদ্ম	ছদ্দোঁ
ছাত্রজীবন	ছাত্ত্রোজিবোন্
ছিদ্র	ছিদ্দ্রো
ছোট	ছোটো
জ-ঝ	
জগদ্বিখ্যাত	জগোদ্বিক্খ্যাতো
জনপ্রিয়	জনোপ্প্রিয়ো
জনৈক	জনোইকো
জলপ্রপাত	জলোপ্প্রোপাত্
জলবায়ু	জলোবায়ু
জ্যেষ্ঠ	জেশ্ঠো
জ্যৈষ্ঠ	জোইশ্ঠো
ঝঞ্ঝা	ঝন্ঝা
ঝটিকা	ঝোটিকা
ট-ণ	
টইটম্বুর	টোইটোম্বুর্
টিপ্পনী	টিপ্পোনি
ঠান্ডা	ঠান্ডা
ঠোঙা	ঠোঙা

প্রদত্ত শব্দ	উচ্চারণ
ডমরু	ডমোরু
ডাকবাংলা	ডাক্‌বাঙ্‌লা
ঢেঁড়স	ঢ্যাঁড়োশ্‌
ঢেলা	ঢ্যালা
ণত্ববিধান	নত্‌তোবিধান্‌
ত-থ	
তত্ত্বীয়	তোত্‌তিয়ো
তারতম্য	তারোতোম্‌মো
ত্যক্ত	ত্যাক্‌তো
থরথর	থরোথরো
দ	
দক্ষিণ	দোক্‌খিন্‌
দগ্ধ	দগ্‌ধো
দরিদ্র	দোরিদ্‌দ্রো
দিগ্বিজয়ী	দিগ্‌বিজোয়ি
দুঃসহ	দুশ্‌শহো
দুরবস্থা	দুরবোস্‌থা
দ্রব	দ্রোবো
দ্বিত্ব	দিত্‌তো
ধ-ন	
ধৈর্য	ধোইর্‌জো
ধ্রুপদী	ধ্রুপোদি
ধ্বনি	ধোনি
নবজাত	নবোজাতো
নিরঙ্কুশ	নিরোঙ্‌কুশ্‌
নিরবচ্ছিন্ন	নিরবোচ্‌ছিন্‌নো
নিরক্ষর	নিরক্‌খোর্‌
নিষ্প্রভ	নিশ্‌প্রোভো
নৈসর্গিক	নোইশোর্‌গিক্‌
প-ফ	
পরিক্রমা	পোরিক্‌ক্রোমা
পরিচ্ছন্ন	পোরিচ্‌ছন্‌নো
পরিবর্তন	পোরিবর্‌তোন্‌
প্রাতঃকাল	প্রাতোক্‌কাল্‌
ফুটন্ত	ফুটন্‌তো
ব	
বক্ষ	বোক্‌খো
বন্যা	বোন্‌না
বয়োজ্যেষ্ঠ	বয়োজ্‌জেশ্‌ঠো
বহির্গমন	বোহির্‌গমোন্‌
বাহ্য	বাজ্‌ঝো
বিচ্যুত	বিচ্চুতো
বিবৃত	বিবৃতো
বৈচিত্র্য	বোইচিত্‌ত্রো
ব্যর্থ	ব্যার্‌থো
ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্‌হান্‌ডো
ভ	
ভক্ষক	ভোক্‌খোক্‌
ভ্রমণ	ভ্রোমোন্‌
ভ্রষ্ট	ভ্রোশ্‌টো
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুশ্‌পুত্‌ত্রো
ম	
মধ্যাহ্ন	মোদ্‌ধান্‌হো
মস্তিষ্ক	মোস্‌তিশ্‌কো
মাধ্যাকর্ষণ	মাদ্‌ধাকর্‌শোন্‌
মৈত্রী	মোইত্‌ত্রি
য-ল	
যথাবিহিত	জথাবিহিতো
যৌবন	জোউবোন্‌
রশ্মি	রোশ্‌শিঁ
রাজস্ব	রাজোশ্‌শো
রূপান্তর	রুপান্‌তর্‌
লবণ	লবোন্‌
লব্ধ	লব্‌ধো
শ-স	
শকট	শকোট্‌
শত্রুতা	শোত্‌ত্রুতা
শাশ্বত	শাশ্‌শতো
শ্মশান	শঁশান্‌
সমভিব্যাহার	শমোভিব্‌ব্যাহার্‌
সম্বন্ধ	শম্‌বন্‌ধো
সর্বসম্মত	শর্‌বোশম্‌মতো
সংক্ষিপ্ত	শঙ্‌খিপ্‌তো
সংজ্ঞা	শঙ্‌গাঁ
সংবেদনশীল	শঙ্‌বেদোন্‌শিল্‌
সংরক্ষিত	শঙ্‌রোক্‌খিতো
সায়াহ্ন	শায়ান্‌হো
স্বাতন্ত্র্য	শাতোন্‌ত্রো/শাতন্‌ত্রো
হ	
হতভম্ব	হতোভম্‌বো
হ্রস্ব	rhঅশ্‌শো
হ্রাস	rhআশ্‌
হর্ষ	হর্‌শো

প্রশ্ন নং ০২ বাংলা বানানের নিয়ম



ট্রিকস

- ভাষা শুদ্ধরূপে লিখে প্রকাশ করার জন্য শব্দের সঠিক বানান জানা অত্যন্ত জরুরি। বানানজনিত ভুল যেমন শব্দটির অর্থে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তেমনি এর উচ্চারণও শ্রুতিকটু শোনাতে পারে। যেমন: 'বারি' শব্দটির অর্থ 'পানি'; অপরদিকে 'বাড়ি' অর্থ 'গৃহ' বা 'আবাসস্থল'।
- ০২ নং প্রশ্নে তোমাকে সাধারণত বাংলা পাঁচটি বানানের নিয়ম অথবা প্রশ্নে প্রদত্ত শব্দগুলো থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- যদি তুমি বানানের নিয়ম লিখ, তাহলে প্রতিটি নিয়মের সাথে একটি বা দুটি উদাহরণ দিতে হবে। কারণ, সাধারণত প্রতিটি নিয়মের জন্য ০.৫ এবং উদাহরণের জন্য ০.৫– এভাবেই নম্বর বণ্টন করা হয়।
- অথবা অংশে পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ রূপ লিখতে হয়। সুতরাং, তুমি দ্বিতীয় অপশনটি বাছাই করতে পারো, কেননা পাঁচটি শব্দের সঠিক বানান লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র. মনে রাখবে, শব্দগুলোর বানানের বৈচিত্র্য জানতে হলে অবশ্যই তোমাকে বানানের নিয়মগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। তাই পরীক্ষার খাতায় যা-ই উত্তর করো না কেন, বানানের নিয়মগুলো জেনে নিতে ভুলো না।

বানানের নিয়ম সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রমিত বাংলা বানানের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

[ঢা. বো.'২২, চ. বো., সি. বো., ব. বো., য. বো., দি. বো.'১৯, রা. বো., ব. বো, কু. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার–কারচিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন- কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি ইত্যাদি।

(ii) রেফ–এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- অর্চনা, অর্জন, অর্থ , অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য ইত্যাদি।

(iii) সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার ' ং ' লেখা যাবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার; এভাবে– ভয়ংকার, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংগঠন। সন্ধিবদ্ধ না হলে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

(iv) সকল অ–তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দে কেবল ই বা উ এবং এদের–কার চিহ্ন ' ি ' ' ু ' ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন— গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি ইত্যাদি।

(v) ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর, ও ক্ষেত–ই লেখা হবে। তবে অ–তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিদে, ইত্যাদি লেখা হবে।

০২। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ঢা. বো., রা. বো.'১৯, সি. বো.'১৭]

উত্তর

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। যেমন– চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, মনুষ্য ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে বাংলা একাডেমির পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখা হল:

(i) তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন: অভিষ্ট, গভীর, অংশু, শস্য প্রভৃতি।

(ii) তবে যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, ঊ উভয় শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন (' ি ', ' ু ') হবে। যেমন– কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা প্রকৃতি।

(iii) রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্চনা, অর্জন, অর্থ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য প্রকৃতি।

(iv) সন্ধির ক্ষেত্রে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত 'ম্' এর স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন– অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে 'ঙ' লেখা যাবে। 'ক্ষ'-এর পূর্বে সর্বত্র 'ঙ্' হবে; যেমন– আকাঙ্ক্ষা।

(v) তৎসম শব্দে ট, ঠ, ড, ঢ ইত্যাদির পূর্বে 'ণ' হয়। যেমন– কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড ইত্যাদি।

০৩। ণ-ত্ব বিধান কাকে বলে? ণ-ত্ব বিধানের চারটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [কু. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭, চ. বো.'১৭, য. বো.'১৭]

উত্তর

ণ-ত্ব বিধান: তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণ–ত্ব বিধান।

নিচে ণ-ব্যবহারের চারটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে সবসময় মূর্ধন্য 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কাণ্ড ইত্যাদি।

(ii) তৎসম শব্দে ঋ, র, ষ -এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন ঋণ, তৃণ, বর্ণ,বর্ণনা, কারণ, উষ্ণ ইত্যাদি।

(iii) ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য, য়, ব, হ, ং এবং ক- বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন – কৃপণ, হরিণ, অর্পণ, লক্ষণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

(iv) ত- বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধন্য 'ণ' হয়না। যেমন- অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ইত্যাদি।

০৪। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (´) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [সকল. বো.'১৮]

উত্তর

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে ই, উ, ক্ষ, শ এবং রেফ (´) ব্যবহারের নিয়ম উদাহরণসহ নিম্নে দেওয়া হলো :

ই = সকল অ–তৎসম শব্দ অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে 'ই'–কার ব্যবহৃত হবে। যেমন– খুশি, চাষি ইত্যাদি।

উ = অ–তৎসম শব্দে 'উ'–কার বসবে। যেমন–কুমারি, মুলা ইত্যাদি।

ক্ষ = তৎসম শব্দে 'ক্ষ'লেখা হয়। যেমন–ক্ষিপ্ত, ক্ষুর ইত্যাদি।

শ = ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি 'শ' বর্ণ বা ধ্বনির জন্য 'স' এবং সা, sion, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন– স্টেশন, স্টোর ইত্যাদি।

(´) = রেফ–এর পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন– অর্জন, কার্য, গর্জন ইত্যাদি।

০৫। আধুনিক বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [দি. বো.'১৭]

উত্তর

নিচে বাংলা বানানে ই–কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) যেসব তৎসম শব্দে ই, ঈ–কার শুদ্ধ সেসব শব্দে ই–কার হবে। যেমন-কিংবদন্তি, পদবি, ধমনি, শ্রেণি ইত্যাদি।

(ii) সকল অতৎসম শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন–খুশি, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।

(iii) '–আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন–বর্ণালি, রুপালি, সোনালি ইত্যাদি।

(iv) অব্যয় পদরূপে 'ই'–কার দিয়ে 'কি' শব্দটি লেখা হবে। যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

(v) পদাশ্রিত নির্দেশক টি–তে 'ই'–কার হবে। যেমন: ছেলেটি, লোকটি, বইটি ইত্যাদি।

(vi) ভাষা ও জাতিবাচক নামে 'ই'–কার বসবে। যেমন: ইরানি, জাপানি, ইংরেজি ইত্যাদি।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তর

নিচে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানের আধুনিক নিয়ম অনুসারে অ–তৎসম শব্দের পাঁচটি বানানের নিয়ম উল্লেখ করা হল:

(i) সকল অ–তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের–কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন- গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি ইত্যাদি।

(ii) '–আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'–কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি প্রভৃতি।

(iii) তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব–বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন প্রভৃতি।

(iv) আরবি–ফারসি শব্দে 'সে', 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে 'স', এবং 'শিন্'– এর প্রতিবর্ণ–রূপ 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান ইত্যাদি।

(v) বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি–অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা ইত্যাদি।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের আরও কিছু নিয়ম

শ, ষ, স

➢ বিদেশি মূল শব্দে শ, স-এর যেসকল বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করেত হবে। যেমন: সাল (=বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত ইত্যাদি। কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চরণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই 'ষ্ট' দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

➢ আরবি-ফারসি শব্দে 'সে' 'সিন', 'সোয়াদ' বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে 'স', এবং 'শিন'–এর প্রতিবর্ণ–রূপ 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন: সালাম, ইসলাম, শাওয়াল ইত্যাদি।

ং, ঃ, ঙ

➢ প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: রং, সং, পালং, ঢং ইত্যাদি। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে বিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে 'ঙ' হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের ইত্যাদি।

বিসর্গ (ঃ)

➢ শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ ইত্যাদি।

➢ পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্থ, নিস্পৃহ ইত্যাদি।

–আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

–আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে-ও(ো) কার যুক্ত করা হবে। যেমন: করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো ইত্যাদি।

বিবিধ

- সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবেনা। যেমন: সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, রবিবার ইত্যাদি। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি বা একধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: মা-মেয়ে, বেটা-বেটি, কিছু-না-কিছু ইত্যাদি।
- বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন, সুগন্ধ ফুল।
- নাই, নেই, না, নি, এই না বোধক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন: বলে নাই, যাই নি, পাব না ইত্যাদি। তবে শব্দের পূর্বে না বোধক উপসর্গরূপে না উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নারাজ, নাবালক, নাহক ইত্যাদি।
- উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে।

নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধ বানান লেখ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অতিথী [ঢা.বো.'১৯]	অতিথি
অধিনস্থ [দি.বো.'১৯]	অধীন
অপরাহ্ন [ম.বো.'২২, সি.বো.'১৯, য.বো.'১৭]	অপরাহ্ণ
অপেক্ষামান [চ.বো.'২২]	অপেক্ষমাণ
অহোরাত্রি [চ.বো., সি.বো.'১৯]	অহোরাত্র
আইনজীবি [সকল.বো.'১৯]	আইনজীবী
আকাংখা/আকাঙ্খা [ব.বো., য.বো., দি.বো., ম.বো.'২২, ঢা.বো., রা.বো., চ.বো.'১৯, ব.বো., কু.বো.'১৭]	আকাঙ্ক্ষা
আনুষাঙ্গিক [ব.বো.' ২২]	আনুষঙ্গিক
আবিস্কার [ঢা.বো '১৯, রা.বো.'১৭]	আবিষ্কার
ইতিপূর্বে [ব.বো., য.বো.'২২, সি.বো.'১৭]	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে [সি.বো., কু.বো.'২২, সি.বো.'১৯, সকল.বো.'১৮, দি.বো.'১৭]	ইতোমধ্যে
উচ্ছাস [সি.বো.,ম.বো.'২২,সকল.বো.'১৮]	উচ্ছ্বাস
উদীচি [সি.বো.'১৯]	উদীচী
উপরোক্ত/উপরুক্ত [সি.বো., রা.বো.'১৯, সি.বো.'১৭]	উপর্যুক্ত
ঐক্যতান [চ.বো.'১৭]	ঐকতান
ঐক্যমত্য [চ.বো., ব.বো.'২২]	ঐকমত্য
ঔজ্জল্য [দি.বো.'২২, ব.বো.'১৯]	ঔজ্জ্বল্য
কটুক্তি [চ.বো.' ২২]	কটূক্তি
কথপোকোথন [য.বো.'২২, য.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]	কথোপকথন
কুজ্জটিকা [দি.বো.'১৯]	কুজ্ঝটিকা
কুপমন্ডুক [কু.বো.'১৯]	কূপমণ্ডুক
কৃতিবাস [চ.বো.'১৯]	কৃত্তিবাস
গীতাঞ্জলী [য.বো.'১৭]	গীতাঞ্জলি
জাজ্জ্বল্যমান [রা.বো., য.বো.'২২, সি.বো.'১৭]	জাজ্বল্যমান
জেষ্ঠ্য [দি.বো.'১৯]	জ্যেষ্ঠ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুরাবস্থা [ব.বো., কু.বো.'২২, রা.বো.'১৯]	দুরবস্থা
দূর্বিসহ [রা.বো.'২২]	দুর্বিষহ
দৈন্যতা [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২, ব.বো.'১৯, য.বো., দি.বো.'১৭]	দৈন্য/দীনতা
নমষ্কার [সি.বো.'২২]	নমস্কার
নিরপরাধী [ব.বো.'১৯]	নিরপরাধ
নিশিথিনি [রা.বো.'১৯]	নিশীথিনী
নুন্যতম [ব.বো.,য.বো.,কু.বো.,দি.বো.'২২]	ন্যূনতম
নুপুর [সি.বো.'১৯]	নূপুর
পানিণী [সি.বো.'২২]	পাণিনি
পিপিলিকা /পীপিলিকা [ব.বো., য.বো., দি.বো.'১৯, ঢা.বো.'১৭]	পিপীলিকা
পুরষ্কার [চ.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]	পুরস্কার
পূনর্নির্মান [চ.বো.'২২]	পুনর্নির্মাণ
পৈত্রিক [দি.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯, চ.বো., কু.বো.'১৭]	পৈতৃক
প্রতিদ্বন্দ্বি [রা.বো.'২২]	প্রতিদ্বন্দ্বী
প্রতিযোগীতা [চ.বো., ম.বো.'২২]	প্রতিযোগিতা
প্রনয়ণ [রা.বো.'১৯]	প্রণয়ন
প্রাণীবিদ্যা [সি.বো.'১৯]	প্রাণিবিদ্যা
প্রাতঃভ্রমণ [ব.বো.'১৯]	প্রাতর্ভ্রমণ
ফটোষ্ট্যাট [রা.বো., সি.বো.'২২]	ফটোস্ট্যাট
বহিস্কার [ব.বো.'১৯]	বহিষ্কার
বাংগালী [ব.বো.'২২]	বাঙালি
বানিজ্য [চ.বো.'১৯]	বাণিজ্য
বিদুষি [য.বো.'২২]	বিদুষী
বিভিষন [চ.বো.' ২২]	বিভীষণ
বিভিষিকা [ঢা.বো.'১৯]	বিভীষিকা
বুৎপত্তি [য.বো.'১৯]	ব্যুৎপত্তি
বুদ্ধিজীবি [য.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯]	বুদ্ধিজীবী
বৈয়াকরণিক [দি.বো.'২২]	বৈয়াকরণ
মনকষ্ট [রা.বো.'১৯]	মনঃকষ্ট

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনিষী [ম.বো.'২২]	মনীষী
মনোপুত [ঢা.বো.'১৯]	মনঃপুত
মরীচীকা [সি.বো.'২২, চ.বো.'১৯]	মরীচিকা
মহত্ব [ব.বো.'২২]	মহত্ত্ব
মাধুর্যতা [ব.বো.'১৯]	মাধুর্য
মুমর্ষূ [রা.বো., য.বো., কু.বো.'২২, চ.বো.'১৯, দি.বো.'১৯, চ.বো., ব.বো.'১৭]	মুমূর্ষু
শশ্মান [কু.বো.' ২২]	শ্মশান
শান্তনা [রা.বো., দি.বো., কু.বো.'২২, য.বো.'১৯, কু.বো., য.বো., দি.বো.'১৭]	সান্ত্বনা
শিরচ্ছেদ [কু.বো., দি.বো.'২২, চ.বো., সি.বো., য.বো.'১৯, চ.বো., সি.বো., দি.বো.'১৭]	শিরশ্ছেদ
শ্রদ্ধাঞ্জলী [য.বো.'১৯]	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শ্রমজিবি [সি.বো., ম.বো.'২২]	শ্রমজীবী
সচিত্রিত [ব.বো.'১৯]	সচিত্র
সমিচীন [চ.বো.'২২, রা.বো.'১৯, সকল.বো.'১৮, ব.বো., কু.বো.'১৭]	সমীচীন
সহযোগীতা [সি.বো.'২২]	সহযোগিতা
সাতন্ত্র [রা.বো.'১৯]	স্বাতন্ত্র্য
স্বরস্বতী [ঢা.বো.'১৯, ব.বো.'১৭]	সরস্বতী
স্বাতন্দ্র [ম.বো.'২২]	স্বতন্ত্র
স্বামীগৃহ [চ.বো.'২২]	গৃহস্বামী
স্রোতোস্বিনি [ম.বো.' ২২]	স্রোতঃস্বিনী
হীনমন্যতা [রা.বো., কু.বো.'২২]	হীনম্মন্যতা

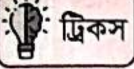
◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অধ্যায়বসায়	অধ্যবসায়
অনুসূয়া	অনসূয়া
অন্তভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
আত্মস্ত	আত্মস্থ
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত
আলচ্যমান	আলোচ্য
আশার	আষাঢ়
আশীষ	আশিস
আশ্বীর্বাদ	আশীর্বাদ
ইংরেজী	ইংরেজি
ইদৃশ	ঈদৃশ
ইসিস্টেন্ট	অ্যাসিসট্যান্ট
উচীৎ	উচিত
উজ্জল	উজ্জ্বল
উত্তরায়ন	উত্তরায়ণ
উপযোগীতা	উপযোগিতা
উর্ধ	ঊর্ধ্ব
ঋন	ঋণ
একত্রিত	একত্র
কর্ণেল	কর্নেল
কর্মজীবি	কর্মজীবী
কলংকিত	কলঙ্কিত
কল্যান	কল্যাণ
কার্য্যালয়	কার্যালয়
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
কৃর্তি	কৃতী
কৌতুহল	কৌতূহল
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
ক্ষুধপিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা
গৌন	গৌণ
গ্রামীন	গ্রামীণ
ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি
চতুস্কোন	চতুষ্কোণ
চলতশক্তি	চলচ্ছক্তি
জগত	জগৎ
জামিতি	জ্যামিতি
জীবীকা	জীবিকা
জৈষ্ট	জ্যৈষ্ঠ
জোস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত
ঝরণা	ঝরনা
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
তোরন	তোরণ
দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দিবারাত্রি	দিবারাত্র
দুঃস্ত	দুস্থ
দুরাদৃস্ট	দুরদৃষ্ট
দূরন্ত	দুরন্ত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুষিত	দূষিত
দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব
ননদী	ননদ (ননদি)
নিক্কন	নিক্বণ
নিরব	নীরব
পঁচা	পচা
পন্য	পণ্য
পরজীবি	পরজীবী
পরিস্কার	পরিষ্কার
পলোপ্রষু	ফলপ্রসূ
পিরিত	পীড়িত
পুন্য	পুণ্য
পুরান	পুরাণ
পেসাজীবী	পেশাজীবী
পোষ্টমাস্টার	পোস্টমাস্টার
প্রজম্ন	প্রজন্ম
প্রতিদ্বন্দ্বীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রত্যুশ	প্রত্যুষ
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী
প্রাণীজগত	প্রাণিজগৎ
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
প্রোজ্জলন	প্রোজ্জ্বল/প্রজ্বলন
বনষ্পতি	বনস্পতি
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
বাল্মিকী	বাল্মীকি
বীরাম্বণা	বিড়ম্বনা
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
ব্যাকরন	ব্যাকরণ
ব্যাতিত	ব্যতীত
ব্যায়	ব্যয়
ব্যার্থ	ব্যর্থ
ব্রাক্ষ্মন	ব্রাহ্মণ
ভষ্ম	ভস্ম
ভাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র
ভাষন	ভাষণ
ভূবন	ভুবন
ভূল	ভুল
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
মনমোহন	মনোমোহন
মনযোগ	মনোযোগ
মনিজাল	মণিজাল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মহিষি	মহিষী
মুখস্ত	মুখস্থ
মুর্চ্ছনা	মূর্ছনা
মুহুর্ত	মুহূর্ত
মুহুর্মুহূ	মুহুর্মুহু
রামায়ন	রামায়ণ
রেজিষ্ট্রেশন	রেজিস্ট্রেশন
লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
শষ্য	শস্য
শারিরীক	শারীরিক
শাস-প্রসাস	শ্বাস-প্রশ্বাস
শীকার	শিকার
শুশ্রূষা	শুশ্রূষা
শ্বাশত	শাশ্বত
ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
ষ্টেশন	স্টেশন
ষ্টোর	স্টোর
সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
সখ্যতা	সখ্য
সধর্মচুত	স্বধর্মচ্যুত
সন্ধাপদ্বিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ
সন্ধিহান	সন্দিহান
সন্যাসী	সন্ন্যাসী
সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তী
সমিরন	সমীরণ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সম্বলিত	সংবলিত
সম্বাদ	সংবাদ
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত
সহকারি	সহকারী
সুপারিস	সুপারিশ
সুষ্ঠ/সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সুস্বাগত	স্বাগত
সূচীপত্র	সূচিপত্র
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
স্বত্ত্বা	সত্তা
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা
স্বার্থকতা	সার্থকতা
স্মরণার্থী	শরণার্থী

প্রশ্ন নং ০৩ বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি


ট্রিকস

- ভাষার রূপ বা গঠন বর্ণনা, ভাষা বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধ শব্দ-ভাণ্ডার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য এর শব্দশ্রেণি সম্পর্কে জানা আবশ্যক।
- ০৩ নং প্রশ্নে তোমাকে বাংলা ভাষায় আলোচ্য ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ, পদ-প্রকরণ (বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়া বিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক ও আবেগ) সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন করা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে বা প্রদত্ত বাক্যগুলো থেকে কিছু শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় করতে বলা হবে।
- অথবা একটি অনুচ্ছেদ থেকে নির্দিষ্ট কোনো শব্দশ্রেণির পাঁচটি শব্দ নির্ণয় করতে বলা হবে এ অংশের পূর্ণমান ৫।
- তোমাদের ২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ও আবেগ–এ চারটি শব্দশ্রেণি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিলে তোমরা সহজেই বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে। আর হ্যাঁ, বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে প্রতিটি নিয়মের সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগবে।
- তবে যদি তুমি বাক্য বা অনুচ্ছেদ থেকে প্রদত্ত শব্দের শ্রেণি নির্ণয়ে দক্ষ হও, তবে এ অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র. মনে রাখবে, বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি অর্থাৎ পদ-প্রকরণ অংশের উত্তরের জন্য তোমাকে অবশ্যই এ বিষয়ের সম্যক ধারণা থাকতে হবে। নয়ত সম্পূর্ণ নম্বর পাওয়া তোমার জন্য কঠিন হবে।

ব্যাকরণিক শব্দের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [রা. বো., সি. বো., য. বো.'২২, কু. বো.'১৭]

উত্তর

যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।
যেমন– ছেলেরা বল খেলে। গাছে গাছে পাখি ডাকে প্রভৃতি।
ক্রিয়াপদের নানা শ্রেণিভেদ রয়েছে।

ক. ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার। যথা-
১. সমাপিকা ক্রিয়া; ২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন: দীপান্বিতা গান গায়। হিমেল বল খেলে। মুন্নি বই পড়ে।

২। অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: কথাটা শুনে................................
সূর্য উঠলে................................
আমি ভাত খেয়ে...........................

খ. বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা–

১. অকর্মক ক্রিয়া: বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন - সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই।

২. সকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন – সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছ' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন – শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন। এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

গ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ প্রকার। যথা–

১. **সরল ক্রিয়া:** একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন: সে লিখছে।

২. **প্রযোজক ক্রিয়া:** কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন – তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়। এখানে করাচ্ছেন ও খাওয়ায় হল প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. **নামক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন – বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে - আনো যুক্ত হয়ে হয় - চমকানো।

৪. **সংযোগ ক্রিয়া:** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া:** অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন - মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা।

০২। **আবেগ শব্দ কাকে বলে? আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।**

[চ. বো., কু. বো. ২২, রা. বো., ব. বো.'১৯, সি. বো.'১৭]

উত্তর

যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ শব্দ বলে।

যেমন– আরে, তুমি আবার কখন এলে!; বাহ্! বড় চমৎকার ছবি।

আবেগ–শব্দের শ্রেণিবিভাগ: ভাব প্রকাশের দিক থেকে আবেগ–শব্দ নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন:

(i) বিস্ময়সূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়।
যেমন- আরে, তুমি আবার কখন এলে! অ্যাঁ, বলছ কী? ও ফিরে এসেছে!

(ii) প্রশংসাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশ পায়।
যেমন–শাবাশ! খেলার মতো খেলা দেখালে। বাঃ! বড় চমৎকার ছবি এঁকেছ তো!

(iii) বিরক্তিসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে বিরক্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা প্রকাশ পায়।
যেমন–ছিঃ! এই কাজটি তোর। কী যন্ত্রণা! এভাবে কত সময় দাঁড়িয়ে থাকব।

(iv) ভয় ও যন্ত্রণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে আতঙ্ক, যন্ত্রণা, ভয়, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়।
যেমন– উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। আঃ! কী বিপদ।

(v) করুণাবাচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে করুণা, সহানুভূতি প্রকাশ পায়।
যেমন– হায়! হায়! এখন আমার কী হবে। আহা! লোকটি দেখতে পায় না।

(vi) সিদ্ধান্তসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করা হয়।
যেমন– আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব। উঁহু!, ও কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

(vii) সম্বোধনসূচক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
যেমন– হে বন্ধু! চলো ফিরে যাই গ্রামে। ওরে! তুই কোথায় চললি?

(viii) আলংকারিক আবেগ: এ ধরনের আবেগ–শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করতে অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
যেমন– দুর পাগল! তোকে সে কিছুই বলেনি। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!

০৩। কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [দি. বো.'২২]

উত্তর

কর্মপদের ভূমিকা অনুসারে ক্রিয়াপদকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) **সকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সকর্মক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কাজ কেবল উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে হয় না, এক বা একাধিক কর্মপদকে গ্রহণ করতে হয়। যেমন: 'সে চিঠি লিখছে। অনিক বই পড়ছে। আমি ভাত খাই'। –এসকল বাক্যে লিখছে, পড়ছে ও খাই -সকর্মক ক্রিয়া, কেননা এদের কর্মপদ যথাক্রমে চিঠি, বই ও ভাত রয়েছে।

(ii) **অকর্মক ক্রিয়া:** যেসব ক্রিয়ার কর্মপদ নেই, তা-ই অকর্মক ক্রিয়া। যেমন: 'সে মাটিতে শোয়। সে রোজ এখানে আসে। সে ভালো দৌড়ায়' -প্রভৃতি বাক্যে শোয়, আসে ও দৌড়ায় অকর্মক ক্রিয়া, এদের কোনো কর্মপদ নেই। এসব ক্রিয়াকে 'কী' বা' কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

(iii) **দ্বিকর্মক ক্রিয়া:** যে ক্রিয়ার দুইটি কর্মপদ থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: 'দাদু আমাকে একটি উপন্যাসের বই কিনে দিয়েছেন।'—এই বাক্যে 'কিনে দিয়েছেন' ক্রিয়াপদের কর্মপদ দুইটি- 'আমাকে' এবং 'উপন্যাসের বই'। এই কর্মপদের মধ্যে ব্যক্তিবাচক কর্মপদকে গৌণ এবং বস্তুবাচক কর্মপদকে মুখ্য কর্ম বলা হয়।

০৪। বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ম. বো.'২২]

উত্তর

যে শব্দ দিয়ে সাধারণত বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

বিশেষণ পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা: নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

(ক) নাম বিশেষণ: যে বিশেষণ পদে কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন: খারাপ মানুষকে সবাই ঘৃণা করে (বিশেষ্যের বিশেষণ)। তিনি বিনয়ী (সর্বনামের বিশেষণ)।

নাম বিশেষণের প্রকারভেদ:

০১। বর্ণবাচক: নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, লাল ফিতা।

০২। গুণবাচক: চালাক ছেলে, ঠান্ডা পানি, ভালো মানুষ।

০৩। অবস্থাবাচক: চলন্ত ট্রেন, তরল পদার্থ, তাজা মাছ।

০৪। ক্রমবাচক: এক টাকা, আট দিন ।

০৫। পূরণবাচক: তৃতীয় প্রজন্ম, ৩৪তম অনুষ্ঠান।

০৬। পরিমাণবাচক: আধা কেজি চাল, অনেক লোক।

০৭। উপাদানবাচক: বেলে মাটি, পাথুরে মূর্তি ।

০৮। প্রশ্নবাচক: কেমন গান? কতক্ষণ সময়?

০৯। নির্দিষ্টতাবাচক: এই দিনে, সেই সময়।

(খ) ভাব বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ । ভাব বিশেষণ দুই প্রকার:

১. ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ: খুব সাবধানে থেকো।

২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ: তুমি খুব সুন্দর দেখতে।

বাক্যে অবস্থান অনুযায়ী বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ:

১. সাক্ষাৎ বিশেষণ: বিশেষিত শব্দের আগে বসে। যেমন: গভীর সমুদ্র, ঘোলা পানি, জ্বলন্ত মশাল, হলুদ শাড়ি।

২. বিধেয় বিশেষণ : বাক্যের বিধেয় অংশে বসে। যেমন: ছেলেটি শান্ত। এ পুকুরের পানি স্বচ্ছ। মেয়েটি অসুস্থ।

০৫। বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ বিশ্লেষণ কর।

[ব. বো.'২২, সি. বো., য. বো.'১৯, য. বো., দি. বো.'১৭]

উত্তর

বিশেষ্য পদ: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন– নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার:

বিশেষ্য পদ
১. নামবাচক | ২. জাতিবাচক | ৩. দ্রব্যবাচক (বস্তুবাচক) | ৪. সমষ্টিবাচক | ৫. ভাববাচক (ক্রিয়া বিশেষ্য) | ৬. গুণবাচক

১. সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বিজ্ঞাপিত হয়, তাকে সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য বলে। যথা-
   (i) ব্যক্তির নাম: নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।
   (ii) ভৌগোলিক স্থানের: ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা।
   (iii) কাল নাম: সোমবার, জ্যৈষ্ঠ, মার্চ প্রভৃতি।
   (iv) গ্রন্থের নাম: 'গীতাঞ্জলি', 'অগ্নিবীণা', 'দেশে বিদেশে', 'বিশ্বনবি'।
২. জাতিবাচক বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ ইত্যাদি ।
৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য: যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এই জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যথা– বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি ।
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: যে পদে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যথা– সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল ইত্যাদি ।
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়া বিশেষ্য): যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য (ক্রিয়া বিশেষ্য) বলে। যথা– গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা ইত্যাদি।
৬. গুণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য । যথা–মধুর মিষ্টত্বের গুণ– মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ–তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ– তিক্ততা, তরুণের গুণ–তারুণ্য ইত্যাদি। তদ্রূপ : সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ।

০৬। বাংলা ভাষার শব্দশ্রেণিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [রা. বো.'১৭]

উত্তর

ব্যাকরণগত চরিত্র ও ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে যে কয়ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তাকেই ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। যথা-

১। বিশেষ্য: যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন– নজরুল, ঢাকা, মেঘনা, গাছ, পর্বত, নদী, সভা, সমিতি, জনতা, দুঃখ, সুখ ইত্যাদি।

২। সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম বলে। যেমন– ইনসাদ ভাল ছেলে। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। উল্লিখিত উদাহরণের দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'সে' শব্দটি 'ইনসাদ'– এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সে' হল সর্বনাম।

৩। বিশেষণ: যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন– নীল আকাশ, ঠাণ্ডা হাওয়া, চৌকস লোক ইত্যাদি।

৪। ক্রিয়া: যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন–শফিক বই পড়ে। কাল একবার এসো।

৫। ক্রিয়াবিশেষণ: যে শব্দ বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। ক্রিয়া–বিশেষণ ক্রিয়া সংগঠনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে। যেমন– সে দ্রুত দৌড়াতে পারে। ভ্রমর গুনগুনিয়ে গান গাইছে। সে এবার জোরে জোরে হাঁটছে।

৬। যোজক: যে শব্দ একটি বাক্যাংশের সাথে অন্য একটি বাক্যাংশ অথবা বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন- মিমিয়া আর আলিয়া দু বোন। তিনি হয় রিক্সায় না–হয় হেঁটে যাবেন। তোমাকে ঠিঠি লিখেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

৭। অনুসর্গ: যে শব্দগুলো কখনো স্বাধীনরূপে আবার কখনো বা শব্দবিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে তার অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাকে অনুসর্গ বলে। যেমন– ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। তোমার জন্যে এটা আমার বিশেষ উপহার।

৮। আবেগ শব্দ: যে শব্দ বাক্যের অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে, তাকে আবেগ শব্দ বলে। যেমন: মরি মরি! কী রূপমাধুরী। আরে! তুমি আবার কখন এলে! ছিঃ, এমন কাজ তোর! আঃ! কী বিপদ।

◆ ২০২৩ সালের সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। [ঢা. বো.'২২, ঢা. বো., চ. বো.'১৯, ঢা. বো., ব. বো.'১৭]

উত্তর

সর্বনাম: বিশেষ্যের পরিবর্তে যেসব শব্দ বা পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: রাফি ভালো ছেলে। সে নিয়মিত কলেজে যায়। এখানে 'সে' একটি সর্বনাম।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ:

(i) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, ও, ইনি, উনি ইত্যাদি।
(ii) আত্মবাচক সর্বনাম: স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
(iii) সামীপ্যবাচক সর্বনাম: এ, এই, এরা, ইহারা, প্রভৃতি।
(iv) দূরত্ববাচক সর্বনাম: ঐ, ঐসব।
(v) সাকুল্যবাচক সর্বনাম: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
(vi) প্রশ্নবাচক সর্বনাম: কে, কি, কী, কোন, কার, কাহার, কীসে প্রভৃতি।
(vii) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম: কোন, কেহ, কেউ, কিছু ইত্যাদি।
(viii) ব্যতিহার বা পারস্পরিক সর্বনাম: পরস্পর, আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে ইত্যাদি।
(ix) সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম: যে, যিনি, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
(x) অন্যাদিবাচক সর্বনাম: অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।
(xi) সাপেক্ষ সর্বনাম: যে....সে, যেমন....তেমন, যা.... তাই ইত্যাদি।

পক্ষভেদে সর্বনামকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

(i) বক্তাপক্ষের সর্বনাম: আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।
(ii) শ্রোতাপক্ষের সর্বনাম: তুই, তুমি, তোমরা, তোমার, তোমাদের, আপনি ইত্যাদি।
(iii) অন্যপক্ষের সর্বনাম: সে, তিনি, তারা, তাদের প্রভৃতি।

০২। যোজক কী? উদাহরণসহ যোজক-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও। [কু. বো.'১৯, সকল বো.'১৮]

উত্তর

যোজক: যেসব শব্দ–পদ,বর্গ বা বাক্যকে যুক্ত করে সেগুলোকে যোজক বলে। যেমন - এবং, ও, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

(i) সাধারণ যোজক: এ ধরনের যোজক দুটি শব্দ বা বাক্যকে যোগ করে। যেমন: রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে। জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো।

(ii) বিকল্প যোজক: এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন: লাল বা নীল কলমটা আনো। চা না-হয় কফি খান।

(iii) বিরোধ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের সংযোগ ঘটায় এবং প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ তৈরি করে। যেমন: এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না। তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

(iv) কারণ যোজক: এ ধরনের যোজক বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন -
জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি।
বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

(v) সাপেক্ষ যোজক: এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি। যেমন: যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব।

০৩। সাপেক্ষ সর্বনাম বলতে কী বোঝ? যে কোনো চারটি বাক্যে এর প্রয়োগ দেখিয়ে তা চিহ্নিত কর। [দি. বো.'১৯]

উত্তর

সাপেক্ষ সর্বনাম: পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে।

যেমন: যারা-তারা, যে-সে ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ:

(i) যেমন কর্ম তেমন ফল।
(ii) যে সয় সে রয়।
(iii) যারা এসেছিল তারা চলেও গেছে।
(iv) যে রাগে সে-ই হারে।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয়

প্রদত্ত বাক্যের দাগাঙ্কিত শব্দগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? → অনুসর্গ [সি. বো.'১৯, চ. বো., কু. বো.'১৭]
- সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না। → বিশেষণ [চ. বো., সি. বো., য. বো.'১৯]
- মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা। → সর্বনাম [সি. বো., দি. বো.'১৯, চ. বো.'১৭]
- রবীন্দ্রনাথ তো আর দুজন হয় না। → বিশেষ্য [সি. বো., য. বো.'১৯, চ. বো.'১৭]
- বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য। → ক্রিয়া [সি. বো., য. বো.'১৯, চ. বো.'১৭]
- বাঃ! আমাদের মেয়েরা দারুণ খেলছে। → আবেগ [সি. বো.'১৯]
- আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ এক রকম নয়। → যোজক [সি. বো., য. বো.'১৯, চ. বো.'১৭]

- তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। → ক্রিয়া বিশেষণ [সি. বো., য. বো.'১৯, চ. বো.'১৭]
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। → বিশেষণ [য. বো.'১৯]
- কারণ ছাড়া কার্য হয় না। → অনুসর্গ [য. বো.'১৯]
- বাহবা! আমাদের দল খেলায় জিতেছে। → আবেগ [য. বো.'১৯]
- চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি। → ক্রিয়া বিশেষণ [কু. বো.'১৯]
- ট্রেনটা এখনই এসে পড়বে। → যৌগিক ক্রিয়া [কু. বো.'১৯]
- নদীর বুকে চর জেগেছে। → বিশেষ্য/সমন্ধ পদ [কু. বো.'১৯]
- এত চিনি দিলাম তবু মিষ্টি হলো না। → যোজক [কু. বো.'১৯]
- বিপদ কখনও একা আসে না। → বিশেষ্য [কু. বো.'১৯]
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। → বিশেষণ [কু. বো.'১৯]
- আমাদের যাত্রা সমুদ্র অভিমুখে। → অনুসর্গ [কু. বো.'১৯]
- হে বন্ধু, বিদায়। → সম্বোধনসূচক আবেগ [কু. বো.'১৯]
- পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। → বিশেষ্য [দি. বো.'১৯]
- আজ নয় কাল সে আসবেই। → যোজক [দি. বো.'১৯]
- তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। → বিশেষ্য [দি. বো.'১৯]
- হঠাৎ সে দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। → ক্রিয়া বিশেষণ [দি. বো.'১৯]
- বাঃ! চমৎকার একটা গল্প লেখেছ। → আবেগ [দি. বো.'১৯, কু. বো.'১৭]
- শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল। → বিশেষ্য [দি. বো.'১৯, কু. বো.'১৭]
- সে আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। → সমাপিকা ক্রিয়া [দি. বো.'১৯]
- শাবাশ ! দারুন খেলেছে আমাদের মেয়েরা। → আবেগ [চ. বো.'১৭]
- তুমি যে আমার কবিতা । → সর্বনাম [কু. বো.'১৭]
- আমাদের ছোট গাঁয়ে ছোট ছোট ঘর। → বিশেষণ [কু. বো.'১৭]
- করিম ও রহিম দুই ভাই। → বিশেষ্য [কু. বো.'১৭]
- ভালো আমটি খাও। → বিশেষণ [কু. বো.'১৭]
- যথা ধর্ম তথা জয়। → সর্বনাম [কু. বো.'১৭]

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

- মরি মরি! কী রূপ মাধুরী। → আবেগ
- মাথার উপরে নীলাকাশ। → অনুসর্গ
- সাদা বা কালো। → যোজক
- কোথাও কেউ নেই। → সর্বনাম
- সোনিয়ার সাহস আছে। → বিশেষ্য
- সবাই গেছে বনে।→ সর্বনাম
- সানজারের কাছে কলমটা নেই। → অনুসর্গ
- প্রগাঢ় নিকুঞ্জ। → বিশেষণ
- সিক্ত নীলাম্বরী। → বিশেষ্য
- পুলকিত সচ্ছলতা। → বিশেষণ
- তিনটি ফুল আর অনেক পাতা। → যোজক
- নীল-হলুদ-বেগুনি অথবা সাদা। → যোজক
- তুমি আমার পূর্ববাংলা। → সর্বনাম
- নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হলো। → সর্বনাম
- খুব সাবধানে পথ চলবে। → বিশেষণ
- অপরের ক্ষতি করো না। → সর্বনাম
- ওরা পরস্পর আত্মীয়। → সর্বনাম
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। → ক্রিয়া
- আমি আগামীকাল বাড়ি যাব। → বিশেষণ
- প্রচণ্ডবেগে ঝড় ধেয়ে আসল। → বিশেষণ
- লোকটি ধনী কিন্তু সুখী নন। → যোজক
- মন দিয়ে লেখাপড়া কর। → অনুসর্গ

- তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন। → যোজক
- তাকে ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। → অনুসর্গ
- যদি বারণ কর তবে আসব না। → যোজক
- এবার শুরু হলো সেই মিছিল। → বিশেষ্য
- সে অল্পক্ষণ ঘুমোয়। → ক্রিয়া
- ছেলেটা দুষ্টু নয়। →বিশেষণ
- সবাই জীবনে জয়ী হতে চায়। → সর্বনাম
- আমার কাছে অর্থের কোন মূল্য নেই। → অনুসর্গ
- যত গর্জে তত বর্ষে না। → সাপেক্ষ সর্বনাম
- শাবাশ! চমৎকার রেজাল্ট করেছ। → আবেগ
- উর্মি আজ কলেজে আসেনি। → ক্রিয়া বিশেষণ
- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে না। → ক্রিয়া বিশেষণ
- গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। → ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ
- হৈমন্তী গান গাইছে।→ ক্রিয়া
- যাত্রীরা স্ব স্ব আসনে গিয়ে বসলেন। →সর্বনাম
- আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। → বিশেষণ
- কারা যেন গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। → ক্রিয়া বিশেষণ
- বোনের জন্যে এই বইটা এনেছি। → অনুসর্গ
- হুঁ, যুক্তিটা মন্দ মনে হচ্ছে না।→ আবেগ
- আজ বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ডের খেলা।→ অনুসর্গ
- আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনি পরে। → সর্বনাম
- আরে! তুমি কখন এলে! → আবেগ
- জলধি অভিমুখে রাজপুত্র অভিযাত্রা করলেন। → অনুসর্গ
- চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা। → বিশেষণ
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি ভিক্ষা করব না। → যোজক
- গরিবকে সাহায্য করা উচিত। → বিশেষ্য
- সব বস্তিতেই এখন টিউবওয়েল বসেছে। → বিশেষ্য
- তুমি ঢাকা গিয়েছিলে? → ক্রিয়া
- ডাক্তার অসুস্থ, তিনি রোগী দেখতে আসবেন না। → সর্বনাম
- বাহ! বড় চমৎকার ছবি একেঁছে তো। → ক্রিয়া
- তিনি অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। → বিশেষণ
- যত চাও তত লও তরণী পরে। যত→ সাপেক্ষ যোজক
- কাব্য জগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। → বিশেষ্য
- না, এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। → ক্রিয়া
- মেটে কলসিতে পানি ঠান্ডা থাকে। →বিশেষণ
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু। → অনুসর্গ
- তাড়াতাড়ি যাও নতুবা তাকে পাবে না। → যোজক
- সেলিমের ঘুম এল না মোটেই। → বিশেষ্য
- যদি দূরে চলে যাই তবু মনে রেখ।→ যোজক
- আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে। → সর্বনাম
- এবার পাথর যেন নড়ে। → ক্রিয়া
- এ জনমের তরে বিদায় নিলাম। → অনুসর্গ
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।→সর্বনাম
- রুমি কিংবা সুমি কেউ-ই একাজ করতে পারেনা।→ যোজক
- ভুতের ভয়ে নজিমা দ্রুত দৌড়াতে লাগলো।→ ক্রিয়া বিশেষণ
- ভাল ছাত্ররা পড়াশোনায় মনোযোগী হয়। →বিশেষণ
- সুস্থ-সবল দেহকে কেনা ভালোবাসে।→ বিশেষণ
- ধীরে ধীরে বায়ু বয়। →ক্রিয়া বিশেষণ
- উড়ন্ত পাখি। → বিশেষণ
- হয় টাকা ছাড় নচেৎ ঘর ছেড়ে দাও। → যোজক
- ভাল বাড়ি পাওয়া কঠিন। → বিশেষণ
- মন্দ কথা বলতে নেই। → বিশেষণ
- তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক। →বিশেষণ
- নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি। → বিশেষণ
- অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। → অনুসর্গ
- শরতের এই আকাশ মনকে উদাস করে দেয়। →বিশেষণ
- চলো কোথাও বেড়াতে যাই। → সর্বনাম
- বাবা সকালে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। → ক্রিয়া
- সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। → বিশেষ্য
- এই আমার মা। → বিশেষ্য
- ইনি আমার কাকা। → সর্বনাম
- ট্রেন দ্রুত চলতে লাগল। →ক্রিয়া বিশেষণ
- অধিক ভোজন অনুচিত। → বিশেষ্য
- দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। → বিশেষণ
- সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়? →যোজক
- মেঘ ডাকে। → ক্রিয়া

অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্দেশ কর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

একটু মিটমিট করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে- দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই- এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না। [ঢা.বো.'১৯]

উত্তর: (i) মিটমিট – ক্রিয়া বিশেষণ (ii) ক্ষুদ্র – বিশেষণ (iii) নাচিতেছে – ক্রিয়া (iv) হুঁকা – বিশেষ্য (v) তবে – যোজক

০২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি যৌগিক ক্রিয়া চিহ্নিত কর:

"চাহিয়া দেখিলাম– হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে করিলাম, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে) যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না।" [রা. বো.'১৯]

উত্তর: (i) চাহিয়া দেখিলাম (ii) বুঝিতে পারিলাম (iii) করিতে আসিয়াছে (iv) দেওয়া গিয়াছে (v) দেওয়া যাইতে পারে।

০৩। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়া-বিশেষণ চিহ্নিত কর:

ইট বসানো রাস্তা দিয়ে করিম বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ দেখতে পেল চলন্ত বাস থেকে যাত্রীরা লাফিয়ে নামছে। হাঁটা-পথের অনেকেই দৃশ্যটি তাকিয়ে দেখল। কয়েকজনের যায়-যায় অবস্থা। কাঁদো-কাঁদো চেহারার মানুষগুলোকে দেখে করিম মনে কষ্ট পেল।[চ.বো.'১৯,রা. বো.'১৭]

উত্তর: (i) হঠাৎ (ii) লাফিয়ে (iii) তাকিয়ে (iv) যায়-যায় অবস্থা (v) কষ্ট পেল।

০৪। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আছেন তো ভালো? ছেলেমেয়ে? কিছু আলাপের পর [ব. বো.'১৯]
দেখিয়ে সফেদ দেয়ালের শান্ত ফটোগ্রাফটিকে
বললাম জিজ্ঞাসু অতিথিকে-

উত্তর: (i) ভালো (ii) সফেদ (iii) শান্ত (iv) জিজ্ঞাসু (v) কিছু।

০৫। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখ শব্দগুলির ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয় কর:

সে ছিল চমৎকার এক সুন্দরী তরুণী। নিয়তির ভুলেই যেন এক কেরানির পরিবারে তার জন্ম হয়েছে। তার ছিল না কোনো আনন্দ, কোনো আশা। পরিচিত হবার, প্রশংসা পাওয়ার, প্রেমলাভ করার এবং কোনো ধনী অথবা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার কোনো উপায় তার ছিল না। তাই শিক্ষা পরিষদ আপিসের সামান্য এক কেরানির সঙ্গে বিবাহ সে স্বীকার করে নিয়েছিল। [সকল. বো.'১৮]

উত্তর: (i) সুন্দরী – বিশেষণ (ii) পরিবারে – বিশেষ্য (iii) তার – সর্বনাম (iv) অথবা – যোজক (v) সামান্য – বিশেষণ

০৬। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও –আমি বলতে চাই না। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর কর। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বল। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটা করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ কর – তাহলেই অনেক হবে।

উত্তর: (i) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (ii) একটুখানি (iii) মিষ্টি (iv) করুণ (v) অসহায়। [ঢা. বো.'১৭]

০৭। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাঁপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়। [সি. বো.'১৭]

উত্তর: (i) প্রচণ্ড (ii) মিষ্টি (iii) ভাঁপা (iv) লোভাতুর (v) নগ্ন।

০৮। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

"নীল আকাশ।রোদেলা দুপুর। পাখিটি পাখনা মেলে দিগন্তের পথে পাড়ি জমাচ্ছে। দখিনা বাতাসে টকটকে লাল পলাশ ফুল দুলছে। তাই দেখে সাদা মেঘের দলও বলাকার মত উড়ছে; যাব দূরে বহুদূরে।" [ব. বো.'১৭]

উত্তর: (i) নীল (ii) রোদেলা (iii) দখিনা (iv) টকটকে লাল (v) সাদা।

০৯। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আদি কবি বাল্মীকি একদিন কাক ডাকা ভোরে সবুজ ঘাসের উপর আনমনে বসে–গাছের ডালে বসা চঞ্চল দুটি সাদা বক ও বকির দিকে তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন শিকারি নিচ থেকে সোনালি রঙের তীর নিক্ষেপ করলেন। একটি বকের দেহে তীর বিদ্ধ হলো। বেখেয়ালি কবি বললেন দুটি শ্লোক। এভাবেই প্রথম কবিতার জন্ম। [য. বো.'১৭]

উত্তর: (i) আদি (ii) সবুজ (iii) চঞ্চল (iv) সাদা (v) সোনালি (vi) বেখেয়ালি

১০। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:

আজ সাদা মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হঠাৎ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। সাবিত ভাঙা ছাতা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকানোর বৃথা চেষ্টা করছিল। তার বেখেয়ালি মন হালকা বৃষ্টি আর মৃদু হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠল। [দি. বো.'১৭]

উত্তর: (i) সাদা (ii) ভাঙা (iii) বেখেয়ালি (iv) হালকা (v) মৃদু

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

০১। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন কর:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। ঝকঝকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তর: (i) ঘুমন্ত (ii) গরম (iii) অবুঝ (iv) সদ্যোজাত (v) ঝকঝকে

০২। নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি ক্রিয়াপদ চিহ্নিত কর:

এত দিন যে প্রতি সন্ধ্যায় আমি বিনুদার বাড়িতে গিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম। বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তাহার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

উত্তর: (i) তুলিয়াছিলাম (ii) দিয়াছিল (iii) বুঝিয়াছিলাম (iv) দেখিলাম (v) রহিল

০৩। যে কোন পাঁচটি বিশেষ্য পদ চিহ্নিত কর:

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি, বিশ্বকবি। গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পান। সারাবিশ্বের বিদগ্ধজন যেমন-আইনস্টাইন, রমারোঁলা, ইয়েটস্ প্রমুখের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আবার ইটালির মুসোলিনিকে নিয়ে তিনি এঁকেছিলেন ব্যঙ্গচিত্র।

উত্তর: (i) রবীন্দ্রনাথ (ii) গীতাঞ্জলি (iii) নোবেল (iv) আইনস্টাইন (v) ব্যঙ্গচিত্র

প্রশ্ন নং ০৪
বাংলা শব্দ গঠন: উপসর্গ ও সমাস


ট্রিকস

- নতুন নতুন শব্দ গঠন ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিচিত্র শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করে। বাংলা শব্দ গঠনের তিনটি প্রধান উপায় (উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস) এর মধ্যে থেকে উপসর্গ ও সমাস তোমাদের এবারের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত।
- ০৪ নং প্রশ্নে বাংলা শব্দগঠনের নিয়মসমূহ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ প্রশ্নের পূর্ণমান ৫।
- প্রথম অংশে উপসর্গ ও সমাস থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। তাই এর বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আর হ্যাঁ, বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে।
- অথবা অংশে প্রদত্ত শব্দ থেকে ৫টি শব্দের সমাসের নামসহ ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে বলা হয়। পরীক্ষায় এ অংশের উত্তর করতে চাইলে সমাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তবে এই অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র. তোমাদের প্রতি উপদেশ থাকবে, সমাস অংশটি খুবই ভালোভাবে আয়ত্ত করার। এক্ষেত্রে বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নসমূহের সমাধান বারবার অনুশীলন করা তোমাদের জন্য উপকারী হতে পারে। এছাড়া, "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে"– প্রশ্নটির ব্যাখ্যা ভালোভাবে পড়ে রাখতে পারো।

উপসর্গ

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন, নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা:

(i) নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে। (ii) শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করতে।
(iii) শব্দের অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ করতে। (iv) শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করতে।

- উপসর্গের নিজস্ব অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: ১। বাংলা উপসর্গ ২। তৎসম উপসর্গ ৩। বিদেশি উপসর্গ

০১। বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, ঊন (ঊনা), কদ, কু, নি,পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

বাংলা উপসর্গ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ:

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
অ	নিন্দিত	অকেজো, অকাট, অপয়া
	অভাব/না	অচিন, অজানা, অথৈ
	ক্রমাগত	অঝোর, অঝোরে
আ	অভাব	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি
	বাজে, নিকৃষ্ট	আকাঠ, আগাছা
ইতি	এ বা এর	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে
	পুরনো	ইতিকথা, ইতিহাস
কদ্	নিন্দিত	কদবেল, কদর্য, কদাকার
কু	কুৎসিত/অপকর্ষ	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ
রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট	রামছাগল, রামদা, রামশিঙা, রামবোকা
সু	উত্তম	সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ
হা	অভাব	হাপিত্যেশ, হাভাতে, হাঘরে

০২। তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

তৎসম উপসর্গ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ:

উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ
অপ	বিপরীত	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ
	স্থানান্তর	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন
	বিকৃত	অপমৃত্যু
নি	নিষেধ	নিবৃত্তি
	নিশ্চয়	নিবারণ, নির্ণয়
	আতিশয্য	নিদাঘ, নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

০৩। বিদেশি উপসর্গ:

(i) ফারসি: কার, দর্, না, নিম্, ফি, বদ্, বে, বর্, ব, কম্

উদাহরণ: না: না অর্থে– নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক

ফি: প্রতি অর্থে– ফি–রোজ, ফি–হপ্তা, ফি–বছর, ফি–সন

বে: না অর্থে– বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেতার

কম্: স্বল্প অর্থে– কমজোর, কমবখ্ত্

(ii) আরবি: আম্, খাস্, লা, খয়ের, বাজে, গর্

উদাহরণ: খাস: বিশেষ অর্থে– খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা

লা: না অর্থে– লাজওয়াব, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা

(iii) ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব

উদাহরণ: হেড: প্রধান অর্থে– হেড-মাস্টার, হেড–অফিস, হেড–পণ্ডিত

সাব: অধীন অর্থে– সাব–অফিস, সাব–জজ, সাব–ইন্সপেক্টর

(iv) উর্দু-হিন্দি: হর: প্রত্যেক অর্থে– হররোজ, হরমাহিনা, হরকিসিম, হরহামেশা

হরেক: বিবিধঅর্থে– হরেকরকম, হরেকখাকর।

শব্দ গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে।" ব্যাখ্যা কর। [সি. বো.' য. বো.'১৯; কু. বো., দি. বো.' ব. বো.' য. বো.'১৭]

উত্তর

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসকল অব্যয়সূচক শব্দাংশ বাক্যে স্বাধীন পদরূপে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু শব্দের আগে বসে তার অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ, পূর্ণতা অথবা পরিবর্তন সাধন করতে পারে তাকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গের অর্থবাচকতা বা নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু এগুলো শব্দ বা ধাতুর আগে বসে অর্থের বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

যেমন: কাজ শব্দের আগে 'অ' অব্যয়টি যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ 'অকাজ' গঠিত হয় যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটেছে।

আবার, পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' অব্যয় যোগে 'পরিপূর্ণ' শব্দ তৈরি হয় যা আগের শব্দটির অর্থকে সম্প্রসারিত করেছে।

একইভাবে 'হার' শব্দের পূর্বে 'আ' যোগে গঠিত 'আহার' অর্থ খাওয়া। কিন্তু 'প্রহার' অর্থ মারা, 'বিহার' অর্থ ভ্রমণ, পরিহার অর্থ ত্যাগ, 'উপহার' অর্থ পুরস্কার। এখানে 'হার' শব্দটির পূর্বে আ, প্র, বি, পরি, উপ-ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে 'হার' শব্দটির অর্থকে পরিবর্তন করেছে।

লক্ষণীয়, এ অব্যয় সূচক শব্দাংশগুলো অন্য শব্দের অর্থে প্রভাব বিস্তার করলেও এদের নিজেদের আলাদা কোনো অর্থ নেই। এ কারণেই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

০২। শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা ভাষায় কী কী উপায়ে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [দি. বো.'১৯; রা. বো.'১৭]

উত্তর

শব্দের অর্থ বৈচিত্র্যের জন্য এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াই হলো শব্দগঠন। অর্থাৎ, "ছোট ও সহজ শব্দ বা পদের সাহায্যে বড় ও জটিলতর শব্দ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলে শব্দ গঠন।"

আদ্য প্রত্যয়, মধ্য প্রত্যয় অথবা অন্ত্য প্রত্যয়যোগে কিংবা সমাস ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় নতুন শব্দ গঠন করা যায়।

মূলত উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস এ তিন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করা হয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় প্রধানত নাম প্রকৃতি ও ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। এছাড়াও সন্ধি বিভক্তি, নির্দেশক, বচন, বলক, দ্বিরুক্তি– ইত্যাদিও নতুন শব্দ গঠনে সাহায্য করে।

নিম্নে শব্দ গঠনের প্রধান তিনটি উপায়–উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন:** বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে। এগুলো মূলত অর্থহীন শব্দাংশ যা অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন- বে+তার = বেতার, অ+কাজ = অকাজ

২. **প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন:** শব্দ ও ধাতুর পরে যেসকল অর্থহীন শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন- শিশু+অ = শৈশব; √জি+অ = জয়; √পঠ+অক = পাঠক।

৩. **সমাসযোগে শব্দ গঠন:** বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক পদের এক শব্দে পরিণত হওয়ার নাম সমাস। যেমন-
১ম বাক্য – পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময় সংক্রান্ত সূচি স্কুল ও কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
২য় বাক্য – পরীক্ষানিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচী স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
এখানে, ১ম বাক্যের 'পরীক্ষাসমূহের নিয়ন্ত্রক'; 'সময় সংক্রান্ত সূচী' এবং 'স্কুল ও কলেজ' পদগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ২য় বাক্যে 'পরীক্ষানিয়ন্ত্রক' 'সময়সূচী' এবং 'স্কুল-কলেজ' শব্দগুলি গঠন করা হয়েছে। পদের এই সংক্ষেপণই হলো সমাস।

সমাস নির্ণয়

সম্বন্ধ রয়েছে এমন একাধিক শব্দের এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। সমাস মানে সংক্ষেপণ; একাধিক পদের একপদীকরণ। এটি ব্যাকরণের রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

সাধারণ আলোচনা

➤ সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে- সংস্কৃত থেকে।

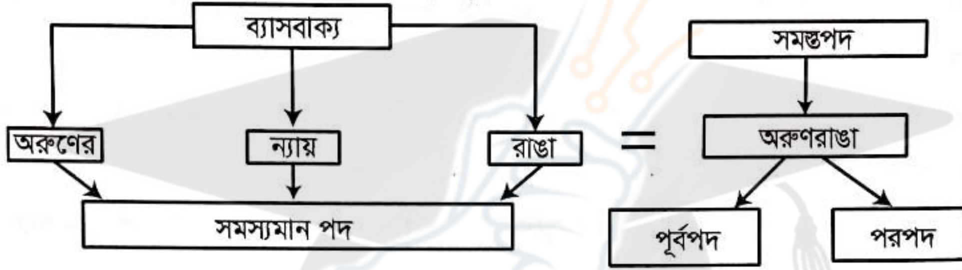
➤ সমাসের পরিভাষাসমূহ:

(i) সমস্তপদ: সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটির নাম সমস্তপদ।

(ii) ব্যাসবাক্য: সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ করলে যে বাক্যটি পাওয়া যায় তাকে ব্যাসবাক্য বলে।

(iii) সমস্যমান পদ: যেসব পদ নিয়ে সমাস হয় অর্থাৎ, ব্যাসবাক্যের প্রতিটি পদকে আলাদাভাবে সমস্যমান পদ বলে।

(iv) পূর্বপদ ও পরপদ: সমস্তপদের প্রথম অংশকে (শব্দ) পূর্বপদ এবং শেষের অংশকে (শব্দ) উত্তরপদ বা পরপদ বলে।



'অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা' সমাস প্রক্রিয়ায় 'অরুণের ন্যায় রাঙা'—ব্যাসবাক্য, 'অরুণরাঙা'—সমস্তপদ; অরুণের, ন্যায়, রাঙা প্রতিটি পদ আলাদাভাবে সমস্যমান পদ এবং 'অরুণ'—পূর্বপদ ও 'রাঙা'—পরপদ বা উত্তর পদ।

➤ ব্যাসবাক্যের আরেক নাম– বিগ্রহ-বাক্য বা সমাস-বাক্য। সমাস মূলত চার প্রকার: দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি।

❖ কিছু বিভ্রান্তিকর সমাস নির্ণয়ের সহজ কৌশল:

উপমান ও উপমিত:

➤ সমস্তপদের প্রথম অংশ বিশেষ্য ও পরের অংশ বিশেষণ হলে সেটি উপমান কর্মধারয় সমাস। যেমন: ভ্রমরকৃষ্ণ—সমস্তপদে ভ্রমর বিশেষ্য এবং কৃষ্ণ (কালো) বিশেষণ। সুতরাং, এটি উপমান কর্মধারয় সমাস।

➤ সমস্ত পদের দুটি অংশই বিশেষ্য পদ হলে সেটি উপমিত কর্মধারয় সমাস। যেমন: চাঁদমুখ—সমস্ত পদের চাঁদ এবং মুখ– দুটি পদই বিশেষ্য বলে এটি উপমিত কর্মধারয় সমাস।

অলুক সমাস:

ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্ত পদে বিলুপ্ত না হলে অলুক সমাস হয়। এটি তিন প্রকার। ১. অলুক দ্বন্দ্ব, ২. অলুক তৎপুরুষ, ৩. অলুক বহুব্রীহি।

➤ **অলুক দ্বন্দ্ব**— সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য থাকলে এবং উভয়পদে বিভক্তি যুক্ত থাকলে সেটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন: বনে-জঙ্গলে, দুধে-ভাতে।

➤ **অলুক তৎপুরুষ**— যে সমাসের পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় এবং কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাকে- সেটি অলুক তৎপুরুষ সমাস। যেমন: তেলে-ভাজা, পোকায়-কাটা।

➤ **অলুক বহুব্রীহি**— যে সমাসে সমস্তপদে কেবল পূর্বপদে বিভক্তি যুক্ত থাক এবং অন্যপদের অর্থ প্রাধান্য পায় সেটি অলুক বহুব্রীহি সমাস। যেমন: কানে-কলম (কাঠ মিস্ত্রি), হাতে-ছড়ি (অন্ধ)।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাস:

➤ **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি**— সমস্তপদে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হলে এবং অন্যপদের অর্থ প্রাধান্য পেলে সেটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। যেমন: 'দশগজি' শব্দটি দ্বারা দশগজ পরিমাণ যে কোনো জিনিসকে বোঝায় না। বরং, শব্দটি দ্বারা কাঠমিস্ত্রিদের ব্যবহৃত বিশেষ একটি যন্ত্রকে বোঝানো হয়। তাই এই শব্দটি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস।

➤ **দ্বিগু**— সমস্তপদে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হলে এবং সেটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝালে যে সমাস হয় তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: সপ্তাহ- শব্দটি দ্বারা সাত দিনের সমষ্টি বোঝায়। ফলে এটি দ্বিগু সমাস।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অতীন্দ্রিয় [সি.বো.'১৭]	ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
অনতিবৃহৎ [দি.বো.'২২]	নয় অতি বৃহৎ	নঞ্ তৎপুরুষ
অনাচার [দি.বো.'১৯]	নেই আচার	নঞ্ তৎপুরুষ
অনাশ্রিত [য.বো., সি.বো.'২২; চ.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]	নয় আশ্রিত যে	নঞ্ তৎপুরুষ
অনাহুত [কু.বো.'১৯]	নয় আহুত	নঞ্ তৎপুরুষ
অনুরণন [কু.বো.'১৯]	রণনের পশ্চাৎ	অব্যয়ীভাব
অপরাহ্ণ [কু.বো.'১৭]	অহ্নের অপর ভাগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অহিনকুল [য.বো., সি.বো.'২২; সকল.বো.'১৮]	অহি ও নকুল	বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব
অহোরাত্র [সি.বো.'১৭]	অহ ও রাত্রি	দ্বন্দ্ব
আকণ্ঠ [ব.বো.'১৯]	কণ্ঠ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আদিগন্ত [ব.বো.'২২]	দিগন্ত পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরণ [চ.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমরা [ম.বো.'২২; চ.বো.'১৯]	সে, তুমি ও আমি	একশেষ দ্বন্দ্ব
আয়কর [রা.বো.'১৯]	আয়ের ওপর অর্পিত কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আয়তলোচনা [রা.বো.'২২]	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি
আরক্তিম [রা.বো.'১৯]	ঈষৎ রক্তিম	অব্যয়ীভাব
আলুনি [দি.বো., ম.বো.'২২]	নুনের (লবণের) অভাব	নঞ্ তৎপুরুষ
আশীবিষ [সকল.বো.'১৮]	আশীতে বিষ যার	বহুব্রীহি
ইন্দ্রজিৎ [রা.বো.'১৭]	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
উচ্ছৃঙ্খল [চ.বো.'২২]	শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উত্তরোত্তর [ব.বো.'১৯]	উত্তর ও উত্তর	দ্বন্দ্ব
উদ্বেল [রা.বো., সি.বো., য.বো., দি.বো.'২২; সকল.বো.'১৮; দি.বো.'১৭]	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উপকণ্ঠ [ঢা.বো., কু.বো.'২২; দি.বো.'১৯]	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপজেলা [দি.বো.'২২]	জেলার ক্ষুদ্র	অব্যয়ীভাব
উপনদী [সি.বো.'২২; সকল.বো.'১৮]	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উর্ণনাভ [য.বো.'২২, চ.বো., কু.বো.'১৭]	উর্ণা নাভিতে যার	বহুব্রীহি
কবিগুরু [রা.বো.'২২]	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কলেরগান [য.বো.'২২]	কলের গান	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাজলকালো [চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
কানাকানি [চ.বো.'২২]	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
কালান্তর [ঢা.বো.'২২; চ.বো.'১৭]	অন্য কাল	নিত্য
কুম্ভকার [চ.বো.'২২]	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কুশীলব [রা.বো.'১৯]	কুশ ও লব	দ্বন্দ্ব
কুসুমকোমল [রা.বো.'২২]	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
ক্ষুধানল [দি.বো.'১৭]	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
গঙ্গা-যমুনা-মেঘনা [দি.বো.'১৯]	গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা	বহুপদী দ্বন্দ্ব
গণতন্ত্র [কু.বো.'১৯]	গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গুণমুগ্ধ [দি.বো.'১৯]	গুণে মুগ্ধ	সপ্তমী তৎপুরুষ
গুরুভক্তি [সি.বো.'১৭]	গুরুকে ভক্তি	চতুর্থী তৎপুরুষ



প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
গৃহস্থ [কু.বো.'১৯]	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গৃহান্তর [দি.বো.'২২]	অন্য গৃহ	নিত্য সমাস
গ্রন্থকার [ব.বো.'১৯]	গ্রন্থ (রচনা) করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গ্রামান্তর [সি.বো.'২২]	অন্য গ্রাম	নিত্য
চতুর্দশপদী [রা.বো.'১৯]	চতুর্দশ পদের সমাহার	দ্বিগু
চতুষ্পদী [রা.বো.'১৭]	চার পা আছে যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চন্দ্রচূড় [দি.বো.'১৯]	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
চরণকমল [কু.বো.'২২, চ.বো.'১৯]	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চাঁদমুখ [রা.বো.'১৭]	চাঁদের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয়
চিরসুখী [ব.বো.'২২,ঢা.বো.'১৯]	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জন্মান্ধ [ম.বো.'২২]	জন্ম থেকে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জয়ন্তী [দি.বো.'১৭]	জন্ম উপলক্ষ্যে যে উৎসব	বহুব্রীহি
জ্যোৎস্নারাত [ব.বো.'২২]	জ্যোৎস্না শোভিত রাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঢেঁকিছাঁটা [দি.বো.'১৭]	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
তপোবন [কু.বো.'১৯]	তপের নিমিত্ত বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
তেপান্তর [ব.বো.'২২]	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
তেপায়া [ঢা.বো.; দি.বো.'২২]	তে পায়া আছে যাতে	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
ত্রিফলা [চ.বো.'১৭]	তিন ফলের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিভুজ [য.বো.'২২]	ত্রি(তিন)ভুজের সমাহার	দ্বিগু
দম্পতি [রা.বো., ব.বো., দি.বো.'২২]	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
দিগ্বিদিক [সি.বো.'২২]	দিক ও বিদিক	দ্বন্দ্ব
দেশান্তর [ঢা.বো.'১৯]	অন্য দেশ	নিত্য
দোটানা [চ.বো.'২২]	দুই দিকে টান আছে যার	প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
ধর্মঘট [চ.বো.'১৭]	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নদীমাতৃক [ব.বো., কু.বো., ম.বো.'২২; চ.বো., য.বো.'১৯; রা.বো., দি.বো.'১৭]	নদী মাতা যার	বহুব্রীহি
নবরত্ন [কু.বো.'১৯]	নব রত্নের সমাহার	দ্বিগু
নীলাম্বর [রা.বো.'১৯]	নীল অম্বর যার (বলরাম)	বহুব্রীহি
	নীল যে অম্বর (নীল আকাশ)	কর্মধারয়
পকেটমার [চ.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পঙ্কজ [রা.বো.'১৯]	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
পথে ঘাটে [কু.বো.'১৭]	পথে ও ঘাটে	দ্বন্দ্ব
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা [কু.বো.'২২]	পদ্মা,মেঘনা ও যমুনা	বহুপদী দ্বন্দ্ব
পলান্ন [ঢা.বো.'১৯]	পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পাপমতি [ম.বো.'২২]	পাপে মতি যার	বহুব্রীহি
পুষ্পসৌরভ [দি.বো.'১৯]	পুষ্পের সৌরভ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রগতি [চ.বো.'১৭]	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি
প্রবচন [য.বো.'২২; রা.বো.'১৯]	প্র(প্রকৃষ্ট) যে বচন	প্রাদি
প্রবাদ [ব.বো.'১৯]	প্র(প্রকৃষ্টরূপে) বাদ	প্রাদি
প্রভাকর [সকল.বো.'১৮]	প্রভা করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
প্রভাত [ঢা.বো.'২২]	প্র(প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি সমাস
প্রভাষক [রা.বো.'২২]	প্র(প্রকৃষ্ট)ভাষক	প্রাদি সমাস
বইপড়া [সকল.বো.'১৮]	বইকে পড়া	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
বইপুস্তক [চ.বো.'২২]	বই ও পুস্তক	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বজ্রকঠোর [কু.বো.'১৭]	বজ্রের ন্যায় কঠোর	উপমান কর্মধারয়
বাক্যান্তর [সি.বো.'১৭]	অন্য বাক্য	নিত্য
বাগ্‌দত্তা [চ.বো.'১৭]	বাক্ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বাহুলতা [ব.বো.'২২]	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বিপত্নীক [দি.বো.'২২]	বি(গত) হয়েছে পত্নী যার	বহুব্রীহি
বিমনা [কু.বো.'১৯]	বিচলিত মন যার	বহুব্রীহি
বিলাত ফেরত [ম.বো.'২২; দি.বো.'১৭]	বিলাত থেকে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
বিশালাক্ষী [ঢা.বো.'১৯; সি.বো.'১৭]	বিশাল অক্ষি যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
বিষাদ সিন্ধু [ব.বো.'১৯]	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
বীরকেশরী [সকল.বো.'১৮]	বীর কেশরীর ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ভবনদী [চ.বো.'১৯; কু.বো.'১৭]	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
মকরমুখো [সি.বো.'১৭]	মকরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি
মনমাঝি [ম.বো.'২২]	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মহাকবি [দি.বো.'১৯]	মহান যে কবি	কর্মধারয়
মিশকালো [ঢা.বো.'২২]	মিশির মত কালো	উপমান কর্মধারয়
মুখচন্দ্র [ঢা.বো.'১৯]	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
যথাবিধি [ঢা.বো.'১৯]	বিধিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথারীতি [রা.বো.'২২]	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথেষ্ট [চ.বো.'১৭]	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যুগান্তর [চ.বো.'২২, ১৯; কু.বো.'২২]	অন্য যুগ	নিত্য
রক্তনদী [চ.বো.'২২]	রক্তের নদী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপথ [সি.বো.'২২; সকল.বো.'১৮]	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজপুত্র [ঢা.বো.'২২; রা.বো.'১৭]	রাজার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজহংস [চ.বো.'১৯]	হংসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাষ্ট্রপতি [কু.বো.'১৭]	রাষ্ট্রের পতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শতাব্দী [কু.বো.'২২; ব.বো.'১৯]	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
শশব্যস্ত [য.বো.'২২]	শশের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
শিক্ষক [কু.বো.'২২]	শিক্ষা দেয় যে	উপপদ তৎপুরুষ
সত্যভ্রষ্ট [রা.বো.'১৭]	সত্য হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
সপ্তডিঙা [রা.বো.'২২, সি.বো.'১৭]	সপ্ত ডিঙ্গার সমাহার	দ্বিগু
সপ্তর্ষি [ঢা.বো., চ.বো., য.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]	সপ্ত ঋষির সমাহার	দ্বিগু
সবান্ধব [কু.বো.'২২, দি.বো.'১৯]	বান্ধব সহ বর্তমান	বহুব্রীহি
সলিলসমাধি [ব.বো.'১৯]	সলিলে সমাধি	সপ্তমী তৎপুরুষ
সহোদর [ব.বো.'২২, চ.বো.'১৯]	সমান উদর যার	বহুব্রীহি
সাতসতের [ঢা.বো., চ.বো.'১৯, রা.বো.'১৭]	সাত ও সতের	দ্বন্দ্ব
সিংহাসন [ঢা.বো.'২২]	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সেতার [চ.বো., সি.বো., ম.বো.'২২]	সে (তিন) তার (যে যন্ত্রের)	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
সৈন্যসামন্ত [চ.বো.'১৯]	সৈন্য ও সামন্ত	দ্বন্দ্ব
হাতেখড়ি [ঢা.বো.'২২]	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
হিতাহিত [চ.বো.'১৭]	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব

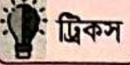
◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অকাল	নয় কাল	নঞ্ তৎপুরুষ
অক্ষত	নয় ক্ষত	নঞ্ তৎপুরুষ
অনেক	নয় এক	নঞ্ তৎপুরুষ
অপয়া	নেই পয় (ভাগ্য) যার	নঞ্ বহুব্রীহি
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমকুড়ানো	আমকে কুড়ানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
আলুভাজা	ভাজা যে আলু	কর্মধারয়
কচুকাটা	কচুর মতো কাটা	উপমান কর্মধারয়
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়
কলুর-বলদ	কলুর বলদ	অলুক তৎপুরুষ
কালসাপ	কাল (মৃত্যু) রূপ সাপ	রূপক কর্মধারয়
কালিকলম	কালি ও কলম	দ্বন্দ্ব
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গজানন	গজের ন্যায় আনন যার	মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
গল্প প্রেমিক	গল্পের প্রেমিক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গায়ে-হলুদ	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি
গিন্নিমা	যিনি গিন্নি তিনি মা	কর্মধারয়
গৃহকর্ত্রী	গৃহের কর্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘরজামাই	ঘর আশ্রিত জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি
ঘোড়ারডিম	ঘোড়ার ডিম	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চতুর্ভুজ	চতুঃ ভুজ যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চিত্রকর	চিত্র করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
চিরবসন্ত	চিরকাল ব্যাপীয়া বসন্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরসুখী	চিরকাল ব্যাপী সুখী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চিরস্থায়ী	চিরকাল ব্যাপী স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চৌরাস্তা	চৌ (চার) রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
ছায়াতরু	ছায়া প্রদানকারী তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ছেলে ধরা	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জনমানব	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জয়মুকুট	জয়সূচক মুকুট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জলে-স্থলে	জলে ও স্থলে	দ্বন্দ্ব
জাদুকর	জাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জীবননদী	জীবন রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
জ্ঞানালোক	জ্ঞান রূপ আলোক	রূপক কর্মধারয়
তন্মাত্র	কেবল তা	নিত্য
তিমির-কুন্তলা	তিমিরের ন্যায় কুন্তল যার (স্ত্রী)	বহুব্রীহি
তিমিরবিদারি	তিমিরকে বিদারণ করে যা	উপপদ তৎপুরুষ
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
তেলে-বেগুনে	তেলে ও বেগুনে	অলুক দ্বন্দ্ব
তেলেভাজা	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
তোমরা	সে ও তুমি	একশেষ দ্বন্দ্ব
ত্রিভুবন	তিন ভুবনের সমাহার	দ্বিগু
দশানন	দশ আনন যার	বহুব্রীহি
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব
দেবদত্ত	দেবকে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ
দ্বিগু	দ্বি গোর সমাহার	দ্বিগু
দ্বীপ	দুই দিকে অপ্ যার	সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
নবপৃথিবী	নব যে পৃথিবী	কর্মধারয়
নবযৌবন	নব যে যৌবন	কর্মধারয়
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
পদচ্যুত	পদ থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পরাণপাখি	পরাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
পৃষ্ঠ-প্রদর্শন	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
প্রতিক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব
প্রতিচ্ছবি	ছবির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
প্রভাব	প্র (প্রকৃষ্ঠ) রূপে ভাব	প্রাদি
প্রাণচঞ্চল	চঞ্চল যে প্রাণ	কর্মধারয়
প্রাণভয়	প্রাণ হারানোর ভয়	কর্মধারয়
প্রিয়ংবদা	প্রিয়ম (প্রিয় বাক্য) বলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ফুলকুমারী	কুমারী ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয়
ব-দ্বীপ	ব-এর মত দ্বীপ	উপমিত কর্মধারয়
বর্ণচোরা	বর্ণ চুরি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বসতবাড়ি	বসতের জন্য বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বহুব্রীহি	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
বিয়েপাগলা	বিয়ের জন্য পাগলা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বিরানব্বই	বি (দুই) অধিক নব্বই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বিশ্রী	নেই শ্রী যার	নঞ্ বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বেওয়ারিশ	নেই ওয়ারিশ যার	নঞ্ বহুব্রীহি
বেতার	নেই তার যাতে	নঞ্ বহুব্রীহি
বেহায়া	নেই হায়া (লজ্জা) যার	নঞ্ বহুব্রীহি
মনগড়া	মন দিয়ে গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মন্দভাগ্য	মন্দ ভাগ্য যার	বহুব্রীহি
মহাত্মা	মহান আত্মা যার	বহুব্রীহি
মাসি-পিসি	মাসি ও পিসি	দ্বন্দ্ব
মিঠাকড়া/মিঠেকড়া	যা মিঠা তাই কড়া/ মিঠা অথচ কড়া	কর্মধারয়
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তির জন্য যুদ্ধ	চতুর্থী তুৎপুরুষ
মেঘলুপ্ত	মেঘ দ্বারা লুপ্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যুদ্ধবিরতি	যুদ্ধ থেকে বিরতি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
যৌবনসূর্য	যৌবন রূপ সূর্য	রূপক কর্মধারয়
রক্তারক্তি	রক্তপাত করে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
রাজদণ্ড	রাজার দণ্ড	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজনীতি	রাজার নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাতকানা	রাতে কানা	সপ্তমী তৎপুরুষ
রেলগাড়ি	রেলের উপর চলে যে গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
লোকভয়	লোক থেকে ভয়	পঞ্চমী তৎপুরুষ
লোকালয়	লোকের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু
ষড়ভুজ	ষট্ ভুজ আছে যার	বহুব্রীহি
সজ্জন	সৎ যে জন	কর্মধারয়
সতীর্থ	সমান তীর্থ যাদের	বহুব্রীহি
সপত্নীক	পত্নীর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সপ্তাহ	সপ্ত (সাত) অহের সমাহার	দ্বিগু
সাপে-নেউলে	সাপে ও নেউলে	অলুক দ্বন্দ্ব
সিঁদুররাঙ্গা	সিঁদুরের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
সুকণ্ঠ	সু কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
হজযাত্রা	হজের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি

প্রশ্ন নং ০৫ বাক্যতত্ত্ব


ট্রিকস

- আমাদের মনের ভাব প্রকাশের বাহন হল ভাষা, আর এই ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি বাক্যের পর বাক্যকে পরপর সাজিয়ে। বাক্যের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটে।
- ০৫ নং প্রশ্নের প্রথম অংশে বর্ণনামূলক প্রশ্নে বাক্য, সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ, বাক্যের শ্রেণিবিভাগ- প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বর্ণনামূলক উত্তর লিখলে সাথে অবশ্যই উদাহরণ যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। পূর্ণমান ৫।
- অথবা অংশে বাক্যান্তর নিয়ে প্রশ্ন করা হবে যেখানে প্রদত্ত বাক্যগুলো থেকে পাঁচটি বাক্যকে নির্দেশ অনুসারে রূপান্তরিত করতে হবে। সরল, জটিল, যৌগিক বাক্য রূপান্তর, অস্তিবাচক ও নেতিবাচক বাক্য রূপান্তর; নির্দেশাত্মক, ইচ্ছাসূচক, বিস্ময়সূচক, প্রশ্নবাচক, প্রার্থনাসূচক ও অনুজ্ঞাসূচক বাক্য রূপান্তর–এ কয়েক ধরনের বাক্য রূপান্তর নিয়ে এ অংশে প্রশ্ন থাকবে। পূর্ণমান ৫। এই অংশের উত্তর লিখতে পারলে সহজেই ৫ নম্বর পাবে। এক্ষেত্রে সময়ও কম লাগবে।
- বি.দ্র. বাক্যের অর্থগত, গঠনগত ও অংশগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন এ অংশের উত্তর করতে সহায়ক হবে। এ প্রশ্নে ভালো করতে চাইলে বর্ণনামূলক অংশে গুরুত্বারোপ করা উচিত।

বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ঢা. বো.'২২, চ. বো., ব. বো.'১৯]

উত্তর

অর্থানুসারে বাক্যকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক; (ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক; (iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক; (iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক; (v) কার্যকারণাত্মক বা অপেক্ষাসূচক; (vi) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক; (vii) আবেগসূচক বা উচ্ছ্বাসাত্মক।

(i) বিবৃতিমূলক বা নির্দেশাত্মক: এ শ্রেণির বাক্যে সাধারণভাবে কোনো কিছুর বিবৃতি বা বর্ণনা নির্দেশিত হয়। নির্দেশাত্মক বাক্য আবার দ্বিবিধ। যেমন-
অস্তিবাচক (হ্যাঁ–বোধক): কোনো ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব বা হ্যাঁ-সূচক অর্থ নির্দেশ করতে অস্তিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'সুবর্ণ একজন মেধাবী ছাত্র।', 'তসলিমা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।'
নেতিবাচক (না-বোধক): কোনো কিছু অস্বীকার করতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- 'মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না।', 'ওখানে বসার জায়গা নেই।'

(ii) জিজ্ঞাসাত্মক বা প্রশ্নবোধক: এ শ্রেণির বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। যেমন- 'ট্রেন কি ছেড়েছে?', 'তুমি কি পাগল হয়েছ?'

(iii) অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশবাচক: এ শ্রেণির বাক্যে আদেশ, উপদেশ, নিষেধ, অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায়। যেমন- 'আপনি অনুগ্রহ করে সব খুলে বলুন।', 'কখনও মিথ্যা বলো না।'

(iv) ইচ্ছাপ্রকাশক বা প্রার্থনাসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার কোনো কিছুর জন্যে ইচ্ছা, প্রার্থনা বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা বোঝায়। শুভ-অশুভ ইচ্ছা বোঝাতেও এ শ্রেণির বাক্য গঠিত হয়। যেমন- 'সবার মঙ্গল হোক', 'যদি প্রথম হতে পারতাম!'

(v) কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ: এ শ্রেণির বাক্যে একটি ঘটনার ওপর আর একটি ঘটনার নির্ভরশীলতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যেমন- 'বৃষ্টি না হলে ফসল পুড়ে যাবে।', 'আপনি না এলে ভালো লাগবে না।'

(vi) সংশয়বাচক বা সন্দেহসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে বক্তার মনের সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ পায়। যেমন- 'আমার মনে হয় না, সে আসবে।' 'আছে কোথাও এইখানে।', 'আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।'

(vii) আবেগসূচক: এ শ্রেণির বাক্যে আনন্দ, শোক, উৎসাহ, ঘৃণা, বিস্ময়, কাতরতা, ভয় প্রভৃতি প্রকাশ পায়। যেমন- 'বাহ, কী সুন্দর পাহাড়।', 'হায়! কী সর্বনাশ ঘটল!', 'ছিঃ! তুমি এ কাজ করতে পারলে।'

০২। বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[রা. বো., সি. বো., ব. বো., কু. বো., দি. বো., ম. বো.'২২, চ. বো.'১৭]

উত্তর

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে।
যেমন– '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।'
একটি সার্থক বা আদর্শ বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আবশ্যক:
(i) আকাঙ্ক্ষা (ii) আসত্তি (অর্থাৎ নৈকট্য) (iii) যোগ্যতা।
উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকলে সার্থক বাক্য গঠিত হবে না এবং বক্তার মনোভাবও যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

(i) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্যে এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন: ১. ঢাকা বাংলাদেশের ......; ২. অর্থই অনর্থের .... এখানে বাক্যটির সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়।

(ii) আসত্তি: বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্যে বাক্যাস্থিত পদগুলোকে সঠিকভাবে সাজিয়ে লেখা বা বলার নামই আসত্তি। যেমন: ক. শেরেবাংলা মহান নেতা ছিলেন। খ. 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা'।
এখানে ক–তে যদি বলা হত— 'মহান ছিলেন শেরেবাংলা নেতা' এবং খ–তে 'মেঘ বরষা গরজে ঘন গগনে' তাহলে, বাক্যটির ভাব সঠিকভাবে প্রকাশিত হতো না।

(iii) যোগ্যতা: বাক্যের অর্থগত ও ভাবগত মিলনের জন্যে ব্যবহৃত পদের সুষম সমন্বয়কে 'যোগ্যতা' বলে। যেমন: ক. সে নিয়মিত কলেজে যায়। খ. পাখিরা আকাশে ওড়ে।
কিন্তু যদি বলা হত— ক. সে নিয়মিত চাঁদে যায়। খ. মাছেরা আকাশে ওড়ে।
তাহলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি অনুযায়ী বাক্যগুলো সঠিক হলেও যুক্তিসঙ্গত অর্থের অভাবে বক্তার মনোভাব প্রকাশে অর্থগত ও ভাবগত সমন্বয় সাধিত হত না। সুতরাং 'যোগ্যতা'র অভাবে বাক্য হিসেবে গণ্য হত না।

০৩। গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো।
[চ. বো., য. বো.'২২, ঢা. বো., য. বো., কু. বো., দি. বো.'১৯, ঢা. বো., রা. বো., য. বো., দি. বো.'১৭]

উত্তর

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন– '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত।' উপরের উভয় বাক্যই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।
গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা: (i) সরল বাক্য (ii) জটিল বাক্য (iii) যৌগিক বাক্য।

(i) সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।

(ii) জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।
যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
বি.দ্র. মনে রাখবে এই বাক্যের বাক্যগুলো- যে... সে, যা... তা, যিনি... তিনি, যারা... তারা, যখন... তখন, যেমন... তেমন, যেহেতু... সেহেতু, বরং... তবু ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম দ্বারা যুক্ত থাকে
↓ ↓
আশ্রিত বাক্য প্রধান খণ্ডবাক্য

(iii) যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন– কঠোর পরিশ্রম করবো, তবুও ভিক্ষা করবো না।
বি. দ্র. মনে রাখবে এ বাক্যের বাক্যগুলো- কিন্তু, এবং, অথবা, নাহলে, নইলে, সুতরাং , তবে, নাহয়, ও, ফলে, তারপর ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর

সরল বাক্য	যৌগিক বাক্য
১। এ বাক্যে একটি মাত্র কর্তা বা উদ্দেশ্য এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া বা বিধেয় থাকে।	১। এ বাক্যে পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যোজক শব্দ দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি মাত্র বাক্য গঠন করে।
২। বৈশিষ্ট্য: (i) সরল বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া থাকলে বাক্যে এক বা একাধিক কর্মপদ (বিশেষ্য) থাকতে পারে। (ii) সমাপিকা ক্রিয়াটি অকর্মক ক্রিয়া হলে কোনো কর্মপদ থাকে না, ক্রিয়া-বিশেষণ থাকতে পারে। যেমন: শিশুটা হাসছে। (অকর্মক ক্রিয়া) (iii) একটা সরল বাক্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন: আমি তাকে দেখতে চাই।	২। বৈশিষ্ট্য: (i) যৌগিক বাক্যে কমপক্ষে দুটো খণ্ডবাক্য থাকবে। (ii) খণ্ডবাক্যগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ বা স্বাধীন, এক অপরের ওপর নির্ভরশীল নয়। (iii) খণ্ডবাক্যগুলো যোজক শব্দযোগে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কখনও কখনও এগুলো উহ্যও থাকতে পারে।
৩। উদাহরণ: (i) রিপা স্কুলে যায়। (ii) পাখিরা আকাশে ওড়ে। (iii) নিয়ম মতো পড়লে পরীক্ষায় পাস করা যায়। (iv) সে ছাত্র।	৩। উদাহরণ: (i) তুমি আস, তবে আমি যাব। (সংযোজক) (ii) তুমি ঘুমোবে, না পড়বে? (বিয়োজক) (iii) তারা দুজনে আড়ি পেতে ছিল, নইলে চোর ধরা পড়তো না। (ব্যতিরেকাত্মক)

০২। বাক্যের অংশগত শ্রেণিবিভাগ আলেচনা কর।

উত্তর

প্রতিটি বাক্যের প্রধান দুটি অংশ থাকে। যথা: ১. উদ্দেশ্য এবং ২. বিধেয়।

উদ্দেশ্য: বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় সেই অংশকে বাক্যের উদ্দেশ্য বলে। যেমন:

(i) ঘোড়া দ্রুত চলে। (ii) কুখ্যাত দস্যুদল ধরা পড়েছে।

বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে এক বা একাধিক পদ থাকতে পারে। যেমন: হাবিব, হাসিব, মুজাহিদ আজ স্কুলে আসেনি।

বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টি যোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে।

যেমন– সৎ লোকেরাই প্রকৃত সুখী (বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ)। মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায় (ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ)। কখনো কখনো বাক্যে উদ্দেশ্য পদ অনুল্লিখিতও থাকতে পারে। যেমন: (তুমি) কাকে চাইছ? (ও) তোমাকে চেনে না। (আমি) পরিচয় করিয়ে দেব।

বিধেয়: কর্তা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বাক্যে যা কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন:

(i) ঘোড়া দ্রুত চলে। (ii) কুখ্যাত দস্যুদল ধরা পড়েছে।

বাক্যের বিধেয় অংশে অন্তত একটি সমাপিকা ক্রিয়া এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে। যেমন: সে নাচে। আমি যেতে পারব না।

কখনো কখনো বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অংশের কর্তার বা উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়াই বিধেয় ক্রিয়া হয়। যেমন: তুমি বললে যে ও আসবে না। এখানে কর্তার (তুমি) সঙ্গে ক্রিয়া সম্পর্কিত বলে 'বললে' বিধেয় ক্রিয়া।

'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' - এ দুটো প্রধান অংশে বাক্যকে বিভক্ত করা গেলেও আরও কয়েকটি সূক্ষ্ম বিভাগ এর মধ্যে আছে; সেগুলো হলো; কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম।

কর্তা: ক্রিয়া যে করে সেই কর্তা। বাক্যকে কর্তাই চালনা করে।

ক্রিয়া: ক্রিয়া বাক্যের প্রাণ, তথা সর্বপ্রধান অঙ্গ। ক্রিয়া ছাড়া কোনো বাক্য রচিত হতে পারে না।

কর্ম: কর্তা যা করে বা যে বস্তুকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কর্ম বলে। ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই কর্ম।

বাক্য রূপান্তরের নিয়মসমূহ

➤ **সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর**
সরল বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয় এবং উভয়ের সংযোগ বিধানে সম্বন্ধসূচক (যদি, তবে, যে, সে প্রভৃতি) পদের সাহায্যে উক্ত খণ্ডবাক্য ও প্রধান বাক্যটিকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হয়। যেমন:
সরল বাক্য: ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র বাক্য : যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

➤ **সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর**
সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করতে হলে সরল বাক্যের কোনো অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে রূপান্তর করতে হয় এবং যথাসম্ভব সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয়ের প্রয়োগ করতে হয়। যেমন:
সরল বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।
যৌগিক বাক্য: তিনি আমাকে পাঁচটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

➤ **মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর**
মিশ্র বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে মিশ্র বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন:
মিশ্র বাক্য: যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
সরল বাক্য: নির্বোধরা/বুদ্ধিহীনরা এ কথা বিশ্বাস করবে।

➤ **মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর**
মিশ্র বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ডবাক্যগুলোকে এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয় । যেমন:
মিশ্র বাক্য: যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব।
যৌগিক বাক্য: সে কাল আসবে এবং আমি যাব।

➤ **যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর**
বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রেখে অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হবে। অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হবে। যেমন:
যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
সরল বাক্য: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

➤ **যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে রূপান্তর**
যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য দুটির প্রথমটির পূর্বে 'যদি' কিংবা 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে 'তাহলে' (তাহা হইলে) কিংবা 'তথাপি' অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন:
যৌগিক বাক্য: দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না ।
মিশ্র বাক্য: যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে কোনো শাস্তি দেব না।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। (প্রশ্নবোধক) [ঢা. বো. ১৯]
প্রশ্নবোধক: জাদুঘর কি আমাদের আনন্দ দেয় না?

০২। ধনীর কন্যা তার পছন্দ নয়। (অস্তিবাচক) [ঢা. বো.,য. বো. ১৯, কু. বো. ১৭,]
অস্তিবাচক: ধনীর কন্যা তার অপছন্দ।

০৩। আমরা পৌঁছে খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। (জটিল) [ঢা. বো. ১৯]
জটিল: আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন খবর পেলাম জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে।

০৪। যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল) [ঢা. বো. ১৯]
সরল: দেশপ্রেমিকরা দেশকে ভালোবাসে।

০৫। এ কথা স্বীকার করতেই হয়। (নেতিবাচক) [ঢা. বো. ১৯]
নেতিবাচক: এ কথা স্বীকার না করলেই নয়।

০৬। সর্বদা তার মনে দুঃখ। (বিস্ময়বোধক) [ঢা. বো. ১৯]
বিস্ময়বোধক: আহা! সর্বদা তার মনে কী দুঃখ।

০৭। জীবে দয়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [ঢা. বো. ১৯]
অনুজ্ঞাবাচক: জীবে দয়া কর।

০৮। সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। (যৌগিক) [ঢা. বো. ১৯]
যৌগিক: সূর্য উদিত হয়, তবে অন্ধকার দূর হয়।

০৯। দেশকে ভালোবেসে শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবাচক) [রা. বো. ১৯]
প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালোবেসে কি শত শহিদ জীবন উৎসর্গ করেন নি?

১০। ইহাদের ন্যায় রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। (জটিল) [রা. বো.' ১৯]
জটিল: ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।

১১। জননী ও জন্মভূমি কি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় নয়? (নির্দেশাত্মক) [রা. বো.' ১৯]
নির্দেশাত্মক: জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও প্রিয়।

১২। একেই কি বলে সভ্যতা? (নেতিবাচক) [রা. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: একে সভ্যতা বলে না।

১৩। শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক) [রা. বো.' ১৯, চ. বো.' ১৭]
অস্তিবাচক: শম্ভুনাথ এ কথায় যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

১৪। যা বার্ধক্য, তাকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। (সরল) [রা. বো.' ১৯, দি. বো.' ১৭]
সরল: বার্ধক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।

১৫। পরশমণির বয়স হইলেও শিক্ষা হয় নাই। (যৌগিক) [রা. বো.' ১৯]
যৌগিক: পরশমণির বয়স হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয়নি।

১৬। ভুলগুলো এখনই সংশোধন করতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক) [রা. বো.' ১৯]
অনুজ্ঞাবাচক: ভুলগুলো এখনই সংশোধন কর।

১৭। মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক) [চ. বো.' ১৯]
যৌগিক: মেঘনা আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং সাগরে পড়েছে।

১৮। তুমি যা বললে তা অসত্য। (সরল) [চ. বো.' ১৯]
সরল: তুমি অসত্য বললে।

১৯। মানুষ অমর নয়। (অস্তিবাচক) [চ. বো.' ১৯]
অস্তিবাচক: মানুষ মরণশীল।

২০। তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। (জটিল) [চ. বো.' ১৯]
জটিল: যদিও তিনি দরিদ্র, তবু সৎ।

২১। সরস্বতী বর দেবেন না। (প্রশ্নবোধক) [চ. বো.' ১৯, য. বো., দি. বো.' ১৭]
প্রশ্নবোধক: সরস্বতী বর দেবেন কি?

২২। সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক) [চ. বো.' ১৯]
বিস্ময়সূচক: বাহঃ! সে কী সুন্দর গান গায়।

২৩। দুর্জনকে দূরে রাখা উচিৎ। (অনুজ্ঞা) [চ. বো.' ১৯]
অনুজ্ঞা: দুর্জনকে দূরে রেখো।

২৪। বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। (নেতিবাচক) [চ. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: বিড়ালকে বুঝানো সহজ হইল না।

২৫। ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল) [ব. বো.' ১৯, কু. বো.' ১৭]
জটিল: যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

২৬। তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। (প্রশ্নবোধক) [ব. বো.' ১৯]
প্রশ্নবোধক: তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

২৭। আশেপাশে কোন শব্দ নেই। (অস্তিবাচক) [ব. বো.' ১৯]
অস্তিবাচক: আশপাশ একেবারেই নিঃশব্দ।

২৮। ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা গৌণ। (নেতিবাচক) [ব. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: ভাষায় অক্ষরের ভূমিকা মুখ্য নয়।

২৯। কাজ না করলে চলে যাও। (যৌগিক) [ব. বো.' ১৯]
যৌগিক: কাজ কর, নাহয় চলে যাও।

৩০। আইন মেনে চলা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [ব. বো.' ১৯]
অনুজ্ঞাসূচক: আইন মেনে চল।

৩১। এদেশ বড় বিচিত্র। (বিস্ময়বোধক) [ব. বো.' ১৯]
বিস্ময়বোধক: কী বিচিত্র এ দেশ!

৩২। সত্য কথা বলিনি তাই বিপদে পড়েছি। (সরল) [ব. বো.' ১৯]
সরল: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

৩৩। সে আর ভিক্ষা করে না। (প্রশ্নবোধক) [সি. বো.' ১৯]
প্রশ্নবোধক: সে কি আর ভিক্ষা করে?

৩৪। বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়? (অস্তিবাচক) [সি. বো.' ১৯]
অস্তিবাচক: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

৩৫। তোমার এরূপ ব্যবহার অনুচিত। (নেতিবাচক) [সি. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: তোমার এরূপ ব্যবহার উচিত হয়নি।

৩৬। তারা কি যাবে কোথাও? (অস্তিবাচক) [সি. বো.' ১৯]
অস্থিবাচক: তারা কোথাও যাবে।

৩৭। লোকটির সবই আছে, কিন্তু সুখী নয়। (জটিল বাক্য) [সি. বো.' ১৯]
জটিল বাক্য: যদিও লোকটির সবই আছে, তথাপি সে সুখী নয়।

৩৮। আমার এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দিতে পারি। (সরল) [সি. বো.' ১৯]
সরল: তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

৩৯। সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফোটে। (জটিল বাক্য) [সি. বো.' ১৯]
জটিল বাক্য: যখন সূর্যোদয় হয়, তখন পদ্মফুল ফোটে।

৪০। যিনি জ্ঞানী, তিনিই সত্যিকার ধনী (সরল বাক্য) [সি. বো.' ১৯]
সরল বাক্য: জ্ঞানীই সত্যিকার ধনী।

৪১। বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই। (যৌগিক) [য. বো., কু. বো.' ১৯, রা.বো., সি.বো., দি. বো.' ১৭]
যৌগিক: তিনি বিদ্বান, কিন্তু তাঁর অহংকার নেই।

৪২। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই। (জটিল) [কু. বো.' ১৯]
জটিল: যাহা ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

৪৩। আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। (অস্তিবাচক) [কু. বো.' ১৯]
অস্তিবাচক: আমি আশা ছাড়িতে অপারগ হইলাম।

৪৪। স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। (নেতিবাচক) [কু. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: স্বল্পপ্রাণ, স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষের সংসার অপরিপূর্ণ নয়।

৪৫। যা বাঙালির আত্মজাগরণ, তা অভিনন্দনের দাবি রাখে। (সরল) [কু. বো.' ১৯]
সরল: বাঙালির আত্মজাগরণ অভিনন্দনের দাবি রাখে।

৪৬। সদা সত্য কথা বলা উচিত। (অনুজ্ঞা) [কু. বো.' ১৯, দি. বো.' ১৭]
অনুজ্ঞা: সদা সত্য কথা বলবে।

৪৭। বাঁশির সুরটি সুমধুর। (বিস্ময়বোধক) [কু. বো.'১৯]
বিস্ময়বোধক: আহা! বাঁশির সুরটি কী সুমধুর।

৪৮। বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে না। (প্রশ্নবোধক) [কু. বো.'১৯]
প্রশ্নবোধক: বস্তুজিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান কখনো শিক্ষার প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে কি?

৪৯। যে লোক চরিত্রহীন, সে পশুর চেয়ে অধম। (সরল) [য. বো.' ১৯, রা. বো.'১৭]
সরল: চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।

৫০। তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না। (জটিল) [য. বো.' ১৯, রা. বো.' ১৭]
জটিল: যদিও তিনি ধনী ছিলেন, কিন্তু তিনি সুখী ছিলেন না।

৫১। যদি পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে। (যৌগিক) [য. বো.' ১৯, রা. বো.' ১৭]
যৌগিক: পরিশ্রম কর, তাহলে ফল পাবে।

৫২। মানুষ মরণশীল। (নেতিবাচক) [য. বো. ১৯, রা. বো., ব. বো. ১৭]
নেতিবাচক: মানুষ অমর নয়।

৫৩। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। (প্রশ্নবোধক) [য. বো.' ১৯, রা. বো.' ১৭]
প্রশ্নবোধক: বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

৫৪। এটি ভারি লজ্জার কথা। (বিস্ময়বাচক) [য. বো.' ১৯, কু. বো.' ১৭]
বিস্ময়বাচক: ছিঃ ছিঃ! এটি কী লজ্জার কথা।

৫৫। সত্য কথা স্বীকার কর নতুবা শাস্তি পাবে। (সরল) [দি. বো.' ১৯]
সরল: সত্য কথা স্বীকার না করলে শাস্তি পাবে।

৫৬। ইহারা অন্য জাতের মানুষ। (নেতিবাচক) [দি. বো.' ১৯]
নেতিবাচক: ইহারা এই জাতের মানুষ নয়।

৫৭। পড়াশুনা কর নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল) [দি. বো.' ১৯]
জটিল: যদি পড়াশুনা না কর, তবে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

৫৮। আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি। (যৌগিক) [দি. বো.' ১৯]
যৌগিক: আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষালাভ করেছি।

৫৯। হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না। (অস্তিবাচক) [দি. বো.' ১৯]
অস্তিবাচক: হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

৬০। ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক) [দি. বো.' ১৯]
বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!

৬১। ফুল সকলেই ভালোবাসে। (প্রশ্নবাচক) বো., দি. বো.' ১৯]
প্রশ্নবাচক: ফুল কি সকলেই ভালোবাসে না?

৬২। কাজটা তোমার করা উচিত। (অনুজ্ঞাসূচক) [দি. বো.' ১৯]
অনুজ্ঞাসূচক: কাজটা তুমি কর।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবোধক) [সকল. বো.'১৮]
০২। বিপন্নদের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক) [সকল. বো.'১৮]
০৩। রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই চমৎকার। (বিস্ময়বোধক) [সকল. বো.'১৮]
০৪। অনুষ্ঠানটি আমি উপস্থাপনা করব। (নেতিবাচক) [সকল. বো.'১৮]
০৫। উদারতা কৃপণদের ধর্ম নয়। (অস্তিবাচক) [সকল. বো.'১৮]
০৬। সূর্যোদয়ে অমানিশা কেটে যাবে। (জটিল) [সকল. বো.'১৮]
০৭। যারা সংস্কৃতিবান, তারা শান্তিপ্রিয় হয়। (সরল) [সকল. বো.'১৮]
০৮। যদিও সে অশিক্ষিত, তবুও সে দেশপ্রেমিক। (যৌগিক) [সকল. বো.'১৮]

০৯। মাতৃভূমিকে সকলেই ভালোবাসে। (নেতিবাচক) [ঢা. বো.'১৭]
১০। আমার কেনা বইটি খুব দামি। (জটিল) [ব. বো' ১৭, ঢা. বো.'১৭]
১১। দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। (যৌগিক) [ঢা. বো.'১৭]
১২। কেউ অন্ধের দুঃখ বুঝল না। (প্রশ্নবোধক) [ঢা. বো.'১৭]
১৩। পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক) [ঢা. বো.'১৭]
১৪। দেশের সেবা করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [ব. বো' ১৭, ঢা. বো.'১৭]
১৫। লোকটি অত্যন্ত দরিদ্র। (বিস্ময়সূচক) [ঢা. বো.'১৭]
১৬। যে সত্য কথা বলে, সবাই তাকে ভালবাসে (সরল) [ঢা. বো.'১৭]
১৭। ফুলটি খুব সুন্দর। (বিস্ময়বোধক বাক্য) [রা. বো.'১৭]
১৮। আমরা নড়লাম না। (অস্তিবাচক বাক্য) [রা. বো.'১৭]
১৯। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। (জটিল) [চ. বো.'১৭]
২০। যখন মেঘ গর্জন করে তখন ময়ূর নৃত্য করে। (সরল) [চ. বো.'১৭]
২১। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। (নেতিবাচক) [চ. বো.'১৭]
২২। যদিও সে দরিদ্র, তথাপি চরিত্রবান। (যৌগিক) [কু. বো'১৭, চ. বো.'১৭]
২৩। শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বাচক) [চ. বো.'১৭]
২৪। তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক) [চ. বো.'১৭]
২৫। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই। (জটিল) [দি. বো'১৭, ব. বো.'১৭]
২৬। দেখি, সে বিছানায় নাই। (অস্তিবাচক) [ব. বো.'১৭]
২৭। দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। (বিস্ময়সূচক) [য. বো'১৭, ব. বো.'১৭]
২৮। তিনি আর নেই। (যৌগিক) [ব. বো.'১৭]
২৯। যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয়। (সরল) [ব. বো.'১৭]
৩০। দুর্জনকে দূরে রেখো। (নির্দেশক) [সি. বো.'১৭]
৩১। সে কথাই এরা ভাবে । (নেতিবাচক) [সি. বো.'১৭]
৩২। নিবোর্ধকে এত বুঝিয়ো না। (জটিল) [সি. বো.'১৭]
৩৩। আমাদের দেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (বিস্ময়বোধক) [সি. বো.'১৭]
৩৪। লোকটি অশিক্ষিত কিন্তু অশিষ্ট নয়। (সরল) [সি. বো.'১৭]
৩৫। হৈমন্তী কোন কথা বলিল না। (অস্তিবাচক) [সি. বো.'১৭]
৩৬। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে সকলের কাজ করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক) [সি. বো.'১৭]
৩৭। এখানে আসতেই হলো। (নেতিবাচক) [কু. বো.'১৭]
৩৮। এতে দোষ নেই। (প্রশ্নবাচক) [কু. বো.'১৭]
৩৯। দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাবাচক) [কু. বো.'১৭]
৪০। তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক) [কু. বো.'১৭]
৪১। তারা কি পাষাণ? (নেতিবাচক) [য. বো.'১৭]
৪২। ওকে চেনাই যায় না। (অস্তিবাচক) [য. বো.'১৭]
৪৩। বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক) [য. বো.'১৭]
৪৪। দেশপ্রেমিককে কে না ভালোবাসে। (নির্দেশাত্মক) [য. বো.'১৭]
৪৫। যদি সাফল্য চাও তাহলে পরিশ্রম কর। (যৌগিক) [য. বো.'১৭]
৪৬। শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করেন। (জটিল) [য. বো.'১৭]
৪৭। মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে। (নেতিবাচক) [দি. বো.'১৭]
৪৮। তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক) [দি. বো.'১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

➢ পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে থাকলো ।(নেতিবাচক)
নেতিবাচক: পঞ্জিকার পাতা উল্টানো বন্ধ হলো না।

➢ রাহুলের স্বাস্থ্য ভাল নয় । (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: রাহুলের স্বাস্থ্য খারাপ।

➢ সে মরবে, তবু এ কথা বলবে না । (জটিল)
জটিল: যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না।

➢ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: আমি এখনও অভুক্ত আছি।

➢ অন্যায়ের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয় না। (প্রশ্নবোধক)
প্রশ্নবোধক: অন্যায়ের দ্বারা কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়?

➢ দরিদ্রের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক)
অনুজ্ঞাসূচক: দরিদ্রদের সেবা কর।

➢ চুপ কর। (নির্দেশাত্মক)
নির্দেশাত্মক: তোমার চুপ করা উচিত।

➢ যে রক্ষক, সেই ভক্ষক। (যৌগিক)
যৌগিক: সে রক্ষক কিন্তু ভক্ষক।

➢ গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে পড়েছে। (যৌগিক)
যৌগিক: গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারপর সাগরে পড়েছে।

➢ আজকাল সব জিনিসই দুর্লভ। (নেতিবাচক)
নেতিবাচক: আজকাল কোনো জিনিসই সুলভ নয়।

➢ ঈশ্বরের নিকট সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)
প্রার্থনাসূচক: ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুক।

➢ এইমাত্র যে এল সে একজন ছাত্র। (সরল)
সরল: এইমাত্র একজন ছাত্র এল।

➢ ভালো ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে। (মিশ্র)
মিশ্র: যারা ভালো ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

➢ মাতৃভূমিকে সকলেই ভালবাসে। (প্রশ্নবোধক)
প্রশ্নবোধক: মাতৃভূমিকে কে না ভালোবাসে?

➢ যে পরিশ্রম করে সে সুখী হয়। (সরল)
সরল: পরিশ্রমী ব্যক্তি সুখী হয়।

➢ মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: মিথ্যাবাদীকে সবাই অপছন্দ করে।

➢ এখনই ডাক্তার ডাকা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)
অনুজ্ঞাবাচক: এখনই ডাক্তার ডাক।

➢ শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়সূচক)
বিস্ময়সূচক: শীতে দরিদ্র মানুষের কী কষ্ট!

➢ ধার্মিকেরা সুখী। (জটিল)
জটিল: যারা ধার্মিক, তারা সুখী।

➢ জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে। (নেতিবাচক)
নেতিবাচক: জন্মভূমিকে ভালবাসে না এমন কেউ নেই।

➢ আমি তোমার সাফল্য কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)
প্রার্থনাসূচক: তুমি সফল হও।

➢ তুমি যা বলো, তা সত্য নয়। (সরল)
সরল: তোমার কথাগুলো অসত্য।

➢ বরফ গলিল না। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: বরফ অগলিত রহিল।

➢ আর তো পথ নেই। (প্রশ্নবাচক)
প্রশ্নবাচক: আর কি পথ আছে?

➢ ভারী মজার কথা। (বিস্ময়বাচক)
বিস্ময়বাচক: কী মজার কথা!

➢ মন দিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। (অনুজ্ঞাবাচক)
অনুজ্ঞাবাচক: মন দিয়ে লেখাপড়া কর।

➢ যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। (বিস্ময়বোধক)
বিস্ময়বোধক: আহ! দৃশ্যটি ভুলবার নয়।

➢ তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক)
যৌগিক: তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না।

➢ যিনি এইমাত্র এলেন তিনি একজন অধ্যাপক। (সরল)
সরল: এইমাত্র একজন অধ্যাপক এলেন।

➢ দেশকে ভালোবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন। (প্রশ্নবাচক)
প্রশ্নবাচক: দেশকে ভালবেসে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা কি জীবন উৎসর্গ করেননি?

➢ এটা কি মানুষের ধর্ম? (নির্দেশাত্মক)
নির্দেশাত্মক: এটাতো মানুষের ধর্ম নয়।

➢ সকলের কল্যাণ কামনা করছি। (প্রার্থনাসূচক)
প্রার্থনাসূচক: সকলের কল্যাণ হউক।

➢ যদিও মুখে দন্ত নেই, তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে। (সরল)
সরল: দন্তহীন মুখে হাসবার চেষ্টা করে।

➢ সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)
অস্তিবাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।

➢ তোমার জীবনে শান্তি কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)
ইচ্ছাসূচক: জীবনে শান্তি লাভ কর।

➢ তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক)
নেতিবাচক: তুমি আবার না এলে হবে না।

➢ আমার হারানো বইটি ফিরে পেয়েছি। (জটিল)
জটিল: আমার যে বইটি হারিয়েছিল, সেটি ফিরে পেয়েছি।

- আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চস্বরের বিরোধ নেই। (অস্তিবাচক)
  অস্তি-বাচক: আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চস্বরের মিলন রয়েছে।
- ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
  জটিল: যারা ছাত্র, তাদের অধ্যয়নই তপস্যা।
- বাড়িটা তারা দখল করেছে। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: বাড়িটি তারা দখল না করে ছাড়েনি।
- টাকায় সব হয় না (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: টাকায় কি সবই হয়?
- দৃশ্যটি খুবই চমৎকার। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: দৃশ্যটি কী চমৎকার!
- তুমি ধনী, কিন্তু উদার নও। (জটিল)
  জটিল: যদিও তুমি ধনী, তবুও তুমি উদার নও।
- যদিও সে মরবে তবুও এ কথা বলবে না। (সরল বাক্য)
  সরল: সে মরে গেলেও একথা বলবে না।
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: কী ভয়াবহ ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা!
- ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবোধক)
  প্রশ্নবাচক: ওরা কি আগামীকাল আসবে না?
- শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: শাহানার স্বাস্থ্য মন্দ নয়।
- দয়া করে কিছু বলবেন না। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: দয়া করে চুপ করুন।
- বাংলাদেশের চিরস্থায়িত্ব কামনা করি। (ইচ্ছাসূচক)
  ইচ্ছাসূচক: বাংলাদেশ চিরস্থায়ী হউক।
- আমি তখন জাগ্রত ছিলাম। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: আমি কি তখন জাগ্রত ছিলাম?
- তারা নিয়মিত শিক্ষার্থী নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: তারা অনিয়মিত শিক্ষার্থী।
- আমি এ সাক্ষী চাই না (জটিল)
  জটিল: যে সাক্ষী এরকম, তাকে আমি চাই না।
- এমন কোন লোক নেই যিনি দেশকে ভালোবাসেন না। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সকল লোকই দেশকে ভালবাসে।
- যে লোক শিক্ষিত, তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। (সরল)
  সরল: শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে।
- লোভ পরিত্যাগ করলে সুখে থাকবে। (জটিল)
  জটিল: যদি লোভ পরিত্যাগ কর, তবে সুখে থাকবে।
- পড়াশোনা করলে চিন্তা কী? (জটিল বাক্য)
  জটিল: যদি পড়ালেখা কর, তাহলে আর চিন্তা কী?
- তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিলে ঘরে কপাট পড়িল। (যৌগিক বাক্য)
  যৌগিক বাক্য: তাহার পরে বাপ চলিয়া আসিল এবং ঘরে কপাট পড়িল।
- শিক্ষক এসেছেন, কিন্তু ক্লাস হয়নি। (সরল বাক্য)
  সরল: শিক্ষক এলেও ক্লাস হয়নি।
- সে কথাই এরা ভাবে। (নেতিকবাচক)
  নেতিবাচক: সে কথাই এরা না ভেবে পারে না।
- কথাটায় তার বিশ্বাস হয়না। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়।
- মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবেনা। (প্রশ্নসূচক)
  প্রশ্নসূচক: মানুষটা সমস্ত রাত খেতে পাবে কি?
- যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর। (সরল বাক্য)
  সরল: ভিক্ষুককে দান কর।
- দরিদ্র হলেও তার মন ছোট নয়। (যৌগিক বাক্য)
  যৌগিক: সে দরিদ্র, কিন্তু তার মন ছোট না।
- মানুষের তৈরি দুর্যোগও অনেক ক্ষতি করে। (নেতিবাচক বাক্য)
  নেতিবাচক: মানুষের তৈরি দুর্যোগ কম ক্ষতি করে না।
- ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: কী অপূর্ব ত্যাগের এ মহিমা!
- সে মরবে, তবু একথা বলবে না। (জটিল বাক্য)
  জটিল: যদিও সে মরবে, তবুও একথা বলবে না।
- লোকটি অশিক্ষিত হলেও অভদ্র নয়। (যৌগিক বাক্য)
  যৌগিক: লোকটি অশিক্ষিত, কিন্তু অভদ্র নন।
- শিশুরা দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়। (নেতিবাচক)।
  নেতিবাচক: শিশুরা দূষিত পরিবেশ চায় না।
- এখন খাঁটি জিনিস সহজলভ্য নয়। (অস্তিবাচক)।
  অস্তিবাচক: এখন খাঁটি জিনিস দুর্লভ।
- নারী ও শিশুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানাই। (অনুজ্ঞাসূচক)।
  অনুজ্ঞাসূচক: নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।
- তিনি আর নেই। (যৌগিক)।
  যৌগিক: তিনি ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই।
- যেসব পশু মাংস খায়, তারা অত্যন্ত বলবান। (সরল)
  সরল: মাংসাশী পশুরা অত্যন্ত বলবান।
- রহিমার বয়স হলেও বুদ্ধি হয় নি। (যৌগিক)
  যৌগিক: রহিমার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।
- সেই বাঁশির সুর ভারী মিষ্টি। (বিষ্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: সেই বাঁশির সুর কী মিষ্টি!
- বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই। (যৌগিক)
  যৌগিক: সে বিদ্বান কিন্তু তার অহংকার নেই।

- সে আজ বাড়ি যাবে না। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: সে কি আজ বাড়ি যাবে?
- ফরিয়াদি প্রসন্ন গোয়ালিনী। (জটিল)
  জটিল: যিনি ফরিয়াদি, তার নাম প্রসন্ন গোয়ালিনি।
- যে অন্ধ তাকে আলো দাও। (সরল)
  সরল: অন্ধকে আলো দাও।
- এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: এখানে আমি অল্পদিন আগে আসি নি।
- দোষ করেছ, অতএব শাস্তি পাবে। (জটিল)
  জটিল: যেহেতু দোষ করেছো, সেহেতু শাস্তি পাবে।
- সে কৃপণ এবং চালাক। (সরল)
  সরল: সে কৃপণ হলেও চালাক।
- যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে। (যৌগিক)
  যৌগিক: বিপদ এবং দুঃখ একই সঙ্গে আসে।
- দুর্জনকে দূরে রাখা বিধেয়। (অনুজ্ঞাসূচক)
  অনুজ্ঞাসূচক: দুর্জনকে দূরে রাখ।
- মন দিয়ে পড়ালেখা করা উচিত। (অনুজ্ঞা)
  অনুজ্ঞাসূচক: মন দিয়ে পড়ালেখা কর।
- তিনি ধনী হলেও অসৎ। (যৌগিক)
  যৌগিক: তিনি ধনী কিন্তু অসৎ।
- ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য। (সরল)
  সরল: ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও প্রাণের ধর্ম তারুণ্য।
- ফুলটি সুন্দর। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: আহা! ফুলটি কী সুন্দর।
- নিজে কাজ কর (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: নিজে কাজ করা উচিত।
- তারা এখনও ঘুমন্ত (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: তাদের ঘুম এখনো ভাঙেনি।
- নির্বোধকে অত বুঝিও না। (যৌগিক)
  যৌগিক: যে নির্বোধ এবং তাকে এত বুঝিয়ো না।
- বিপদ ও দুঃখ একসঙ্গে আসে। (জটিল)
  জটিল: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
- তাদের জয় হোক। (নির্দেশসূচক)
  নির্দেশসূচক: তাদের জয় কামনা করি।
- ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। (জটিল)
  জটিল: যে ভিক্ষা চায় তাকে দান কর।
- ইদের ছুটিতে আমরা বাড়ি যাব (জটিল)
  জটিল: যখন ইদের ছুটি হবে, তখন আমরা বাড়ি যাব।
- মৃত্যুই জীবনের শেষ। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: মৃত্যুই কি জীবনের শেষ নয়?
- সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সে সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।
- টাকায় কি সবই হয়? (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: টাকায় সব হয় না।
- আমি আল্লাহর কাছে তোমার সহায়তা কামনা করি। (প্রার্থনাসূচক)
  প্রার্থনাসূচক: আল্লাহ তোমার সহায় হন।
- তার ধন আছে কিন্তু মান নেই। (জটিল)
  জটিল: যদিও তার ধন আছে, তবুও তার মান নেই।
- কথাটা না মেনে উপায় নেই। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: কথাটা মানতে হবে।
- সে সুন্দর গান গায়। (বিস্ময়সূচক)
  বিস্ময়সূচক: বাহ্! সে কী সুন্দর গান গায়।
- সে সুস্থ নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: সে অসুস্থ।
- অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত।
- যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে। (সরল)
  সরল: নির্বোধরাই এ কথা বিশ্বাস করবে।
- অনুগ্রহ করে সব কথা খুলে বলুন। (যৌগিক)
  যৌগিক: অনুগ্রহ করুন এবং সব কথা খুলে বলুন।
- সে আজ কলেজে অনুপস্থিত। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: সে আজ কলেজে আসেনি।
- সবাইতো সুখী হতে চায়। (প্রশ্নবাচক)
  প্রশ্নবাচক: কে সুখী হতে চায় না?
- জগতে কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়। (অস্তিবাচক)
  অস্তিবাচক: জগতে সবকিছুই অস্থায়ী।
- যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। (সরল)
  সরল: কর্মের অনুরূপ ফল পাবে।
- পরীক্ষায় তোমরা সফল হও। (নির্দেশাত্মক)
  নির্দেশাত্মক: পরীক্ষায় তোমার সফলতা কামনা করছি।
- তোমার বাবাকে আমি চিনি। (জটিল)
  জটিল: যিনি তোমার বাবা, তাকে আমি চিনি।
- সে কাল আসবে এবং আমি যাব। (জটিল)
  জটিল: যদি সে কাল আসে, তবে আমি যাব।
- কথাটা মানতেই হয়। (নেতিবাচক)
  নেতিবাচক: কথাটা না মেনে উপায় নেই।

প্রশ্ন নং ০৬ বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ


ট্রিকস

➢ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। তাই এই ভাষাকে শুদ্ধরূপে লিখতে পারা আমাদের জন্য আবশ্যক। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা পাঠের পরেও আমরা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে এ ভাষাকে ব্যবহার করতে পারি না। আমাদের উচিত, শব্দ ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।

➢ ০৬ নং প্রশ্নের প্রথম অংশে প্রদত্ত বাক্য বা অনুচ্ছেদ থেকে ব্যাকরণিক ভুলগুলো খুঁজে বের করতে বলা হয়। এ প্রশ্নের পূর্ণমান ৫।

➢ বি.দ্র. এ অংশের ভালো করতে চাইলে ব্যাকরণের সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। বিগত বছরসমূহের প্রশ্নগুলোর বার বার অনুশীলন তোমাদের এ অংশে দক্ষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধিকরণ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

➢ তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার। [ঢা.বো., য.বো.'২২,চ.বো., য.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাক্তার।

➢ উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। [ঢা.বো., রা.বো., য.বো., কু.বো.'২২, ব.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

➢ সাবধান পূর্বক চলবে। [ঢা.বো.'২২, ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: সাবধানে চলবে।

➢ আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: আপনি সপরিবার আমন্ত্রিত।

➢ কুপুরুষের মত কথা বলছ কেন? [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?

➢ কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। [ঢা.বো.'২২, কু. বো.'১৯, চ.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

➢ বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। [ঢা.বো., সি.বো.'২২, চ.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: বৃক্ষটি সমূলে/মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।

➢ তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়। [ঢা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তৎকালে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।

➢ তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। [রা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

➢ বিধি লজ্ঘন হয়েছে। [রা.বো.'২২, রা.বো., ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

➢ চোখে হলুদ ফুল দেখছি। [রা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: চোখে সরষে ফুল দেখছি।

➢ একথা প্রমাণ হয়েছে। [রা.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: একথা প্রমাণিত হয়েছে।

➤ তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন। [রা.বো., ম.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তিনি সপরিবারে ঢাকা থাকেন।

➤ তার পানিতে সমাধি হয়েছে। [রা.বো.'২২,১৭]
শুদ্ধরূপ: তার সলিলসমাধি হয়েছে।

➤ দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছতা সাধন দরকার। [রা.বো.'২২, সি.বো. ১৭]
শুদ্ধরূপ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছ্র সাধন দরকার।

➤ স্যারের কথা প্রমাণ হয়েছে। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: স্যারের কথা প্রমাণিত হয়েছে।

➤ সকাল সকাল চারাগুলো বপন করা হয়ে গেল। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকাল সকাল চারাগুলো রোপন করা হয়ে গেল।

➤ অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে। [চ.বো., দি.বো.'২২, সি.বো.'১৯]
শুদ্ধরূপ: অপরাহ্ণ লিখতে কেউ কেউ/অনেকেই ভুল করে।

➤ সকল ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্রই দেশের ভবিষ্যৎ।

➤ প্রাণীবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণীসমাবেশে যাবেন। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: প্রাণিবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণীসমাবেশে যাবেন।

➤ বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন না। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাবেন না।

➤ সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

➤ একের লাঠি দেশের বোঝা। [চ.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: দশের লাঠি একের বোঝা।

➤ তাহারা মাঠে খেলা করছে। [সি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তারা মাঠে খেলা করছে।

➤ প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। [সি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে।

➤ বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। [সি.বো., কু.বো.'২২, সি.বো., ব.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

➤ বিরাট গরু-ছাগলের হাট। [সি.বো.'২২, সি. বো., চ.বো.'১৯, ঢা.বো., ব.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: গরু-ছাগলের বিরাট হাট।

➤ আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত। [সি.বো., দি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

➤ গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল। [সি.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

➤ সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

➤ দরিদ্রের কথা বাঁশি হলে ফলে। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে।

➤ তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম। [ব.বো.'২২,১৭]
শুদ্ধরূপ: তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।

➤ সারাজীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম। [য.বো.'২২, রা.বো., সি.বো., য.বো., দি.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]
শুদ্ধরূপ: সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।

➤ তাকে বাড়ি যাইতে দাও। [ব.বো.'২২]
শুদ্ধরূপ: তাকে বাড়ি যেতে দাও।

- ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে। [ব.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: ফলদ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।
- বাংলা বানান আয়ত্ব করা বেশ কঠিন। [ব.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: বাংলা বানান আয়ত্ত করা বেশ কঠিন।
- পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। [ব.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।
- নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে। [য.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
- জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। [য.বো.'২২, কু.বো.১৯]
  শুদ্ধরূপ: জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
- তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন। [য.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন।
- মাদকাশক্তি ভালো নয়। [য.বো.'২২, কু.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: মাদকাসক্তি ভালো নয়।
- এক পৌষে/অগ্রহায়ণে শীত যায় না। [কু.বো.'২২, ব.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: এক মাঘে শীত যায় না।
- ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাস্কর। [কু.বো.'২২, ব.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।
- শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন। [কু.বো.'২২, সি.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: শিক্ষক অন্য বিষয়সমূহের/অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।
- তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। [কু.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: তিনি বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
- আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহ। [কু.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহে।
- এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়। [কু.বো.'২২, চ.বো., সি.বো.'১৯]
  শুদ্ধরূপ: এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
- অদ্যবধি তাহার দেখা নাই। [ব.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: অদ্যাবধি তাহার দেখা নাই।
- অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার। [দি.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: অন্নাভাবে ঘরে ঘরে / প্রতি ঘরে হাহাকার।
- সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত। [দি.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত।
- সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। [দি.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: সব ছাত্র উপস্থিত আছে।
- বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। [দি.বো.'২২, ঢা.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়।
- নিরোগী লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী। [দি.বো.'২২, কু.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: নিরোগ লোক প্রকৃত অর্থেই সুখী।
- এটি একটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। [দি.বো.'২২, চ.বো.'১৯, ঢা.বো., দি.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: এটি একটি লজ্জাকর ব্যাপার।
- সে শিরোপীড়ায় ভুগছেন। [ম.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
- আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি/দিব না। [ম.বো.'২২, য.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি/দেব না।

- সকল মানুষেরা ভুল করে থাকে। [ম.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: সকল মানুষ ভুল করে থাকে/মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে।
- তাহার সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে। [ম.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: তার সাথে আমার সখ্য রয়েছে।
- ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। [ম.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।
- তিনি আরোগ্য হয়েছেন। [ম.বো.'২২]
  শুদ্ধরূপ: তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
- অতি লোভে গরীব নষ্ট। [ম.বো.'২২, য.বো.'১৭]
  শুদ্ধরূপ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান। [ঢা. বো' ১৯]
০২। সব পাখিরা উড়ে গেল। [ঢা. বো' ১৯]
০৩। 'গীতাঞ্জলী' রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। [ঢা. বো' ১৯]
০৪। তার দু'চোখ অশ্রু জলে ভেসে গেল। [ঢা. বো' ১৯]
০৫। অধ্যক্ষ সাহেব স্বপরিবারে কক্সবাজারে বেড়াতে গেছেন। [ঢা. বো' ১৯]
০৬। বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে। [ঢা. বো' ১৯]
০৭। তাহারা মাঠে খেলা করছে। [ঢা. বো' ১৯]
০৮। দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ। [ঢা. বো' ১৯]
০৯। পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির। [রা. বো' ১৯]
১০। শতাব্দীর দুচোখ অশ্রু জলে ভেসে গেল। [রা. বো' ১৯]
১১। শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব। [রা. বো' ১৯, সি.বো., দি.বো.'১৯]
১২। আসছে ২ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। [রা. বো' ১৯]
১৩। চোরটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় কর। [রা. বো' ১৯]
১৪। যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা। [রা. বো' ১৯]
১৫। পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতা আমাদের মুগ্ধ করে। [রা.বো.,দি.বো.,সি.বো.,য.বো.'১৯]
১৬। মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ। [চ. বো' ১৯]
১৭। অশ্রু জলে তার বুক ভেসে গেল। [চ.বো.'১৯,ঢা.বো., দি. বো' ১৭]
১৮। দৈন্যতা সব সময় প্রশংসনীয় নহে। [য. বো.,চ.বো.'১৯,সি.বো.'১৭]
১৯। সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। [চ. বো' ১৯]
২০। একটা গোপনীয় কথা বলি। [চ. বো' ১৯]
২১। বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। [ব. বো' ১৯]
২২। মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো। [ব. বো' ১৯]
২৩। কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। [ব. বো' ১৯]
২৪। মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। [সি. বো' ১৯]
২৫। আমার টাকার আবশ্যক নাই। [সি.বো.'১৯, ঢা.বো.'১৭]
২৬। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [সি.বো.'১৯]
২৭। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। [সি.বো.'১৯]
২৮। আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি। [কু.বো.'১৯,চ.বো.' ১৭]
২৯। সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। [কু. বো' ১৯]
৩০। স্বজনেরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছেন। [কু. বো' ১৯]
৩১। ফেলো টাকা মাখো তেল। [কু. বো' ১৯]
৩২। তদানীন্তনকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিলো। [কু. বো' ১৯]

৩৩। কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। [কু. বো' ১৯]
৩৪। দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রু জল সংবরণ করতে পারলো না। [য.বো.'১৯,সি.বো.'১৭]
৩৫। এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ। [য. বো.' ১৯, সি.বো.' ১৭]
৩৬। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ণ বাজানো নিষেধ। [য. বো' ১৯, সি. বো' ১৭]
৩৭। তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন। [য. বো' ১৯,সি. বো' ১৭]
৩৮। আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। [য. বো' ১৯,সি. বো' ১৭]
৩৯। তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। [য. বো' ১৯, চ. বো' ১৭,]
৪০। যাবতীয় প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা। [দি. বো' ১৯]
৪১। আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে। [দি. বো' ১৯]
৪২। আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান। [দি. বো' ১৯]
৪৩। আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো। [দি. বো' ১৯]
৪৪। লোকটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও। [দি. বো' ১৯]
৪৫। তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে। [সকল. বো' ১৮]
৪৬। প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম। [সকল. বো' ১৮]
৪৭। তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। [সকল. বো' ১৮]
৪৮। সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। [সকল. বো' ১৮]
৪৯। এতে গৌরব লোপ হয়েছে। [সকল. বো' ১৮]
৫০। শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে। [সকল. বো' ১৮]
৫১। সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। [সকল. বো' ১৮]
৫২। পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন। [সকল. বো' ১৮]
৫৩। সব ছাত্ররা উপস্থিতি আছে। [ঢা. বো' ১৭]
৫৪। ছেলেটি বংশরে মাথায় চুনকালি দলি [ঢা. বো' ১৭]
৫৫। সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে। [ঢা. বো' ১৭]
৫৬। আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব। [ব. বো., রা. বো' ১৭]
৫৭। হৃষিতা বুদ্দিমান মেয়ে। [রা. বো' ১৭]
৫৮। তার পানিতে সমাধি হয়েছে। [রা. বো' ১৭]
৫৯। নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন। [রা. বো' ১৭]
৬০। সময় বড় সংক্ষেপ। [রা. বো' ১৭]
৬১। তাকে বাড়ি যাইতে দাও। [রা. বো' ১৭]
৬২। গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ। [রা. বো' ১৭]
৬৩। আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন। [চ. বো' ১৭]
৬৪। পূর্ব দিকে র্সূয উদয় হয়। [চ. বো' ১৭]
৬৫। চোরে চোরে চাচাতো ভাই। [চ. বো' ১৭]
৬৬। এখানে প্রবেশ নিষেধ। [চ. বো' ১৭]
৬৭। অন্যায়রে প্রতফিলন দুর্নিবার। [ব. বো' ১৭]
৬৮। একথা প্রমাণ হয়েছে। [য. বো., ব. বো' ১৭]
৬৯। সে সভায় উপস্থিতি ছিলেন। [ব. বো' ১৭]
৭০। ইহার আবশ্যক নাই। [ব. বো' ১৭]
৭১। প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা। [কু. বো' ১৭]
৭২। কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন। [কু. বো' ১৭]
৭৩। শুধুমাত্র গায়রে জোরে কাজ হয় না। [কু. বো' ১৭]

৭৪। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। [য. বো' ১৭]
৭৫। কালীদাস বিখ্যাত কবি [য. বো' ১৭]
৭৬। অন্যায়রে ফল দুর্নিবার্য। [য. বো' ১৭]
৭৭। অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা। [য. বো' ১৭]
৭৮। অপমান হবার ভয় নেই। [দি. বো' ১৭]
৭৯। বঙ্কিমের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল। [দি. বো' ১৭]
৮০। সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। [দি. বো' ১৭]
৮১। ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ। [দি. বো' ১৭]
৮২। প্রতিযোগীতায় প্রতিদ্বন্ধীতা থাকবেই। [দি. বো' ১৭]

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

- সকল বালিকারা প্রভাত ফেরিতে গেছে।
  শুদ্ধরূপ: সকল বালিকা প্রভাত ফেরিতে গেছে।
- আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে।
  শুদ্ধরূপ: আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
- তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।
  শুদ্ধরূপ: তারা বাড়ি যাচ্ছে।
- শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।
  শুদ্ধরূপ: শুধু তুমি গেলেই হবে।
- বেশি চালাকের গলায় দড়ি।
  শুদ্ধরূপ: অতি চালাকের গলায় দড়ি।
- দৈন্যতা সব সময় ভালো নয়।
  শুদ্ধরূপ: দৈন্য/দীনতা সবসময় ভালো নয়।
- সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।
  শুদ্ধরূপ: সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল।
- ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ণ বাজানো উচিৎ নয়।
  শুদ্ধরূপ: ক্লাস চলাকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ন বাজানো উচিত নয়।
- দুর্নীতি এদেশের একটি অন্যতম মৌলিক সমস্যা।
  শুদ্ধরূপ: দুর্নীতি এদেশের অন্যতম মৌলিক সমস্যা।
- একাদশ শ্রেণিতে সত্তরজন ছাত্র আছে, তার মধ্যে অন্তত দশজন দূর্বল।
  শুদ্ধরূপ: একাদশ শ্রেণিতে সত্তরজন ছাত্র আছে, তাদের মধ্যে অন্তত দশজন দুর্বল।
- সব মাছগুলোর দাম কত?
  শুদ্ধরূপ: মাছগুলোর দাম কত?
- কালীদাশ খ্যাতমান কবি।
  শুদ্ধরূপ: কালিদাস বিখ্যাত কবি।
- দুর্বলবশত তিনি আসতে পারেন নি।
  শুদ্ধরূপ: দুর্বলতাবশত তিনি আসতে পারেন নি।
- সে পূর্বাহ্নে আসিয়া অপরাহ্নে চলিয়া গেল।
  শুদ্ধরূপ: সে পূর্বাহ্ণে আসিয়া অপরাহ্ণে চলিয়া গেল।
- এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছো তাই ভর্তির বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করো; অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
  শুদ্ধরূপ: এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করেছো তাই ভর্তির বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করো, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
- ষষ্ঠদশ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন।
  শুদ্ধরূপ: ষোড়শ সাধারণ বার্ষিক সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
- চোর পিঠ প্রদর্শন করেছে।
  শুদ্ধরূপ: চোর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।
- দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
  শুদ্ধরূপ: দারিদ্র্যকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।
- আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
  শুদ্ধরূপ: আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।
- সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।
  শুদ্ধরূপ: তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।
- আমি সন্তোষ হলাম।
  শুদ্ধরূপ: আমি সন্তুষ্ট হলাম।
- যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা।
  শুদ্ধরূপ: যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
- আইনানুসারে তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
  শুদ্ধরূপ: আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
- মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
  শুদ্ধরূপ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
- মেয়েটি স্বয়ম্বর।
  শুদ্ধরূপ: মেয়েটি স্বয়ংবরা।

- সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল।
  শুদ্ধরূপ: সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
- এ কবিতার কোনো মাধুর্যতা নেই।
  শুদ্ধরূপ: এ কবিতার কোনো মাধুর্য নেই।
- অতিশয় দুঃখিত হলাম।
  শুদ্ধরূপ: অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।
- সে অপমান হয়েছে।
  শুদ্ধরূপ: সে অপমানিত হয়েছে।
- নন্দা সুকেশিনী ও সুহাসী।
  শুদ্ধরূপ: নন্দা সুকেশিনী ও সুহাসিনী।
- অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।
  শুদ্ধরূপ: অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
- নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
  শুদ্ধরূপ: নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
- শকুনের দোয়ায় বিড়াল মরে না।
  শুদ্ধরূপ: শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।
- আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি।
  শুদ্ধরূপ: আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী।
- মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে।
  শুদ্ধরূপ: মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
- বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল, তা নয়।
  শুদ্ধরূপ: বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়।
- সকল ছাত্রগণ নিয়মিত স্কুলে যায় না।
  শুদ্ধরূপ: সকল ছাত্র নিয়মিত স্কুলে যায়না।
- উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
  শুদ্ধরূপ: উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
- অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা।
  শুদ্ধরূপ: অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
- যাবতীয় প্রাণীকূল এই গ্রহের বাসিন্দা।
  শুদ্ধরূপ: যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
- আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
  শুদ্ধরূপ: আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
- আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই।
  শুদ্ধরূপ: আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
- সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষী।
  শুদ্ধরূপ: সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।
- সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাতে সমবেত হয়েছেন।
  শুদ্ধরূপ: সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সমবেত হয়েছেন।
- সতীশ মড়াদাহ করতে শ্মশানে গেছে।
  শুদ্ধরূপ: সতীশ শবদাহ করতে শ্মশানে গেছে।
- আমি চাই, তারা তার ইচ্ছেমতো কাজ করুক।
  শুদ্ধরূপ: আমি চাই তারা তাদের ইচ্ছেমতো কাজ করুক।
- বর্তমানে খাঁটি সরিষার তেল পাওয়া দুর্লভ।
  শুদ্ধরূপ: বর্তমানে সরিষার খাঁটি তেল দুর্লভ।
- নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের স্বার্থকতার গান শোনায়।
  শুদ্ধরূপ: নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়।
- এটা সমিচিন হবে না।
  শুদ্ধরূপ: এটা সমীচীন হবে না।
- এটি দল কোন্দল ।
  শুদ্ধরূপ: এটি দলীয় কোন্দল।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।
  শুদ্ধরূপ: সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- পরপোকার মনুষত্বের পরিচায়ক।
  শুদ্ধরূপ: পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচয়।
- আজ কলেজের নজরুল ইসলামের ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।
  শুদ্ধরূপ: আজ কলেজে নজরুল ইসলামের ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হবে।
- অন্যান্য বিষয়গুলো পরে আলোচনায় আনুন, আগে কাউন্সিল হোক।
  শুদ্ধরূপ: অন্যান্য বিষয় পরে আলোচনায় আনুন, আগে কাউন্সিল হোক।
- অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
  শুদ্ধরূপ: অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
- শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?
  শুদ্ধরূপ: মাত্র এই কটা টাকা দিলে?
- আবশ্যকীয় বিছানাপত্র সঙ্গে লইয়া আসবেন।
  শুদ্ধরূপ: আবশ্যক বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
- বাগানে লাল লাল ফুলগুলো ফুটে আছে।
  শুদ্ধরূপ: বাগানে লাল লাল ফুল ফুটে আছে।
- মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।
  শুদ্ধরূপ: মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!
- সব ছাত্ররাই আজকাল জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগী।
  শুদ্ধরূপ: সব ছাত্রই আজকাল জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগী।
- দেশের সবাইকে স্বাক্ষর করা দরকার।
  শুদ্ধরূপ: দেশের সবাইকে সাক্ষর করা দরকার।
- ডাকাত পালালে বুদ্ধি আসে।
  শুদ্ধরূপ: চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

অনুচ্ছেদ শুদ্ধিকরণ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বুদ্ধি, ধর্ম্মের মানেও তাই। [ব.বো.'১৭]

শুদ্ধ: নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

০২। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা পরিদর্শন করে সবাই মুগ্ধ। সকল শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্যতা বয়ে আনবে, যা ইতিপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। [য.বো.'১৭]

শুদ্ধ: ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সবাই মুগ্ধ। শিক্ষকবৃন্দ মনে করেন, ভবিষ্যতে সে অসামান্য সাফল্য বয়ে আনবে, যা ইতঃপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

০৩। আজিকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগি। বানান শুদ্ধতম করে লেখার ব্যাপারে তারাত সচেষ্টিত নয়ই, বরং অবস্থাদৃষ্টিতে মনে হয় তাহারা যেন ভুল করিবার প্রতিযোগীতায় অবতির্ণ হয়েছে। তা যথার্থই লজ্জাস্কর ব্যাপার এ ব্যাপারে সকলের সমবেত সচেতনতা আবশ্যক। [চ.বো.'১৯]

শুদ্ধ: আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী। বানান শুদ্ধ করে লেখার ব্যাপারে তারা তো সচেষ্ট নয়ই বরং অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারা যেন সর্বদাই ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তা যথার্থই লজ্জার ব্যাপার। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা আবশ্যক।

০৪। ইদানিংকালে ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। [সি. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭]

শুদ্ধ: ইদানীং ইংরেজি ধাঁচে বাংলা বলার অপচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না। পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি অমনোযোগী থাকে বলে বানান ভুল করে। সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।

০৫। বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এ কথা প্রমাণ হয়েছে। এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হইলে পাঠে মনোযোগি হইতে হইবে। দূরাবস্থা আকঙ্খার অন্তরায়। দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়। [দি.বো.'১৭]

শুদ্ধ: বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়। একথা প্রমাণিত হয়েছে। এটি লজ্জাকর ব্যাপার। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হবে। দুরবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্য/দীনতা প্রশংসনীয় নয়।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। এখন হেমন্তকাল, মুষলধারে মেঘ হচ্ছে। আজ ক্লাসে যেতে হবে না, তাই বাবুল আনন্দ চিত্তে কাথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। বাবুলের মা চিতই পিঠা বানিয়ে তাহাকে খেতে ডাকলেন। [ঢা. বো.' ১৯]

০২। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছেন, "ধান তার বসুন্ধরা যার।" তাই তো, অভাগা চাষাবৃন্দ কে? সে কেবলমাত্র "ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে," হাল বহন করিবে আর পাট উৎপন্ন করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে "মোরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরা মুরগি ছিল," একথার অর্থ কী? [রা. বো.' ১৯]

০৩। সেদিন স্যার রাগিয়া বললেন, "তোমরা এস.এস.সি পাস করিলে কিভাবে? মণিষি, সমিচীন, লবন, আকাংখা, শান্তনা, বিদ্যান, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল করছ। এ জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।" [ব. বো.' ১৯]

০৪। বিদ্বানজনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই সুস্বাগত। [কু. বো.' ১৯]

০৫। রাত জেগে ফেইসবুক দেখে অনেক ছাত্ররা নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে। এতে তারা যেমন মানসিক দৌর্বল্যতায় ভুগছে তেমনি পড়াশুনায় হচ্ছে অমনোযোগি। তাছাড়া আবশ্যকীয় প্রস্তুতির অভাবে কাক্সিক্ষত ফলাফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে চোখে সর্ষে পুষ্প দেখে। [য. বো.' ১৯, সি. বো' ১৭]

০৬। জামিল সাহেব স্বপরিবারে ছুটি কাটাতে চলেছেন। এবার তাঁর যাত্রা কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকত। কিন্তু ট্রেনে কিছু যাত্রীর সৌজন্যতাহীন আচরণে তিনি বড় বিরক্ত হলেন। শিক্ষাসফরের যাত্রীরা অসুরে গলায় সুরদেবীর আরাধনা করছে। তবে তাঁর বিরক্তবোধ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। [সকল. বো.' ১৮]

০৭। মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছে আগামীকাল সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন।আমাদের বন্ধুমহলের সকলের মধ্যে কিন্তু সাজ সাজ উত্তেজনা শুরু হলো। [রা. বো.' ১৭]

০৮। ইদানীংকালে ইংরেজি ধাচে বাংলা বলার অপচষ্টো দেখা যাচ্ছে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ভাষা- আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বাংলার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল উর্দু। হয়তো আসছে আগামীতে বাংলার প্রতিপক্ষ হবে হিন্দি। [চ. বো.' ১৭]

০৯। কিছুক্ষণ পর মিজান বলল, এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। আমরা থাকতে মেয়েরা গাছে উল্লম্ফন করবে এটি সঠিক নয়। এই বলে মিজান একটি বৃক্ষ বেয়ে ওপরে উঠল। অন্যরা তা দেখে গৌরবান্বিত বোধ করলো। [কু. বো.' ১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

০১। এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা মায়ের আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছেন। সবাই ওকে সচ্চরিত্রবান মনে করত।

শুদ্ধ: এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নি। ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার সাধ নেই। তারা খুবই অপমানিত হয়েছেন। সবাই ওকে চরিত্রবান মনে করত।

০২। শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ⁺ পেল কিভাবে? তার চিঠিতে আকাংখা, মুহুর্ত, মনযোগ, প্রতিযোগীতা ইত্যাদি বানান ভুল।

শুদ্ধ: শামীমের চিঠি দেখে তিনি হতবাক হলেন। এ ছেলে বাংলা বিষয়ে এ⁺ পেল কীভাবে? তার চিঠিতে আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, মনোযোগ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বানান ভুল।

০৩। আসছে আগামী কাল বুলবুল কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্য হল। সে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্যতা আছে।

শুদ্ধ: আগামীকাল বুলবুল কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন। খবরটি শুনে মনিরা আশ্চর্য হল। সে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। তার আবৃত্তিতে মাধুর্য আছে।

০৪। বৃষ্টি চলাকালীন সময়ে রাতুল ফিরে এল। সে খুবই সুবুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক পর্যন্ত ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যকীয়। কিন্তু প্রথমেই সে আকণ্ঠ ভোজন করিল। তা দেখে রাতুলের মা বিস্মিত হলো। তবে রাতুল নিঃসন্দিহান যে, তার অসুখ হবে না।

শুদ্ধ: বৃষ্টি চলাকালে রাতুল ফিরে এলো। সে খুবই বুদ্ধিমান। তার আপাদমস্তক ভেজা। পোশাক পাল্টানো আবশ্যক। কিন্তু প্রথমেই সে আকণ্ঠ ভোজন করল। তা দেখে রাতুলের মা ভয় পেল। তবে রাতুল নিঃসন্দেহ যে, তার অসুখ হবে না।

০৫। ইদানীং কালে যুব সমাজের মধ্যে মাদক ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন মাদকসক্তির সংখ্যা বেড়েই চলিতেছে। এর ফলে যুব সমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়েছে। সরকার কার্য্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশ ভাল সংকটে পড়বে। এই অবস্থা উত্তরণের জন্য সকল জনগনের সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শুদ্ধ: ইদানীং যুবসমাজের মধ্যে মাদক সেবন ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দিন দিন মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর ফলে যুবসমাজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সরকার কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে দেশ বড় সংকটে পড়বে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জনসচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

০৬। ক্লাসে যখন সকল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালীন সময়ে কেউ আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন করবে; না তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্লাসে অমনোযোগ ছিল।

শুদ্ধ: ক্লাসে যখন ছাত্র-ছাত্রীর অবগতির জন্য জানানো হলো, সূর্যগ্রহণ চলাকালে কেউ আকণ্ঠ ভোজন করবে না; তখন বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীই ক্লাসে অমনোযোগী ছিল।

০৭। ইমা দেখতে সুন্দরী, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ শংকট অবস্থা পার করছে। কেননা পরিবারের ঐক্যতা নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাষ্কর হয়ে উঠল। লোকটা কুপুরুষের মতো কথা বলেছে।

শুদ্ধ: ইমা দেখতে সুন্দর, বুদ্ধিতেও প্রখর। সে আজ সংকট পার করছে। কেননা পরিবারে ঐক্য নেই। বিশেষ করে স্বামীর আচরণ লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লোকটা কাপুরুষের মতো কথা বলছে।

০৮। নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

শুদ্ধ: নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানিত বোধ করে। নিজের দীনতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই অহংবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

০৯। রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তার স্কুলের লেখাপড়ায় মনযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতাগুলো পাঠক আকৃষ্ট করত। তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থটি বিশ্বখ্যাত হয়। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন কথাটি সঠিক নয়।

শুদ্ধ: রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর স্কুলের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। তাঁর নতুন নতুন কবিতা পাঠককে আকর্ষণ করত। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন কথাটি ঠিক নয়।

১০। সুজলা-সুফলা-সশ্য-স্যামলা এই বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককুলের হারভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্ঠে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বাঁধা সত্তেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

শুদ্ধ: সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এ বাংলাদেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষককুলের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এদেশের অর্থনীতি। অথচ কৃষকের জীবন দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। এদেশের পবিত্র মাটির সঙ্গে কৃষকের রয়েছে আত্মার সম্পর্ক। শত বাধা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে কৃষক। কৃষক-সমাজের উন্নতির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

১১। এইবার স্যার আমাদের উপর রাগিয়া গিয়াছেন। সেদিন বল্লেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করিয়া আসিলে কি করে? মুহূর্ত, মনীষি, দ্বন্দ, বেবধান, নুপুর, বানিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাপ করা হবে না।'

শুদ্ধ: এবার স্যার আমাদের উপর রেগে গেছেন। সেদিন বললেন, 'তোমরা ম্যাট্রিক পাস করলে কী করে? মুহূর্ত, মনীষী, দ্বন্দ্ব, ব্যবধান, নূপুর, বাণিজ্য ইত্যাদি বানান পর্যন্ত ভুল কর। মনে রেখ, এই সমস্ত ভুলের জন্য তোমাদের মাফ করা হবে না।'

১২। দারিদ্রতা আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধশালী। কেবল মাত্র দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছতা প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষ সখ্যতাও।

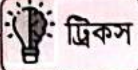
শুদ্ধ: দরিদ্রতা/দারিদ্র্য আজ আর বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের দেশ এখন সমৃদ্ধিশালী। কেবল দুর্নীতিই আমাদের পেছনে টানে। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্র সাধন প্রয়োজন। প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে সখ্যও।

১৩। আসছে আগামী কল্য অনীকের আঠারতম জন্মদিন। সন্ধ্যাকালীন সময়ে পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে ভায়নক মেধাবী ও বিনয়ী তার মেধা পরিদর্শন করে স্যারগণ মুগ্ধ।

শুদ্ধ: আগামীকাল অনীকের আঠারোতম জন্মদিন। সন্ধ্যায় পালিত হবে তার জন্মোৎসব। সে অত্যন্ত মেধাবী ও বিনয়ী। তার মেধা দেখে স্যাররা মুগ্ধ।

প্রশ্ন নং ০৭ পারিভাষিক শব্দ ও অনুবাদ

পারিভাষিক শব্দ



- জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিছু শব্দ যার অর্থও সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে শব্দগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে। এ শব্দগুলোর ব্যবহার আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।
- ০৭ নং প্রশ্নে পারিভাষিক শব্দ থেকে একটি ও অনুবাদ থেকে একটি মোট ২টি প্রশ্ন থাকবে একটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- ১ম অংশে ১০টি পারিভাষিক শব্দের উত্তর লিখতে হয়। যদি সঠিক হয় তাহলে সহজেই পূর্ণ নম্বর পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে উত্তর লিখতে সময়ও কম লাগে।
- অথবা অংশে ইংরেজি অনুচ্ছেদ থাকে যা বাংলায় অনুবাদ করতে হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি অনুচ্ছেদের মূলভাবের শৈলী যতদূর সম্ভব বজায় রাখতে হবে। তাই অনুচ্ছেদটির আক্ষরিক অনুবাদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবানুবাদও। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে মূল ভাষার অনেক Phrase, Idiom বা অলংকার প্রয়োগ সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়, যা বহু অধ্যবসায় সাপেক্ষ বিষয়। এক্ষেত্রে উত্তর লিখতে তুলনামূলক বেশি সময় লাগে।
- সুতরাং, সময় বাঁচাতে এবং ভালো নম্বর পেতে পারিভাষিক শব্দ অংশের উত্তর করা শ্রেয়। এক্ষেত্রে বিগত বছরের বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন আয়ত্ত করতে পারলে সহজেই পারিভাষিক শব্দের উত্তর করা সম্ভব। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অনুবাদ অংশের উত্তরও করতে পারো।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

ইংরেজি	বাংলা
Autograph [চ.বো.'২২, দি.বো.'১৯]	স্বাক্ষর
Audio [রা.বো.'২২, ঢা.বো.'২২]	শ্রুতি
Abstract [সকল.বো.'১৮]	বিমূর্ত/সারসংক্ষেপ
Annexation [রা.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]	সংযোজন
Agenda [কু.বো.'২২]	আলোচ্য-সূচি
Accessories [চ.বো.'২২]	সরঞ্জাম
Acting [ঢা.বো., য.বো.'২২]	ভারপ্রাপ্ত/অস্থায়ী
Autonomous [য.বো.'২২]	স্বায়ত্তশাসিত
Affidavit [চ.বো.'১৯]	শপথনামা/ হলফনামা
Act [দি.বো.'২২]	আইন
Auction [সি.বো.'২২]	নিলাম
Ad-hoc [দি.বো.'২২, ব.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]	তদর্থক/অনানুষ্ঠানিক

ইংরেজি	বাংলা
Allegation [ঢা.বো.,১৭]	অভিযোগ/অভিযোগ-বিবৃতি
Biography [য.বো.'২২,রা.বো., দি.বো.'১৭]	জীবনী/জীবনচরিত
Bail [ম.বো.'২২,ঢা.বো.,১৭]	জামিন
Banquet [রা.বো.'১৯, সি.বো.'১৭]	ভোজসভা
Bidder [সকল.বো.'১৮]	নিলাম ডাকিয়ে
Bilingual [দি.বো.'১৯]	দ্বিভাষিক
Bankrupt [রা.বো.'২২, চ.বো.'১৭]	দেউলিয়া
Ballot [ঢা.বো.'২২]	ভোট
Booklet [সি.বো.'২২]	পুস্তিকা
Bulletin [ঢা.বো., রা.বো.', য.বো.'১৯]	জ্ঞাপন-পত্র/বুলেটিন
By-election [রা.বো.,ব.বো'১৯]	উপ-নির্বাচন

ইংরেজি	বাংলা
Caption [চ.বো.'২২]	পরিচয়-নাম/পরিচিতি
Catalogue [চ.বো.,সি.বো.'১৯,কু.বো.'১৭]	তালিকা/ গ্রন্থতালিকা
Copyright [রা.বো., সি.বো.'২২]	লেখস্বত্ব
Cabinet [কু.বো.'২২]	মন্ত্রিপরিষদ
Cartoon [ঢা.বো.'২২]	ব্যঙ্গচিত্র
Circle [চ.বো.'১৭]	বৃত্ত
Code [চ.বো.'১৯]	সংকেত
Cold war [সকল.বো.'১৮]	স্নায়ু যুদ্ধ
Comet [দি.বো.'১৯]	ধূমকেতু
Correspondent [রা.বো.,কু.বো.'১৯]	সংবাদদাতা
Custom [ঢা.বো.'১৯]	প্রথা/ শুল্ক
Concession [দি.বো.'২২]	ছাড়
Dynamic [রা.বো.,কু.বো.'২২,রা.বো.'১৯]	গতিশীল
Deed [ঢা.বো.'২২]	দলিল
Data [ব.বো.'১৯]	উপাত্ত
Documentary [ব.বো.'২২]	প্রামাণ্য
Dialect [সি.বো.,দি.বো.'২২,ঢা.বো.,দি.বো.'১৯, রা.বো.,সি.বো.,য.বো.'১৭]	উপভাষা
Debate [চ.বো.'১৭]	বির্তক
Evaluation [দি.বো.'১৯]	মূল্যায়ন
External	বাহ্য/বহিঃস্থ
Estimate [চ.বো.'২২]	প্রাক্কলন/ মূল্যানুমান
Embargo [সকল.বো.'১৮, রা.বো., দি.বো.'১৭]	নিষেধাজ্ঞা
Eye-witness [ঢা.বো.'১৯]	প্রত্যক্ষদর্শী
Ethics [য.বো.'২২, রা.বো., ব.বো., য.বো.'১৯]	নীতিবিদ্যা
Eye-wash [রা.বো.'১৯, চ.বো., সি.বো.'১৭]	ধোঁকা
Fine-arts [য.বো.'২২, ব.বো., সি.বো.'১৯, কু.বো.'১৭]	চারুকলা
Fiction [চ.বো.'২২, ঢা.বো.'১৯, সি.বো., য.বো.'১৭]	কথাসাহিত্য/ কল্পকাহিনি

ইংরেজি	বাংলা
File [চ.বো.'১৯]	নথি
Fundamental [চ.বো.'১৯]	মৌলিক/প্রধান
Forecast [ঢা.বো.,১৭]	পূর্বাভাস
Face value [সকল.বো.'১৮]	অভিহিত মূল্য
Farce [দি.বো.'১৯]	প্রহসন
Grant [রা.বো.'১৯]	অনুদান
Galaxy [চ.বো.'১৯]	ছায়াপথ
Gratuity [সকল.বো.'১৮]	পারিতোষিক
Green-house [চ.বো., সি.বো.,য.বো.'১৭]	সবুজ বলয়/গ্রিন হাউজ
Global [দি.বো.'১৯, ঢা.বো.'১৭]	বৈশ্বিক
Goods [ম.বো.'২২]	পণ্য/মাল
Green room [য.বো.'২২]	সাজঘর
Guilty [চ.বো.'২২]	অপরাধী
Hygiene [চ.বো., য.বো.'২২, সকল.বো.'১৮]	স্বাস্থ্যবিদ্যা
Hood [ঢা.বো.'২২]	বোরকা/বোরখা
Hoarder [রা.বো.'২২]	মজুতদার
Hostile [য.বো.'২২]	বৈরী/প্রতিকূল
Hostage [রা.বো., দি.বো.'১৯]	জিম্মি
Home-ministry [চ.বো., য.বো.'১৯, দি.বো.'১৭]	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Isolation [রা.বো.'২২]	সঙ্গনিরোধ
Irrigation [কু.বো.'২২]	সেচ
Idiom [ব.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]	বাগধারা
Impeachment [রা.বো.'১৭]	অভিশংসন
Interpreter [ঢা.বো.'১৯]	দোভাষী
Initial [সকল.বো.'১৮]	প্রারম্ভিক/ অনুস্বাক্ষর
Immigrant [দি.বো.'১৯]	অভিবাসী
Journal [য.বো.'২২]	পত্রিকা
Justice [সকল.বো.'১৮, য.বো.'১৭]	ন্যায়/বিচার/ বিচারপতি
Kindergarten [ব.বো.'১৯]	কিন্ডারগার্টেন, শিশুবিদ্যালয়
Light year [ঢা.বো.'২২]	আলোক বর্ষ
Leap-year [ঢা.বো.'১৯]	অধিবর্ষ
Landscape [ব.বো.কু.বো.'১৯]	ভূ-দৃশ্য

ইংরেজি	বাংলা
Latitude [রা.বো.'১৯]	অক্ষাংশ
Lease [ঢা.বো.,সি.বো.,ব.বো.,১৭]	ইজারা
Legend [দি.বো.'২২, দি.বো ১৯, রা.বো.,দি.বো.'১৭]	কিংবদন্তি
Manuscript [য.বো.'২২]	পাণ্ডুলিপি
Memorandum [কু.বো.'২২]	স্মারক লিপি
Myth [সকল.বো.'১৮,কু.বো.'১৭]	অতিকথা/পুরাণ
Museum [রা.বো.'১৭]	জাদুঘর
Manifesto [য.বো., ম.বো.'২২, চ.বো., দি.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]	ইশতেহার
Marketing [ঢা.বো.'১৭]	বিপণন
Measure [চ.বো.'১৭]	মাপ
Nebula [ব.বো.'১৯]	নীহারিকা
Nutrition [দি.বো.'১৯,রা.বো.'১৭]	পুষ্টি
Nationalization [কু.বো.'২২]	জাতীয়করণ/ রাষ্ট্রীয়করণ
Nursery [সি.বো.'২২,ঢা.বো.'১৯,চ.বো.,য.বো.'১৭]	শিশুশালা/ তরুশালা
Note [ম.বো.'২২,চ.বো.'১৯]	মন্তব্য
Nationalism [কু.বো.'২২]	স্বাদেশিকতা
Ordinance [ব.বো.,কু.বো.'১৯]	অধ্যাদেশ
Oath [চ.বো.'১৯,ঢা.বো.,রা.বো.,য.বো.'১৭]	শপথ
Portal [ম.বো.'২২]	দরজা/প্রবেশপথ
Public Works [ঢা.বো.'২২,চ.বো.'১৭]	গণপূর্ত
Principle [ঢা.বো.'১৯,রা.বো.,ব.বো.'১৭]	তত্ত্ব/সূত্র/নীতি
Provost [কু.বো.'২২]	প্রাধ্যক্ষ
Prepaid [সি.বো.'২২]	আগাম প্রদত্ত
Primitive [ম.বো.'২২]	আদিম
Parade [ব.বো.'১৯]	কুচকাওয়াজ
Pen-friend [ঢা.বো.,১৭]	পত্র-মিতা
Plosive [রা.বো.'১৯]	স্পর্শবর্ণীয়
Power house [সকল.বো.'১৮]	বিদ্যুৎকেন্দ্র
Prefix [দি.বো.'১৯]	অগ্রে যুক্ত করা
Prescription [রা.বো.'১৯]	ব্যবস্থাপত্র
Para [ঢা.বো.'১৯]	অনুচ্ছেদ
Quack [দি.বো.'২২]	হাতুড়ে (ডাক্তার)
Quality [চ.বো.'১৯]	গুণ

ইংরেজি	বাংলা
Quarter [ব.বো.'১৯]	চতুর্থাংশ
Queue [সকল.বো.'১৮]	সারি
Reform [রা.বো.'২২]	সংস্কার
Racism [রা.বো.,য.বো.'১৯,সি.বো.'১৭]	স্বাজাতিকতা/বর্ণবাদ
Rank [চ.বো.'১৯,দি.বো.,১৭]	পদমর্যাদা
Rational [ব.বো.'১৯]	যুক্তিবাদী
Republic [ঢা.বো.'১৯]	প্রজাতন্ত্র
Retirement [ঢা.বো.'১৭]	অবসর গ্রহণ
Rotation [দি.বো.'১৯]	আবর্তন
Referendum [দি.বো.'২২, চ.বো.'১৭]	গণভোট
Subsidy [য.বো., দি.বো.'২২, চ.বো., কু.বো.'১৭]	ভর্তুকি
Study [রা.বো.'২২]	অধ্যয়ন
Significant [ম.বো.'২২]	গুরুত্বপূর্ণ
Secular [কু.বো.'২২, চ.বো.'১৯]	ধর্মনিরপেক্ষ
Skull [ঢা.বো.'১৯]	করোটি/ মাথার খুলি
Settlement [য.বো.'১৯]	নিষ্পত্তি
Sabotage [চ.বো.'১৯, সকল.বো.'১৮, ঢা.বো.'১৭]	অন্তর্ঘাত
Symbol [দি.বো.'১৯]	প্রতীক
Theory [চ.বো.'১৯]	তত্ত্ব
Token [ঢা.বো.'১৭]	প্রতীক
Trial [ঢা.বো.,১৭]	বিচার
Urban [ঢা.বো.'১৯]	শহুরে/পৌর
Undertaking [রা.বো.'১৯]	কর্মভার/প্রতিশ্রুতি/অঙ্গীকার
Uniform [ঢা.বো.'১৭]	উর্দি
Vacation [য.বো.'২২]	ছুটি/অবকাশ
Validity [রা.বো.'১৭]	বৈধতা
Virus [চ.বো.'২২]	ভাইরাস
Vision [ঢ.বো.'১৯]	দৃষ্টি
Walk-out [ঢা.বো.'১৭]	সভাবর্জন
War-criminal [রা.বো.'১৭]	যুদ্ধাপরাধী
White-paper [য.বো.'২২]	শ্বেতপত্র
War crime [ব.বো.'২২]	যুদ্ধাপরাধ
Xerox [সি.বো.'২২]	আলোকচিত্র প্রতিলিপি

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর

ইংরেজি	বাংলা
Abbreviation	সংক্ষেপণ
Academic	প্রাতিষ্ঠানিক/ শিক্ষায়তনিক
Acknowledgement	প্রাপ্তিস্বীকার
Adaptation	অভিযোজন
Adviser	উপদেষ্টা
Aid	সাহায্য
Allotment	বরাদ্দ
Ambassador	রাষ্ট্রদূত/রাজদূত
Analysis	বিশ্লেষণ
Ancestor	পূর্বপুরুষ
Anticorruption	দুর্নীতি দমন
Approval	অনুমোদন
Approve	অনুমোদন করা
Architect	স্থপতি
Architecture	স্থাপত্যবিদ্যা/ স্থাপত্য
Article	অনুচ্ছেদ
Attestation	প্রত্যয়ন
Background	পটভূমি
Bacteria	জীবাণু
Bibliography	রচনাপঞ্জি/গ্রন্থপঞ্জি
Bio-data	জীবনবৃত্তান্ত
Black-out	নিষ্প্রদীপ
Blue-print	নীল নকশা/প্রতিচিত্র
Board	পর্ষদ
Bond	মুচলেকা/প্রতিজ্ঞাপত্র
Book-post	খোলা-ডাক
Boycott	বর্জন
Boyscout	ব্রতীবালক
Brand	মার্কা/ছাপ
Broadcast	সম্প্রচার
By-order	আদেশক্রমে

ইংরেজি	বাংলা
Campus	অঙ্গন/ক্যাম্পাস
Capitalist	পুঁজিবাদী
Cargo	মাল
Census	আদমশুমারি
Chancellor	আচার্য
Chief whip	মুখ্য সচেতক
Civil law	দেওয়ানি আইন
Civil war	গৃহযুদ্ধ
Conduct	আচরণ
Confidential	গোপনীয়
Constitution	গঠনতন্ত্র/সংবিধান
Co-ordination	সমন্বয়/সমন্বয় সাধন
Co-ordinator	সমন্বয়কারী
Date	তারিখ
Deadlock	অচলাবস্থা
Death penalty	মৃত্যুদণ্ড
Deed of gift	দানপত্র
Democracy	গণতন্ত্র
Deposit	আমানত
Deputation	প্রতিনিধি/প্রেষণ
Design	নকশা/আঁকা
Diagnosis	রোগনির্ণয়
Dictator	একনায়ক
Diplomacy	কূটনীতি
Diplomat	কূটনীতিক
Diplomatic	কূটনৈতিক
Discharge	বরখাস্ত
Donation	দান
Dual	দ্বৈত
Duel	দ্বন্দ্বযুদ্ধ
Editing	সম্পাদনা

ইংরেজি	বাংলা
Edition	সংস্করণ
Editor	সম্পাদক
Emergency	জরুরি/জরুরি অবস্থা
Encyclopedia	বিশ্বকোষ
Endorsement	পৃষ্ঠাঙ্কন
Envoy	দূত
Epitaph	সমাধিলিপি
Equality	সমতা
Exchange	বিনিময়
Excuse	অজুহাত
Executive	নির্বাহী/ নির্বাহী বিভাগ
Export	রপ্তানি
Fact	ঘটনা/তথ্য
Faculty	অনুষদ
Feudal	সামন্ততান্ত্রিক
Feudalism	সামন্তবাদ
Forecast	পূর্বাভাস
Formation	গঠন
Gazette	ঘোষণাপত্র
Geology	ভূতত্ত্ব
Get-up	অঙ্গসজ্জা
Gist	সারকথা/সারমর্ম
Goodwill	সুনাম
Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Grade	পর্যায়/ধাপ
Hand-Bill	ইশতেহার /প্রচারপত্র
Handicraft	হস্তশিল্প
Hearing	শুনানি
Honorarium	সম্মানী
Honorary	অবৈতনিক
Horticulture	উদ্যান বিদ্যা
Humanity	মানবতা

ইংরেজি	বাংলা
Hypocrisy	কপটতা/ভণ্ডামি
Idealism	আদর্শবাদ
Income tax	আয়কর
Index	সূচক/নির্ঘণ্ট
Informer	তথ্যদাতা/চর
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Interview	সাক্ষাৎকার
Investigation	অনুসন্ধান
Invoice	চালান
Keyword	মূল শব্দ
Leaflet	প্রচারপত্র
Leisure	অবকাশ
Lien	পূর্বস্বত্ব
Literature	সাহিত্য
Mass media	গণমাধ্যম
Method	পদ্ধতি/প্রণালি
Migration	প্রব্রজন
Mineral	খনিজ
Multipurpose	বিভিন্ন/বহুমুখী
Navigator	নাবিক
Neutral	নিরপেক্ষ
Non-aligned	জোটনিরপেক্ষ
Notice board	বিজ্ঞপ্তি ফলক
Notification	প্রজ্ঞাপন
Obligatory	বাধ্যতামূলক
Octave	অষ্টক
Optics	আলোকবিজ্ঞান
Option	ইচ্ছা
Parole	বন্দির শর্তাধীন মুক্তি
Passport	ছাড়পত্র
Password	গুপ্ত শব্দ
Pay	বেতন

ইংরেজি	বাংলা
Pay-bill	বেতন-পত্র
Payee	প্রাপক
Penal code	দণ্ডবিধি
Philology	ভাষাবিদ্যা
Phonetics	ধ্বনিতত্ত্ব
Pioneer	পথিকৃৎ
Pollution	দূষণ
Preface	ভূমিকা/উপক্রমণিকা
Primary	প্রাথমিক
Prime	মুখ্য/প্রধান
Professor	অধ্যাপক
Public fund	সরকারি তহবিল
Publicity	প্রচার
Quarterly	ত্রৈমাসিক
Query	জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন
Quota	যথাংশ/কোটা
Reality	বাস্তবতা
Refugee	বাস্তুহারা/উদ্বাস্তু
Regiment	সৈন্যদল
Registration	নিবন্ধন
Remark	মন্তব্য
Renew	নবায়ন
Rent	ভাড়া/খাজনা
Salary	বেতন
Sanction	অনুমোদন/মঞ্জুরি
Signal	সংকেত
Skill	দক্ষতা
Specialist	বিশেষজ্ঞ
Sponsor	পোষক
Stock-market	শেয়ার বাজার
Surety	জামিন
Surplus	উদ্বৃত্ত

ইংরেজি	বাংলা
Survey	জরিপ
Syntax	বাক্যপ্রকরণ
Tax	কর
Terminology	পরিভাষা
Terrorist	সন্ত্রাসী
Thesis	গবেষণা সার/ অভিসন্দর্ভ
Trade-mark	পণ্যচিহ্ন
Tradition	ঐতিহ্য
Tribunal	ন্যায়পীঠ
Union	সংঘ
Unskilled	অদক্ষ
up-to-date	হালনাগাদ
Urbanization	নগরায়ন
Valid	বৈধ
Vehicle	গাড়ি/যান
Venue	স্থান
Vice-chancellor	উপাচার্য
Vice-versa	তদ্বিপরীত
Violation	লঙ্ঘন
Visa	প্রবাসাজ্ঞা
Viva voce	মৌখিক পরীক্ষা
Vocabulary	শব্দকোষ
Warrant	পরোয়ানা
Witness	সাক্ষী
Worship	পূজা
Wristwatch	কব্জি ঘড়ি/হাতঘড়ি
X-ray	রঞ্জন-রশ্মি
Year Book	বর্ষপঞ্জি
Zone	অঞ্চল
Zoom	জুম
Zoologist	প্রাণিবিদ
Zany	বিদূষক

বাংলা অনুবাদ

কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলে। অনুবাদের সময় রচনার বক্তব্য বা বিষয়কে পরিবর্তিত না করে ভাষাগত পরিবর্তন করতে হয়।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ:

অনুবাদকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা:

(i) আক্ষরিক অনুবাদ (Literal Translation): মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে।

(ii) ভাবানুবাদ (Transcreation): যে অনুবাদের মাধ্যমে মূল ভাষায় লিখিত মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় এবং মূল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের গঠনকে উপেক্ষা করে নিজের ভাষায় মূল ভাবকে তুলে ধরা হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে।

❖ অনুবাদের কিছু সাধারণ নিয়ম:

- প্রথমেই মূল অংশটি (Text) বারবার পড়ে এর সঠিক অর্থ বোঝা প্রয়োজন। একই শব্দ নানা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাই কোন শব্দ কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।
- হুবহু শাব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ করলে অনুবাদ যথার্থ হবে না। ভাষা শুদ্ধ ও সহজবোধ্য না হলেও অনুবাদ হবে না। মূল রচনার অলংকারিক গুণ অনুবাদে যেন বজায় থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট ভাষার Idiom, phrase সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ক্রিয়ার কাল, বচন, পুরুষ, প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
- ইংরেজি নামগুলো (Noun) অর্থাৎ বিশেষ্যগুলো ইংরেজি হিসেবেই অনুবাদ করতে হবে।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean. [রা. বো.,ব.বো.' ২২]

অনুবাদ: এ জগতে কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। এমনকি, আমাদের চারপাশে দেখা অতি সাধারণ জিনিসগুলোরও নিজস্ব প্রয়োগ আছে। যে শিলাকে আমরা অতি সাধারণ বলে মনে করি, এর ভেতরেও প্রাচুর্য লুকায়িত থাকতে পারে। তেমনি, প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে একটি ঐশ্বরিক অভিপ্রায় কাজ করে। জগতে কোনো কিছুই ক্ষুদ্র নয়, কোনো কিছুই ন্যূন নয়।

০২। He who loves his country is a patriot. The patriots like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman love their country more dearly than their own lives. They are ready to lie down their lives for the welfare of their country. Everybody honors them. They live even after their death. [ঢা.বো.,চ. বো.'২২]

অনুবাদ: যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো দেশপ্রেমিক ব্যক্তিরা তাঁদের দেশকে নিজেদের জীবনের থেকেও অধিক ভালোবাসেন। দেশের কল্যাণে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত থাকেন। প্রত্যেকেই তাঁদের সম্মান করে। মৃত্যুর পরেও তাঁরা বেঁচে থাকেন।

০৩। Bengali language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honor of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history. [সি. বো.,দি.বো.'২২]

অনুবাদ: বাংলা ভাষার রয়েছে এক প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এদেশে আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে ছাত্র-জনতা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। এই শহিদেরা আমাদের জাতি ও ইতিহাসের গর্ব।

০৪। Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. [য. বো.'২২]

অনুবাদ: আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। তবে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। মানুষের জীবন কতগুলো মুহূর্তের সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমাদের একটি মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করা উচিত নয়। সময় অপচয় মানে জীবনের অবচয়(সংক্ষিপ্ত করা)।



০৫। Time is very precious. It should not be neglected. The man who makes good use of time is sure to succeed. All the famous persons of the world made proper use of time. We should follow them. [কু. বো.'২২]

অনুবাদ: সময় অতীব মূল্যবান। একে অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারেন, তিনি অবশ্যই সফল হবেন। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ব্যক্তিই সময়ের যথাযথ ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।

০৬। Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them. [ম. বো.'২২]

অনুবাদ: সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারেন, তাঁর সাফল্য অবধারিত। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত মানুষ সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।

০৭। Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our works from our boy-hood. Boy-hood is the seed time. The habit formed at this time will continue all through our life. "Everything at the right time"- should be our motto. [ঢা. বো.'১৯]

অনুবাদ: সময়ানুবর্তিতার চর্চা করতে হবে এবং একে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই সকল কাজের মধ্য দিয়ে এ গুণটি অর্জন করতে হয়। বাল্যকাল বীজ বপনের সময়। এ সময়ে যে অভ্যাস গড়ে উঠবে, সারা জীবনব্যাপী তা চলতে থাকবে। আমাদের নীতিবাক্য হওয়া উচিৎ "সঠিক সময়ে সবকিছু করা"।

০৮। Shaheed Minar is the symbol of our love and sincerity for supreme sacrifice of our language martyrs. It is located in front of Dhaka Medical College. Hamidur Rahman, a famous architect designed this significant monument. Its vertical lines symbolize the manifestations of inner strength. The four columns on both sides of the central structure reflect the balance and harmony of united stand. Today, it has become a part of our political as well as cultural achievement and national source of inspiration. [রা. বো.'১৯]

অনুবাদ: ভাষাশহিদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতার নিদর্শন হলো শহিদ মিনার। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে অবস্থিত। বিখ্যাত স্থপতি হামিদুর রহমান এই স্মৃতিস্তম্ভের নকশা করেন। এর উল্লম্ব রেখাগুলো আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি প্রকাশের প্রতীক। এর কেন্দ্রীয় কাঠামোটির উভয় পাশে অবস্থিত চারটি কলাম ঐক্যবদ্ধ অবস্থান, সাম্য ও ঐক্যকে প্রতিফলিত করে। আজ এটি আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় প্রেরণার অংশ হয়ে উঠেছে।

০৯। Man cannot live alone. So he likes to keep company. He cannot do without the help of other even for a day. For his reason men have been living together for many days. This is called social life. None can go according to this sweet will in society. [চ. বো.'১৯]

অনুবাদ: মানুষ একা বসবাস করতে পারেনা। তাই সে সঙ্গী রাখতে পছন্দ করে। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে একটি দিনও চলতে পারেনা। এ কারণেই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে একসাথে বসবাস করে আসছে। একে সামাজিক জীবন নামে অভিহিত করা হয়। সমাজে কেউই তার নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারে না।

১০। Family is the first school where the child learns his lessons. The first lessons are very essential for developing his mind. He sees, hears and begins to learn in his family. Family builds his character. In a good family honest and healthy man are made. [ব. বো.'১৯]

অনুবাদ: পরিবারই শিশুর প্রথম বিদ্যালয় যেখানে সে প্রথম পাঠলাভ করে। জীবনের প্রথম পাঠ তার মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার পরিবারকে দেখা এবং শোনার মাধ্যমে পরিবার থেকে শিখতে শুরু করে। পরিবার তার চরিত্র গঠন করে। একটি ভালো পরিবারেই একজন সৎ ও সুস্থ মানুষ তৈরি হয়।

১১। We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men nor care for what others think of us. So long as our purpose is honest, God will be on our side. And with this help, we shall be able to encourage the weak. Thus we shall be able to march in life and search its goal. [সি. বো.'১৯]

অনুবাদ: আমাদের সঠিক কথা বলার সাহস থাকা উচিত। লোকের ভয় অথবা অন্যেরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা ভেবে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে, ততক্ষণ ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকবেন। তাঁর সাহায্য নিয়েই আমরা ভীরুকে উৎসাহিত করতে পারব। এভাবেই আমরা জীবন পথে অগ্রসর হতে পারব এবং খুঁজে নিতে পারব জীবনের লক্ষ্য।

১২। The aim of education is to make a man fully fit for himself and the society. It means to develop the whole man, his body, mind and soul. It is education which aims at providing a child with opportunities so that it can bring to light it's all latent qualities. An educated man should be gentle, polite, thoughtful, creative, kind, respectful, sympathetic and co-operative. So, all of us should try our best to be educated and to serve humanity and the state. Because if education develops no spiritual and moral values, it has no value at all. [কু. বো.'১৯]

অনুবাদ: শিক্ষার উদ্দেশ্য একজন মানুষকে সম্পূর্ণভাবে তার নিজের ও সমাজের জন্য যোগ্য করে তোলা। এর উদ্দেশ্য হলো একজন মানুষের মন ও আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শিশুর জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা; যাতে এটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে নম্র, ভদ্র, চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল, দয়ালু, সম্মানিত, সহানুভূতিশীল এবং সহযোগিতামূলক হওয়া উচিত। তাই আমাদের সকলের উচিত শিক্ষিত হতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং দেশ ও মানবতার সেবা করা। কারণ শিক্ষা যদি আত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করতে না পারে, তবে এর কোন মূল্য নেই।

১৩। Trees are our friends. It helps us in different ways. It gives us shade, food, fuel, medicine and oxygen. Trees make our environment beautiful. Trees are our valuable wealth. It is very much necessary to make afforestation programme successful. [দি. বো.'১৯]

অনুবাদ: বৃক্ষ আমাদের বন্ধু। এটি নানাভাবে আমাদের সহায়তা করে। এটি আমাদের আশ্রয়, খাবার, জ্বালানী, ঔষধ এবং অক্সিজেন দেয়। গাছ আমাদের পরিবেশকে সুন্দর করে। গাছ আমাদের মূল্যবান সম্পদ। এ কারণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী সফল করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

১৪। Patriotism is a very noble virtue. It means love for one's country. A person who loves his/her country more than anything else is called a patriot. Patriotism inspires a man to do everything just and fair for the wellbeing and betterment of the country. It is the invaluable quality that impels a man to sacrifice his own interest, comfort, pleasure and even his life for the sake of his/her country. To a true patriot mother and the motherland are the same. [সকল. বো.'১৮]

অনুবাদ: দেশপ্রেম একটি অতি মহৎ গুণ। এর অর্থ নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। যে ব্যক্তি তাঁর দেশকে অন্য যে কোনো কিছুর থেকে অধিক ভালোবাসেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। দেশপ্রেম একজন মানুষকে দেশের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য ন্যায় ও সঠিক কাজ করতে উৎসাহিত করে। এটি সেই অমূল্য গুণ যা একজন মানুষকে তার দেশের জন্য নিজের স্বার্থ, স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি এমনকি তার জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিকের কাছে মা ও মাতৃভূমি সমতুল্য।

১৫। Bangladesh is now a free country. She suffered much during the last twenty-five years. But for her, the days of suffering are over, she is going to enter into an age of great prosperity. The golden land of Bangladesh will again be flowing with milk and honey. [ঢা. বো.'১৭]

অনুবাদ: বাংলাদেশ এখন একটি স্বাধীন দেশ। গত পঁচিশ বছরে এদেশ অনেক সমস্যায় ভুগেছে। কিন্তু তার সেই দুর্ভোগের দিন এখন শেষ হয়েছে, সে এখন প্রভূত উন্নতির যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এদেশের সোনার মাটি আবারও সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে।

১৬। We are social beings and have to consider the effect of our behavior on others. There are two terms to describe our social behavior 'etiquette' and 'manners'. 'Etiquette' means the rules of correct behavior in society. The word 'manner' means the behavior to be polite in particular society or culture. No one likes a bad-mannered person. [রা. বো.'১৭]

অনুবাদ: আমারা সামাজিক জীব এবং অন্যের ওপর আমাদের আচরণের প্রভাব আমাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত। আমাদের সামাজিক আচরণ বিশ্লেষণের জন্য দুটি পরিভাষা রয়েছে- 'শিষ্টাচার' এবং 'ভদ্রতা'। 'শিষ্টাচার' বলতে সমাজ স্বীকৃত আচরণকে বোঝায়। অপরদিকে 'ভদ্রতা' হলো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে শালীন আচরণ করা। অভদ্র ব্যক্তিকে কেউই পছন্দ করে না।

১৭। A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable inside him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student. [য.বো.'১৯,চ. বো.'১৭]

অনুবাদ: একজন ভালো শিক্ষক যেকোনো দেশেরই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। একজন ভালো শিক্ষক তার পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের সজাগ রাখেন। তিনি তাদের আত্মবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু না কিছু সুপ্ত থাকে। একজন ভালো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে লুকায়িত সেই সম্পদকে খুঁজে বের করেন।

১৮। Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, only then our country will make progress. [ব. বো.'১৭]

অনুবাদ: বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এদেশের নীল আকাশ ও স্নিগ্ধ সমীরণ আমাদের অতিপ্রিয়। আমাদের প্রিয় এই বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদেরই কাজ। এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করি, তবেই আমাদের দেশ উন্নতি লাভ করবে।

১৯। Many people put off for tomorrow the work they can do today. Students also very often put off their class lessons for tomorrow. Nothing is more injurious than this habit. Men do not know what will happen tomorrow. This is why it is wise to value the present moments to make our life meaningful. A lot of troubles and dangers may come and upset everything. So, we must not neglect our time, the flowing capital. [সি. বো.'১৭]

অনুবাদ: অনেকেই আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রাখে। শিক্ষার্থীরাও প্রায়শই তাদের পড়াশোনা পরবর্তী দিনের জন্য ফেলে রাখে। এর থেকে ক্ষতিকর আর কোনো অভ্যাস হতে পারে না। মানুষ জানে না আগামীকাল কী হবে। এ কারণে বর্তমান সময়কে গুরুত্ব দিয়ে জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলাই জ্ঞানীর কাজ। অনেক সমস্যা ও বিপদ এসে সব এলোমেলো করে দিতে পারে। তাই আমরা কখনোই আমাদের গতিশীল মূলধন 'সময়'কে অবহেলা করব না।

২০। A patriot is a man who loves his country, works for it, and is willing to fight and die for it. Every soldier is bound to do his duty, but the best soldiers do more than this. They risk their lives because they love the country. They are the best friends of the people. [য. বো.'১৭]

অনুবাদ: যে ব্যক্তি নিজের দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য কাজ করেন এবং দেশের জন্য যুদ্ধ করতেও জীবন দিতে ইচ্ছে পোষণ করেন, তিনিই দেশপ্রেমিক। প্রত্যেক সৈন্য তার কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এর চেয়েও বেশি কিছু করে থাকেন। দেশকে ভালোবাসেন বলেই তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নেন। তাঁরা জনগণের সর্বোত্তম বন্ধু।

২১। Walking is the best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their bodies make active as long as they live. On the other hand, gymnastic exercises are best suited to young people only. However, today most doctors advise some patients, suffering from particular diseases, for jogging. [কু. বো.'১৭]

অনুবাদ: সব ধরনের স্বাস্থ্যের জন্যই হাঁটাহাঁটি সব থেকে বেশি উপযোগী। যুবক থেকে বৃদ্ধ সকলেই নিয়মিত হাঁটার মাধ্যমে আজীবন তাদের শরীরকে সচল রাখতে পারে। অন্যদিকে শারীরিক কসরত কেবল যুবকদের জন্যই উপযোগী। তবে আজকাল বেশিরভাগ ডাক্তার তাদের কিছু বিশেষ ধরনের রোগীদের জগিং করার পরামর্শ দেন।

২২। The life of a student is a life of preparation, preparation for the struggle of life. To make him well-fitted for the struggle, education is necessary. Students of today will lead the nation tomorrow. But if their education is not complete, they will not be able to lead the country to peace and prosperity. [দি. বো.'১৭]

অনুবাদ: ছাত্রজীবন হলো প্রস্তুতির জীবন, জীবনযুদ্ধে প্রস্তুতির সময়। তাকে জীবনযুদ্ধের জন্য যথাযথভাবে গড়ে তুলতে প্রয়োজন শিক্ষা। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তাদের শিক্ষা যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তারা দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে না।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। Words have a lot of power. They can help or hit, bless or curse. Unkind words do a lot of harm, kind words do lot of good. We can spoil a friend's happiness by an unkind word but cheer up a sad heart with a kind word which costs nothing. A kind word is often more welcome than a costly present.

অনুবাদ: কথার রয়েছে অসীম শক্তি। এগুলো সহায়তা কিংবা আঘাত করতে পারে, আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ দিতে পারে। রূঢ় কথা অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে, অপরদিকে ভালো কথা মঙ্গল বয়ে আনে। রূঢ় কথার দ্বারা আমরা বন্ধুর সুখ নষ্ট করতে পারি কিন্তু মধুর কথার দ্বারা বিষণ্ন হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তুলতে পারি যার জন্য কোনো খরচ করতে হয় না। একটি ভালো কথা একটি মূল্যবান উপহারের চেয়েও দামি হয়।

০২। Man is the architect of his own life. If he makes a proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to prosper in life. Youth is the golden season of life. In youth the mind can be moulded in any from. It is called seed time of life.

অনুবাদ: মানুষ নিজেই তার জীবনের কারিগর। সে যদি তার সময়কে সঠিকভাবে ভাগ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী কাজ করে, তবে সে জীবনে নিশ্চিত সফলতা লাভ করবে। যৌবনকাল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে গড়ে তোলা যায়। একে জীবনের বীজ বপনের সময় বলা হয়।

০৩। Physical labour helps us to digest what we eat. Physical exercise makes the bones and muscles strong and tough. Those who take physical exercise regularly, do not get fatigued even if they toil hard and if necessary, they can under go much more hardship.

অনুবাদ: শারীরিক শ্রম আমাদের খাবার হজম করতে সাহায্য করে। শারীরিক কসরত হাড় ও পেশিকে মজবুত এবং দৃঢ় করে। যারা নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করে তারা কঠোর শ্রম সত্ত্বেও ক্লান্ত হয় না এবং প্রয়োজনবোধে তারা অনেক বেশি কষ্টের কাজ করতে পারে।

০৪। Socrates never believed that all men are equal. If all were treated as equal there, would be one flock and no shepherded. This opinion of Socrates gave offence to many people. Socrates was regular in prayer and had a firm belief in God. He believed that only God knows what is good for us. So our prayer should simply be– "Give me what is good".

অনুবাদ: সক্রেটিস কখনো বিশ্বাস করতেন না যে, সব মানুষ সমান। যদি সবাইকে সমান ভাবা হতো তাহলে তারা একটি ঝাঁকে (দলে) পরিণত হতো এবং কেউ দলনেতা হতো না। সক্রেটিসের এ মতবাদে অনেকেই অপমানিতবোধ করেছেন। সক্রেটিস নিয়মিত উপাসনা করতেন এবং স্রষ্টার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল স্রষ্টাই জানেন, আমাদের জন্য কোনটি ভালো। তাই আমাদের সাধারণ প্রার্থনা হওয়া উচিত, "আমাকে তাই দাও-যা মঙ্গলকর।"

০৫। A Newspaper is a store-house of knowledge. We can know the condition, manners and customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman finds the condition of the market about his goods through newspaper.

অনুবাদ: সংবাদপত্র হল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অন্যদেশের অবস্থা, আচার-ব্যবহার ও প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে, এটি হলো চলতি ইতহাসের একটি সার-সংক্ষেপ। এটি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়। ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের পণ্য সম্পর্কে বাজারের অবস্থা জানতে পারে।

০৬। Education is the backbone of a nation. No nation can make progress without education. Ignorance is compared to darkness. So the light of education is essential for society. Everyone has to realize this truth. The students should be aware of their responsibilities. Otherwise there will be no hope for the nation.

অনুবাদ: শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো প্রয়োজন। প্রত্যেককে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্যথায় জাতির জন্য কোন আশা থাকবে না।

০৭। Health is at the root of all happiness. A man without health cannot become happy in life. Good health is the key to success as well. To build good health regular exercise is necessary. Along with this a balanced diet, some fruits and roots are also necessary.

অনুবাদ: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্য ছাড়া কেউই জীবনে সুখী হতে পারে না। ভাল স্বাস্থ্য সাফল্যের চাবিকাঠিও বটে। ভাল স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি সুষম খাদ্য এবং কিছু ফলমূল এবং সবজিরও প্রয়োজন।

০৮। Can you say why Bangladesh came out victorious in this war? There are two reasons. First, the people of Bangladesh believed that they fought for freedom of the nation. They fought in the name of the freedom of our homeland Bangladesh. The Pakistanis were defeated because they wanted to take the country of others. Second, we had a very great leader.

অনুবাদ: তোমরা কি বলতে পার বাংলাদেশ কেন এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে? এর পেছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে, তারা জাতির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে। তারা আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার নামে যুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছিল কারণ তারা অন্যের দেশ দখল করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আমাদের ছিল একজন মহান নেতা।

০৯। Students are the source of future hope and strength of our country. Much depends on how they spend their time and energy now. They have, in the first place, to acquire knowledge and experience. Secondly, they have to look around and study the condition of people, their ways of living and see in what direction reforms are necessary.

অনুবাদ: শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা ও শক্তির উৎস। এর বেশিরভাগ নির্ভর করে তারা কীভাবে তাদের সময় ও শক্তিকে এখন কাজে লাগাচ্ছে। প্রথমত, তাদেরকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদেরকে চারিদিক লক্ষ করতে হবে জনসাধারণ কীভাবে আছে এবং জীবনযাপন করছে তা দেখতে হবে এবং বের করতে হবে কোথায় সংস্কার আবশ্যক।

১০। Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When these relationships are disturbed, life become difficult or impossible.

অনুবাদ: আমাদের সামগ্রিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবনধারণ পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। আমাদের মানব-পরিবেশের উপাদনসমূহ হলো মানুষ, পশু, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। যখন এ সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে, তখন জীবন কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১১। The most common causes of deforestation are cutting and burning the forest land. Though the forest lands are cut and brunt for the sake of agriculture and habitant, it has a negative effect on environment. The removal of trees causes the bird and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to the soil as well. In the end, the soil gets sediment in the river bed and causes frequent flood.

অনুবাদ: নির্বনীকরণের সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে বনভূমি নিধন এবং পোড়ানো। কৃষি এবং বসবাসের প্রয়োজনে বনভূমি কেটে ফেলা এবং পোড়ানো হলেও পরিবেশের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। গাছপালা অপসারণের কারণে এদের উপর বসবাসকারী পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীদের স্থান ত্যাগ করতে হয়। এটি ভূমি-ক্ষয়েরও মারাত্মক কারণ, কেননা গাছপালা মাটি সংরক্ষণ করে থাকে। অবশেষে, মাটি পলিরূপে নদীস্তরে সঞ্চিত হয় এবং বন্যার সৃষ্টি করে।

১২। Students have youth and energy. They are filled with ideals. They are free from maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service. Students of today will lead the nation tomorrow.

অনুবাদ: শিক্ষার্থীদের রয়েছে তারুণ্য ও উদ্যম। তাদের মন আদর্শে ভরপুর। তারা সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাই সামাজিক কর্মকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগ করা তাদের পক্ষে সহজ। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীতে জাতির নেতৃত্ব দেবে।

১৩। Always speak the truth. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Even if he speaks the truth he is considered to be a liar. Nobody in the world is as unfortunate as he.

অনুবাদ: সদা সত্য কথা বলবে। কখনো মিথ্যা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। এমনকি কখনো সে সত্য কথা বললে তখনও সে মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হয়। সংসারে তার মতো হতভাগ্য কেউ নেই।

১৪। Books are man's best companion in life. You must have very good friends but you can't get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure. So, making friendship with books costs nothing but gives us much.

অনুবাদ: বই মানুষের জীবনের সর্বোত্তম বন্ধু। তোমার খুব ভালো বন্ধু থাকতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে নাও পেতে পারো। তারা তোমার সাথে ভদ্রভাবে কথা নাও বলতে পারে। এক-দুইজন তোমার কাছে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে এবং তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বই সবসময় তোমার পাশে থাকতে প্রস্তুত। কিছু বই তোমাকে হাসাতে পারে। কিছু বই তোমাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। তাই বইয়ের সাথে বন্ধুত্ব করতে কোনো মূল্য দিতে হয় না কিন্তু এটি আমাদের অনেক কিছু দেয়।

১৫। In the modern world women have proved that they can go ahead with men shoulder and shoulder. It is not that their only duty is to serve as a mother and wife. They have many things to do. There remain many ways open for them. They can work in offices, schools, colleges and universities. They have formed a great asset for the nation.

অনুবাদ: আধুনিক বিশ্বে নারীরা প্রমাণ করেছে যে, তারা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু মা ও স্ত্রী হিসেবে কাজ করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য নয়। তাদের অনেক কিছু করার আছে। তাদের জন্য অনেক পথ খোলা রয়েছে। তারা অফিস, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে পারে। জাতির জন্য তারা এক বিশাল সম্পদ তৈরি করেছে।

১৬। The love of mother is never exhausted. It never changes; It never tires. The father may turn his back on child; Brothers and sisters may become deadly enemies. But a mother's love endures through all. A mother always remembers her child's smile.

অনুবাদ: মাতৃস্নেহ কখনো নিঃশেষ হয় না। এর পরিবর্তন নেই, নেই কোনো ক্লান্তি। বাবা তার সন্তানের প্রতি বিমুখ হতে পারে, ভাই-বোন পরম শত্রু হতে পারে। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা চিরন্তন। মা তার সন্তানের নির্মল হাসি সবসময়ই মনে রাখে।

১৭। We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the birth right of man. But no nation can achieve it without effort. Again, the people of a country must be determined to defend it.

অনুবাদ: আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোনো জাতিই চেষ্টা ছাড়া এটা অর্জন করতে পারে না। আবার, সে দেশের লোককে স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হতে হয়।

১৮। There is a proverb : Cut your coat according to your cloth. We should be satisfied with what we earn in an honest way. In a developing country like our's luxuries of all kinds should be avoided. The rich should not forget the pitiable condition of the common people. Some people earn money in the most unfair way.

অনুবাদ: প্রবাদে আছে "আয় বুঝে ব্যয় কর"। সৎভাবে আমরা যা উপার্জন করি তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সকলপ্রকার বিলাসদ্রব্য পরিহার করা উচিত। বিত্তবানদের গরিবের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কতক লোক অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

১৯। Most of the students of our country are inattentive to their studies. They waste their valuable time by involving themselves in political activity. In this way, they misuse their hard earned money of the guardians. They should think that they are the future of the country. It is their duty to build the country nicely.

অনুবাদ: আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অমনোযোগী। তারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে। এভাবে তারা তাদের অভিভাবকের কঠোর শ্রমে অর্জিত টাকা-পয়সার অপচয় করে। তাদের ভাবা উচিত যে, তারাই দেশের ভবিষ্যৎ। দেশকে সুন্দরভাবে গড়া তাদের দায়িত্ব।

২০। Books introduce us in to the best society. They bring us in to the presence of the greatest mind that have ever lived. We heard and saw what they said and did. We see them, as if they were really alive. We are participators in their thoughts. We sympathize with them, and grieve with them.

অনুবাদ: বই আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মনের কাছাকাছি এনে দেয় যাঁরা অমর। তাঁরা যা বলেছেন ও করেছেন তা আমরা শুনি ও দেখি। আমরা দেখি তাঁরা যেন সত্যি বেঁচে আছেন। আমরা তাঁদের চিন্তায় অংশগ্রহণ করি। আমরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হই এবং তাঁদের সাথে শোক প্রকাশ করি।

২১। The 21st February is a memorable day in our life. Each year we remember this day with esteem. It is a holiday. This day the National flag is kept half-raised. Every Shahid Minar gets covered with flowers. Those who have sacrificed their lives are immortal.

অনুবাদ: একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এ দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এ দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এ দিনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রতিটি শহিদ মিনার ফুলে ফুলে ঢেকে যায়। যাঁরা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁরা অমর।

২২। English is an international language. Today everybody realizes the necessity of learning this language. The development of modern language learning skill is being considered the development of technology. In this age of information technology, the importance of English in the development of communication in national and international level, and as a global language is increasing step by step. In this context, there is no alternative to acquire English learning skill.

অনুবাদ: ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এ ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই উপলব্ধি করছে। আধুনিক ভাষা শিখন দক্ষতার উন্নয়নকে প্রযুক্তির উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে যোগাযোগ উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় ছাড়াও বৈশ্বিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই।

২৩। It is impossible to describe the beauty of the Taj in words. It has been called a dream in marble and a tear drop on the cheeks of time but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

অনুবাদ: তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এটাকে বলা হয়ে থাকে 'মার্বেল পাথরের মধ্যে স্বপ্ন' এবং 'সময়ের কপোলে এক ফোঁটা অশ্রু'; কিন্তু এ চমৎকার শব্দগুচ্ছও শিল্পকলার এ অনন্য সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। জ্যোৎস্না রাতে যখন মার্বেল পাথরের চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা, স্বপ্নময় কোমলতা আবিষ্ট হয় তখন তাজমহল সর্বোত্তম রূপে অবলোকন করা যায়। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি চমৎকার দৃশ্য দেখা যায় নদীর অপর তীরের প্রাসাদ থেকে।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। It is to books that I own everything that is good in me. Even in my youth, I realized that art is more generous than people are. I am a book-lover, each one of them seems miracle to me and the author the magician. I am unable to speak of books without using the deepest emotion and joyous enthusiasm. That may seem ridiculous but it is the truth.

০২। We all know that the eye of God is always upon us. But this knowledge does no good to us if we do not keep it in mind. Keeping it in mind, we cannot do any wrong. It always holds us back from sins. Thus it does much good to us.

০৩। Who does not want to be famous? One needs to acquire learning if one wants to be famous. Nobody can prosper in life without learning or education. And what is needed to this is honesty and industry. Industry is the key to success. Success after success makes a man famous. We hope that all of you will be honest and industrious.

০৪। Patriotism is love and passion for the country. It is a strong and complete selfless great emotion. A patriot can sacrifice his own life for the welfare of his country. It is such an idealism that gives courage and strength. But mere show of patriotism makes people narrow minded and selfish. People devoid of patriotism do not hesitate to plot against the country. So we all should avenge them.

০৫। The great defect of civilization is that it does not know how to utilize the knowledge. Science has given us unlimited power but we are wasting it. For example we can say about machinery. Machines were invented to serve people but now people have become some much dependent on machines that it has become the masters of them now. Now we can not work, even play without the help of machines. Now it has become must for the people to take care of the machinery.

০৬। Modern science is teaching us that no one can live alone. Co-operation between individuals and between the families is essential to the life of a man. Greater co-operation between nations is essential for continuing life on earth.

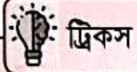
০৭। Know thyself was his motto and the chief point of his doctrine was that everyone should acquire knowledge. From knowledge, he said, come virtue and goodness, from ignorance comes all that is evil. He argued that no man willingly choose what is evil; he does evil out of ignorance; therefore the chief aim of them should be to acquire knowledge.

০৮। The great problem in Bangladesh is the political restlessness. Political stability encourages and mobilizes the motion of development. No plan is implemented for the frequent changes of decision. As a result, the country is left in that abyss of darkness where it was.

০৯। The World is like a looking glass, if you smile, it smiles, if you frown it frowns back. If you look at it through a red glass, all seems red and rosy. If through a blue, all blue, if through a smoked on all dull and dirty.

১০। Social value refers to norms or forms of behavior that are widely acceptable and admirable in the society. It also refers to the life style people think that they should adopt. In the past honesty, sincerity, truthfulness, piety, fellow-feeling etc., were considered to be social values. Adopting unfair means in any walk of life for any reason whatsoever was regarded as evil. People treated to keep themselves away from all sort of malpractices and misdeeds.

প্রশ্ন নং ০৮ দিনলিপি লিখন ও প্রতিবেদন রচনা



- প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া হৃদয়স্পর্শী বা স্মরণীয় ঘটনাগুলো দিনলিপিতে লিখে রাখার অভ্যাস আমাদের নিজেদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং একইসাথে জীবন বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণে সাহায্য করে। অপরদিকে, প্রতিবেদন রচনার অনুশীলন আমাদের সুস্পষ্ট ও সুসংহতভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ০৮ নং প্রশ্নে দিনলিপি অথবা প্রতিবেদন রচনা করতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- দিনলিপি লিখন অংশটি তোমাদের কাছে নতুন। দিনলিপিতে তোমার ব্যক্তিগত মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে। তাই দিনলিপি লিখতে হয় সহজ–সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়।
- এ প্রশ্নের 'অথবা' অংশে থাকে প্রতিবেদন রচনা–যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামো, সঠিক তথ্য, উপস্থাপনা ও পরিবেশনারীতি এবং নির্দিষ্ট আকার। সংবাদ প্রতিবেদন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো অবলম্বন করতে হবে। প্রতিবেদন অবশ্যই তথ্যসমৃদ্ধ এবং উপযোগী ভাষায় রচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কাঠামোর প্রতিটি অংশই উল্লেখ করতে হয়।
- সুতরাং প্রতিবেদনের কাঠামো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে দিনলিপি অংশের উত্তর করাই শ্রেয়।

দিনলিপি লিখন

দিনলিপির আভিধানিক অর্থ হলো রোজনামচা বা দিনপঞ্জি। আমরা আমাদের প্রতিটি দিন যেভাবে অতিবাহিত করি বা সারাদিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি তা লিখে প্রকাশ করাকেই দিনলিপি বলে।

❖ দিনলিপি রচনার নিয়ম:

- দিনলিপি সহজ-সরল ভাষায় লিখতে হবে। এর ভাষা হবে আকর্ষণীয় ও মাধুর্যপূর্ণ।
- দিনলিপি লেখার শুরুতেই পৃষ্ঠার বামপাশে উপরে তারিখ ও বারের নাম উল্লেখ করতে হবে।
- দিনলিপিতে কোনো ঘটনা বর্ণনার সময় ঘটনার সময়, স্থান, পরিবেশ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।
- দিনলিপি লেখার আগে মনে মনে একটি খসড়া চিত্র দাঁড় করিয়ে নিলে ভালো হয়। সারাদিন যেভাবে অতিবাহিত হয়েছে তা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লেখা ভালো।
- দিনলিপিতে নিজের অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা যায়।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। তোমার কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে একটি দিনলিপি রচনা কর। [দি. বো.'১৯, রা.বো.'১৭]

কলেজের প্রথম দিনের দিনলিপি

২রা জুলাই ২০২৩, রবিবার

রাত ১০টা ১০ মিনিট

এখনো যেন মনে হয় এইতো সেদিন বাবার সাথে হাঁটি হাঁটি পা পা করে স্কুলে গেলাম। অথচ সময়ের পরিক্রমায় সেই স্কুল জীবন শেষ হয়ে গেল, কলেজে পদার্পণ করলাম। আর আজকে ছিল আমার কলেজ জীবনের প্রথম দিন। সকাল থেকেই চঞ্চল মন আমাকে বারবার অস্থির করে তুলছিল। কোনোভাবেই শান্ত হতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি বিরাজ করছিল। আমি মনটাকে স্থির রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু লাভ হলো না। উত্তেজনায় সকালের নাস্তাও করতে ইচ্ছা করছিল না। নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন পরিবেশে কীভাবে মানিয়ে নেব তা ভেবে বার বার চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলাম। এসময় মা নাস্তা নিয়ে এলেন। জোর করে খাইয়ে দিতে দিতে বললেন, আজকে তোর কলেজের প্রথম দিন, দোয়া করি অনেক বড় হ। মায়ের কথা শুনে নিমিষেই আমার সব ভয়-জড়তা কেটে গেল। আমি নাস্তা খেয়ে তৈরি হয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সকাল নয়টায় কলেজ। আমি সাড়ে আটটায় বের হলাম। কলেজে পৌঁছে কেমন জানি এক অজানা ভালো লাগায় মন ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেও নতুন পরিবেশ কেমন হবে ভেবে যে আমি চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলাম, কলেজে ঢোকার পর সেই আমারই মনে হতে লাগল এই পরিবেশ যেন আমার কত আপন, কত চেনা! পৌঁছিয়েই আমি আমার স্কুলের যে বন্ধুরা এই কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাদের কল করলাম। তারপর সবাই মিলে একসাথে ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমাদের প্রথম ক্লাসটি নিতে এসেছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়। তিনি আমাদের কোনো বিষয় পড়ালেন না, বরং ছাত্র–জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করলেন। সময়ের স্রোতে গা না ভাসিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে উৎসাহিত করলেন। এরপর রুটিনমাফিক ক্লাস শুরু হল। বাংলা ক্লাস। বই আমার আগেই কেনা ছিল। গল্পগুলো মোটামুটি পড়াও ছিল। কিন্তু স্যার প্রথম গল্পটি যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, তাতে মনে হলো যেন প্রথমবার গল্পটি সম্পর্কে জানলাম। প্রথম ক্লাসেই আমি স্যারের ভক্ত হয়ে গেলাম। আরও দুটি ক্লাসের পর বিরতি দিল। তখন আমি ও আমার বন্ধুরা মিলে কলেজটি ঘুরে দেখতে বের হলাম। প্রথমেই কলেজের বিশাল মাঠ আমার নজর কাড়ল। মাঠের এক পাশে রয়েছে ছাত্র-হল যেখানে দূরের ছাত্ররা থাকে। অপরপাশে রয়েছে জিমনেশিয়াম। একেবারে সোজা সামনে আছে একটি পুকুর যেখানে লাল পদ্ম-ফুল ফুটে ছিল। সবকিছু দেখে খুবই ভালো লাগল। যেহেতু আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, তাই খুঁজতে লাগলাম আমাদের ল্যাবরেটরি কোথায়। অবশেষে পেয়েও গেলাম। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের জন্য আলাদা ভবন এবং সেই ভবনগুলোতে ল্যাবরেটরির জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে জেনে খুবই খুশি হলাম। যদিও ক্লাস ব্যতীত আমাদের ল্যাবের ভেতরে ঢোকার অনুমতি ছিলনা তাই ঘোরাঘুরি শেষ করে আবার ক্লাসে গেলাম। আরও দুটি ক্লাস বাকি ছিল। সেগুলোও ভালোভাবে শেষ করলাম। এরই মাঝে বেশ কিছু নতুন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয় হলো। ফোন নম্বর আদান-প্রদান করলাম। অবশেষে কলেজের প্রথম দিন শেষ করে বাসায় ফিরলাম।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম, কলেজের জীবন স্কুল জীবনের তুলনায় অনেক স্বাধীন। এখানে চাইলেই অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু শিক্ষকদের কথা থেকে এটাও বুঝেছি যে, কলেজ জীবনের সময়টা অনেক মজার এবং একই সাথে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি রচিত করবে। তাই সময় অপচয় না করে আমাকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হতে হবে। প্রথম দিনের এই শিক্ষাটি আমার মনে গেঁথে গেল। সাথে প্রথম দিনের আনন্দঘন স্মৃতিগুলো বারবার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। লিখতে থাকলে এ লেখার শেষ হবে না। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতি আমার স্মৃতির পাতায় অমলিন থাকুক।

০২। মনে কর, কোনো একটি বইমেলা তোমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেই বইমেলার কথা উল্লেখ করে একটি দিনলিপি লেখ। [দি. বো.'১৭]

একটি স্মরণীয় বইমেলা

২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বৃহস্পতিবার
রাত ১১টা ১৫ মিনিট

কথায় আছে বালাদেশে বারো মাসে তোরো পার্বণ। আর এসকল উৎসব পার্বণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় নানা রকম মেলার। তবে একটি মেলা আছে যা অন্য সকল মেলা থেকে ব্যতিক্রম। আর সেটি হলো একুশের বইমেলা। প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে এ মেলার আয়োজন করা হয়। বইপ্রেমীদের কলরবে এই একমাস মুখরিত থাকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। এ বছর আমারও সুযোগ হয়েছিল এ মেলায় যাবার। এস.এস.সি পরীক্ষা শেষে অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই আমাকে ঢাকা ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালো। আমিও রাজি হয়ে গেলাম। ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসলাম শহরে, ভাইয়ার হলে উঠে পড়লাম। দু-একদিন এদিক সেদিক ঘোরাঘুরির পর ভাইয়া জিজ্ঞেস করলো মেলায় যেতে চাই কি-না। আমিতো এক কথায় রাজি। পরদিন রওনা দিলাম মেলায়। মেলা প্রাঙ্গণ ভাইয়ার হল থেকে পনের মিনিটের হাঁটা পথ। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেলাম মেলায়। একসাথে এত বইয়ের দোকান দেখে আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম। কোন স্টল ছেড়ে কোন স্টলে যাব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। ভাইয়া বললেন, এবারের মেলায় তাঁর এক বন্ধুর লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। শুনে তো আমি অবাক। ভাইয়ার সাথে প্রথমে সেখানেই গেলাম। ভাইয়ার বন্ধুর সাথেও দেখা হলো। তিনি আমার সাথে এমনভাবে কথা বললেন যেন আমি তাঁরও ছোটো ভাই। নিজেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল তখন একজন সত্যিকারের লেখকের সাথে কথা বলছি ভেবে। তবে আমার অবাক হওয়ার তখন মাত্র শুরু। একটু দূরেই নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে গিয়ে তো আমি পুরো অবাক। আয়মান সাদিক, সাদমান, সাদিক ভাইয়া, মুনজারিন শহিদ আপু, তাহসান খান- সবাইকে একসাথে সেখানে দেখে আমি তো পুরো থ। পরে জানলাম বিশেষ এক আমন্ত্রণে তাঁরা সকলে একসাথে এসেছেন এখানে। এতসব পরিচিত মুখের ভিড়ে একটি মুখ আমার কাছে কৌতূহল জাগালো। মনে হচ্ছিল কোথায় যে তাঁকে দেখছি। হঠাৎ করে মনে পড়ল ইনিতো সেলিনা হোসেন। যার লেখা উপন্যাস আমি আমার সহপাঠ বইতে পড়েছি। তাঁর সাথে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাতে তিনিও রাজি হলেন। ছবি তোলা শেষ হলে আমরা আরও কিছু স্টল ঘুরলাম। সেবার স্টল থেকে অনুবাদের বই, আগামী প্রকাশনী থেকে হুমায়ুন আহমেদের বই, বাংলা একাডেমির স্টল থেকে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ আরও অনেক বই কিনলাম। এরপর আইসক্রিম কিনে খেতে খেতে ভাইয়ার হলে ফেরত আসলাম। প্রবাদ আছে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। কিন্তু অধিক সুখে কী হয় আমার জানা নেই। তবে যা-ই হোক,আমার মনের অবস্থা আজকে সেটাই। এরপর আরও দু-তিনবার মেলায় গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রথমদিনের অনুভূতি আমার মনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমাকেও কলেজ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে, যেন প্রতিটি বইমেলায় যেতে পারি।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ সম্পর্কিত দিনলিপি লেখ। [কু. বো.'১৯]
০২। তোমার কলেজে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের একটি দিনিলিপি প্রস্তুত কর। [সকল. বো.'১৮]
০৩। পয়লা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের উপর একটি দিনলিপি লেখ। [ব. বো.'১৭]
০৪। লঞ্চডুবির ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি লেখ। [য. বো.'১৭]
০৫। একটি গ্রাম্যমেলা দেখার অনুভূতি ব্যক্ত করে দিনলিপি রচনা কর। [কু. বো.'১৭]

০১। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত কোনো জনপদ পরিদর্শন শেষে একটি দিনলিপি রচনা করো।

১৭ই নভেম্বর ২০০৭, শনিবার
রাত ০৮টা ৩৫ মিনিট

ক্বী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। গত রাতে লেখার সুযোগ পাইনি। প্রকৃতির হিংস্রতার কাছে মানুষ যে কত অসহায় তা গতরাতে টের পেয়েছি। সারাটা দিন ধরেই হালকা বাতাস ও বৃষ্টি ছিল। তবে রাত দেড়টার দিকে ঘূর্ণিঝড় সিডর যেন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাইরে থেকে শুধু বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ কানে আসছিল। তবে মাঝে মাঝে এই শোঁ শোঁ শব্দ ছাপিয়েও অসহায় মানুষের চিৎকারের শব্দ আসছিল কানে। রাতে বের হবার সাহস পাইনি। কিন্তু সকাল হতে আর নিজেকে আটকাতে পারলাম না। এলাকার অবস্থা দেখতে বেড়িয়ে পড়লাম। ঘূর্ণিঝড়ে সব এলাকার কম-বেশি ক্ষয়ক্ষতি হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীসংলগ্ন আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামটি। স্বচক্ষে গ্রামটির অবস্থা দেখার জন্য সেদিকে রওনা হলাম। যাবার পথে এবং সেখানে পৌঁছার পর প্রকৃতির হিংস্রতা আরও একবার প্রত্যক্ষ করলাম। অনেকের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, মানুষের সাথে পশু-পাখি আশে পাশে মরে পড়ে আছে। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গেছে ও খুঁটি ভেঙে পড়ে আছে। গাছপালা উপরে পড়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। নলকূপগুলোও অকেজো হয়ে পড়েছে, ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দিয়েছে। গৃহহারা মানুষগুলো খোলা আকাশের নিচে ছোটাছুটি করছে, ঝড়ে উড়ে যাওয়া ঘরের চালের টিন খুঁজে আনতে ছুটছে কেউ কেউ। গৃহপালিত পশুর মৃত দেহগুলো আস্তে আস্তে গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। কোথা থেকে এক ঝাঁক কাক ও শকুনের দল এসে গাছের ডালে বসেছে মৃত দেহগুলো খাবে বলে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো সবাই একসাথে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আছে। তাদের মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। এরই মাঝে কেউ কেউ সাহস করে কাজ শুরু করেছে। কেউ গাছপালা সরাতে চেষ্টা করছে, কেউ অন্যদের সাহায্য করছে। যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও আস্তে আস্তে ফিরে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে সকলেই দিশেহারা, বাকরুদ্ধ। কারোরই সম্বল বলতে আর কিছু নেই। সকলেই গৃহহীন, কর্মহীন এবং খাদ্যহীন। তাদের জীবন ও জীবিকা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। ফসলের ক্ষেত, গৃহপালিত পশু, সঞ্চয়ের সম্পদ সবকিছু চলে গেছে সমুদ্র গর্ভে। দুপুরের দিকে নানা জায়গা থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। সারাটাদিন ধরে চেষ্টা চালালাম ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করায়। কাজ শেষ করে মাত্রই বাসায় ফিরেছি। মনে হলো সবকিছু লিখে রাখি। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বাইরে যাব। আমার নিজের বাড়িতেও বেশকিছু কাজ বাকি। আগামীকাল সম্ভব হলে আরও একবার গ্রামটিতে যাব। আপাতত প্রার্থনা করছি, এরকম দুর্যোগের কবলে আর কাউকে যেন পড়তে না হয়।

০২। তোমার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি দিনলিপি রচনা কর।

রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপনের দিনলিপি

২৫শে বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার
রাত ১১টা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ ১৬২তম জন্মবার্ষিকী। দিনটি যেমন বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমার ব্যক্তিগত জীবনেও আজকের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রিয় কবি। আজকের তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শহরের নানা জায়গায় নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হলেও আমার কলেজে আয়োজিত হয় সবচাইতে 'বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার'। রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজনে ছিল কলেজ প্রাঙ্গনে নতুন স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির পর্দা উন্মোচন, আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রদর্শন। আজকে আলোচক হিসেবে অন্যান্যদের সাথে ছিলেন কলকাতার শান্তিনিকেতন থেকে আগত শ্রী ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত। তাঁর বাচনভঙ্গি এত চমৎকার ছিল যে, টানা দুই ঘণ্টা তাঁর ভাষণ শুনেও আমি বিরক্তবোধ করিনি। তাঁর কথা থেকেই জানতে পারলাম, বর্তমান যুগে যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার জন্য ড.ইউনুস নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদের বাংলাদেশেরই প্রত্যন্ত এক অঞ্চল, আত্রাইয়ের পতিসরে সেই ক্ষুদ্র ঋণদান ব্যবস্থা অনেক আগেই শুরু করেছিলেন। সারা দিনব্যাপী শত শত লোকের আগমনে কলেজ প্রাঙ্গন ছিল মুখরিত। বিকাল ৩টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে কলেজের নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে আগত শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনায় সকল দর্শক মুগ্ধ হয়। আমিও এ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতাটি আবৃত্তি করি। আবৃত্তি শুনে যখন সকল দর্শক হাততালি দিচ্ছিল, তখন আনন্দে আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। এরপর ৫ টায় শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়।

আজকের অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সাতটার শেষ হয়েছে। এক বুকভরা আনন্দ ও প্রশান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছি আমি। আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আগামীকালের অনুষ্ঠানে যাওয়ার।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। তোমার কলেজে সদ্য সমাপ্ত বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কিত দিনলিপি রচনা কর।
০২। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনলিপি রচনা করো।
০৩। এক মুক্তিযোদ্ধার দিনলিপি বা রোজনামচা রচনা কর।
০৪। যৌতুকের পীড়নে অতিষ্ঠ একজন গৃহবধুর দিনলিপি রচনা কর।
০৫। "আজ তোমার জন্মদিন" এ বিষয়ের উপর একটি দিনলিপি লেখ।
০৬। তোমার জীবনে কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে তার বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি বর্ণনা কর।
০৭। সুন্দরবন ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।
০৮। একজন বড় সাহিত্যিকের সান্নিধ্য পাওয়ার দিনটির একটি দিনলিপি লেখ।
০৯। তোমার কলেজে মহান 'একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২৩' উদ্‌যাপনের ঘটনা নিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।
১০। কলেজের 'বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি রচনা কর।

প্রতিবেদন

কোনো বিশেষ ঘটনা বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবরণী পেশ করাকে প্রতিবেদন বলে। অর্থাৎ, কোনো তথ্য বা ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই প্রতিবেদন।

❖ প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ:

(i) সংবাদ প্রতিবেদন: সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য কোনো ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনকে সংবাদ প্রতিবেদন বলে।

(ii) প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন: প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ঘটনা, স্থান, অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত যে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বলে। এটি আবার দুই প্রকার। যথা: (ক) তদন্ত প্রতিবেদন এবং (খ) কারিগরি প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের গঠন কাঠামো

একটি প্রতিবেদনে প্রধানত চারটি অংশ থাকে। যথা:
প্রতিবেদনের শিরোনাম, প্রতিবেদনের সূচনা অংশ, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু এবং প্রতিবেদকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর।
নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

০১. প্রতিবেদনের শিরোনাম : যেকোনো প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এর শিরোনাম। প্রতিবেদনের শিরোনাম অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে এর মূল বিষয়বস্তু অনুসারে। শিরোনামের মধ্যেই যেন প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আগাম ধারণা পাওয়া যায়, সে দিকটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছোটো ও সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যক।

০২. প্রতিবেদনের সূচনা অংশ: প্রতিবেদনের সূচনা অংশকে পরের অংশের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা সূচনা অংশ আকর্ষণীয় হলে, তবেই একজন পাঠক পুরো প্রতিবেদনটি পাঠ করতে আগ্রহী হবেন। সূচনা অংশটির আলোচনা হবে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও আকর্ষণীয়। সূচনা অংশ প্রতিবেদনের মূল প্রসঙ্গের দিকে খেয়াল রেখে রচনা করতে হবে, যেন প্রতিবেদনের অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

০৩. প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু : প্রতিবেদনের শিরোনাম অনুযায়ী এর বিষয়বস্তুতে তথ্যনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থাকতে হবে। প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুতে মূল কথাগুলো রেখে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথাগুলো বর্জন করতে হবে। কার নির্দেশে প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে, কী ধরনের প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে এবং তিনি কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলেছেন এসব দিকের অনুসন্ধানমূলক বিবরণ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে উল্লেখ করতে হবে ।

০৪. প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর: প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নাম-ঠিকানা ও স্বাক্ষর সংযুক্ত করতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদক যেসব প্রতিবেদন পাঠান সেসব প্রতিবেদনের শুরুতেই এসব বিষয় উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিবেদক প্রয়োজনে আলাদা কাগজে প্রতিবেদন লিখে জমা দিতে পারেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

গঠন-০১

প্রতিবেদকের নাম	:	
প্রতিবেদনের স্থান	:	
প্রতিবেদনের সময়	:	
প্রতিবেদনের তারিখ	:	

শিরোনাম

....

....

....

প্রেরক	প্রাপক	ডাকটিকিট

(আবশ্যক নয়)

গঠন-০২

শিরোনাম

....

....

প্রতিবেদকের নাম	:	
প্রতিবেদনের স্থান	:	
প্রতিবেদনের সময়	:	
প্রতিবেদনের তারিখ	:	

গঠন-০৩

শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, স্থান, তারিখ ....

....

স্বাক্ষর

গঠন-০৪

প্রতিবেদনের প্রকৃতি:
প্রতিবেদনের শিরোনাম:
সরেজমিন তদন্তের স্থান:
তারিখ ও সময়:
সংযুক্তি:

শিরোনাম

....

....

প্রতিবেদক-
নাম
স্থান

গঠন-০৫

শিরোনাম

নাম, স্থান, তারিখ ....

....

....

....

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন

গঠন-০১

তারিখ
বরাবর,
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
স্থান/ঠিকানা
বিষয়
মহোদয়/জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

শিরোনাম

....

....

....

বিনীত/নিবেদক/নিবেদিকা,
নাম
শ্রেণি

গঠন-০২

তারিখ
বরাবর,
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
স্থান/ঠিকানা
বিষয়:
মহোদয়/জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি কর্তৃক আদিষ্ট ....

....

....

বিনীত/নিবেদক/ নিবেদিকা
নাম
শ্রেণি

শিরোনাম

....

....

....

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ঢা.বো.,ব.বো.'২২]
অথবা, তোমার কলেজে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [ম.বো.'২২]

তারিখ: ০২-০৪-২০২১

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

রাজশাহী কলেজ,

রাজশাহী।

বিষয়: কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন।

সূত্র: আদেশ নং-রা.ক.-৪৪/০৯, তারিখ ২৮/০৩/২০২৩

জনাব,

২৮শে মার্চ ২০২৩ তারিখের স্মারক নং রা.ক.-৪৪/০৯ পত্রের আদেশক্রমে কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।

গত ২৬শে মার্চ ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজশাহী কলেজে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব ছিল 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন কমিটির ওপর। তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

অন্যান্য বারের তুলনায় এবারের আয়োজনেও কলেজের সকল স্তরের শিক্ষার্থী, বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ২৬শে মার্চ সকাল ৭টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আবদুল খালেক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব লতিফুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো হয়। এরপর কলেজের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ মাঠে এক বিশাল কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। সকাল দশটায় কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যে স্বাধীনতার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস ফুটে ওঠে।

তাঁদের বক্তব্য শেষ হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে কলেজের শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, কবিতা ও নাটক প্রদর্শন করে। বিশেষ করে কলেজের সংস্কৃতি পরিষদের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশনের সময় পুরো অডিটোরিয়াম মেতে ওঠে। এরই মাঝে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এবারের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে মোট খরচ হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা যার বিস্তারিত হিসাব কলেজের হিসাব শাখার পর্যালোচনা শেষে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

কলেজের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের সার্বিক অংশগ্রহণে এবারের অনুষ্ঠানটি অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাধীনতার চেতনা আরও দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়। অতিথিদের বক্তব্য শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের দেশ গঠনে কাজ করার প্রেরণা জোগায়। সর্বোপরি, এবারের অনুষ্ঠানটি ছিল অনেক বেশি সফল ও সার্থক।

প্রতিবেদক,

কানিজ সাবাতিনা

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ

রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

০২। তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি কর। [ঢা. বো.'১৯]

অথবা, তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

১২ জুন, ২০২৩

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

আনন্দমোহন সরকারি কলেজ,

ময়মনসিংহ।

বিষয় : কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

সূত্র স্মারক নং- আ.স.ক: ৩০০১/১৯২০

মহোদয়,

আপনার চিঠি নম্বর (আ.স.ক; ৩০০১/১৯২০; ১১ জুন, ২০২৩) মোতাবেক কলেজ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধানপূর্বক একটি প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতির জন্য পেশ করছি।

কলেজ গ্রন্থাগারটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে প্রয়োজনীয় বইপত্র ক্রয় না করায় এর আশানুরূপ সমৃদ্ধি সাধিত হয় নি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেক বাড়লেও তাদের প্রয়োজনের দিকটি হয়েছে উপেক্ষিত। কলেজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেও গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ ছিল কম। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকালে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক না থাকায় তা পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয় নি। রেজিস্ট্রারভুক্ত বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে গ্রন্থাগারে যে বই আছে তার সংখ্যার কোনো মিল নেই। কলেজে যেসব বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দেশি-বিদেশি বই নেই। পাঠ্যবই ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই নেই বললেই চলে।

বিগত তিন বছর ধরে গ্রন্থাগারে নতুন বা আধুনিক সংস্করণের কোনো বই কেনার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যদিও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাইব্রেরি ফান্ডের জন্য যে চাঁদা তোলা হয় তা (১,০০,০০০/-) দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত ফান্ডে পড়ে রয়েছে। বই কেনা বাবদ প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এছাড়া বইয়ের তালিকা তৈরিতে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়নি। দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রন্থাগারিক অনভিজ্ঞ বলে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়নি।

পুস্তকের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো সচেতনতা নেই। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বই ইস্যু করার ব্যাপারেও কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহের পৃষ্ঠাসমূহে কাটা ছেঁড়ার দাগ দেখা যায়। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও হই-হল্লার কারণে গ্রন্থাগারে বসে পড়াশোনার মতো কোনো পরিবেশ নেই। কতিপয় শিক্ষার্থীকে বিনা প্রয়োজনেও গ্রন্থাগারে বসে আড্ডা দিতে দেখা যায়। গ্রন্থাগারে মোট বইয়ের সংখ্যার কোনো বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। পুরাতন একটি পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও এর সঙ্গে বইয়ের কোনো মিল নেই। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থাগারটি ছাত্রছাত্রীদের তেমন কোনো উপকারে আসছে না।

সুপারিশ :

১. অতিসত্ত্বর প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগার নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারের সকল পুস্তকের হিসাব গ্রহণ করে দশমিক পদ্ধতিতে তালিকা তৈরি করতে হবে।
২. ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে আরও বইপত্র সংগ্রহ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে অধিকতর তৎপর হতে হবে। বইপত্র বাড়িতে ইস্যু করা এবং পাঠাগারে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্যে শিক্ষার্থীদের দু'ধরনের গ্রন্থাগার কার্ড ইস্যু করা দরকার।
৩. বই যাতে চুরি কিংবা প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যাওয়া না হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রন্থাগারের জন্যে স্বতন্ত্র তহবিল গড়ে তুলতে হবে এবং তাতে শিক্ষার্থীদের দেওয়া বার্ষিক চাঁদার যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৪. সর্বোপরি গ্রন্থাগারের সঠিক উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্যে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করে তার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলে গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিনীত প্রতিবেদক–

'খ'

একাদশ শ্রেণি, মানবিক বিভাগ

শাখা-ক, রোল: ১২২

আনন্দমোহন সরকারি কলেজ, ময়মনসিংহ।

০৩। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রবণতা বিষয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা কর। [য. বো.'১৯, সি. বো.'১৭]
অথবা, 'খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন লেখ।
অথবা, 'খাদ্যে ভেজাল' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

খাদ্যে ভেজাল: অসহায় মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা: ২ জুলাই, ২০২৩: জীবন ধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্য আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করে প্রাণের ধারা বজায় রাখে, কাজ করার শক্তি জোগায়। কিন্তু সেই খাদ্যেই যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে তবে তা দেহের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যে ভেজাল এখন আমাদের একটি বড় সমস্যা।

আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া হয়, যেমন চালে ধুলা, কাঁকর, ভুসি প্রভৃতি দেওয়া হয়। দুধে মেশানো হয় দূষিত পানি, তেল-ঘিয়ে মেশানো হয় চর্বিসহ নানা রকমের ক্ষতিকর জিনিস। মধুতে দেওয়া হয় ভেজাল, শুটকিতে মেশানো হয় কীটনাশক। শাক-সবজিতেও বিষাক্ত দ্রব্য মেশানো হয় যা জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ। মাছে দেওয়া হয় ফরমালিন, যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কলা, আম, আপেলসহ বিভিন্ন ফলে দেওয়া হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। গুঁড়ো হলুদ, মরিচ, জিরায় মেশানো হয় কাঠের গুড়ো, রং মিশ্রিত মাটি। লজেন্স, মিষ্টি, বিভিন্ন পানীয়তে রং মেশানো থাকে। নকল ঔষধ সেবন করেও মানুষ জীবনকে বিপর্যস্ত করছে।

ভেজাল খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন- কিডনির সমস্যা, লিভারের সমস্যা প্রভৃতি। গর্ভবতী মা ভেজাল খাবার খেয়ে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। ভেজালের কারণে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার মানুষের শরীরে বাসা বাঁধে। তাই ভেজাল একটি মারাত্মক সমস্যা। বিভিন্ন কারণে খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- ১. অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। ২. অধিক জনসংখ্যার চাপ। ৩. চাহিদার তুলনায় পণ্যের সরবরাহ কম। ৪. খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণে বি.এস.টি.আই. এর অবহেলা। ৫. ভেজাল সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন না করা। ৬. সরকারি তদারকির অপ্রতুলতা। ৭. অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া।

খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. ব্যবসায়ীদের অধিক মুনাফা লাভের মন-মানসিকতা ত্যাগ করা।
২. চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩. বি.এস.টি.আই. দুর্নীতি মুক্ত হওয়া।
৪. অপরাধীদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা রাখা এবং
৫. মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব পণ্যে ভেজাল হয় সে সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করা।

আমরা বাঁচব, সুন্দরভাবে বাঁচব। আমাদের প্রজন্মকেও বাঁচাবো। এজন্য ভেজালের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে। খাদ্যকে ভেজাল মুক্ত করার অঙ্গীকার নিতে হবে।

'ক'
স্বাক্ষর

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। 'তোমার এলাকার কোনো সড়কের দুরাবস্থার' উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [রা. বো.'২২]
০২। "মেঘনায় লঞ্চডুবি: ৩০০ জনের সলিল সমাধি" শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো। [চ. বো.'২২]
০৩। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [সি. বো.'২২]
০৪। তোমার দেখা 'একুশের বইমেলা' সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো। [য. বো.'২২]
০৫। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [কু. বো.'২২,রা.বো.,সি.বো.'১৯]
০৬। তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা কর। [দি.বো.'২২]
০৭। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ। [রা.বো.'১৯, সি. বো.'১৯]
০৮। তোমার দেখা একটি গ্রামীণ মেলার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি কর। [দি. বো.'১৯]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে ঢাকা শহরের যানজট ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, 'যানজট' সমস্যার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, তোমার শহরে যানজট সমস্যার উপরে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
অথবা, 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা' এ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	: সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদকের নাম	: 'জ'
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	: গুলিস্তান
প্রতিবেদন তৈরির সময়	: বিকাল ৫:০০ টা
প্রতিবেদন তৈরির তারিখ	: ১৫ জুন, ২০২৩
সংযুক্তি	: ৪ কপি ছবি

<u>অসহনীয় যানজট-জীবনের স্বাভাবিক গতি স্তব্ধ</u>

রাজধানী শহর ঢাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা এবং যানজটের কারণে জনজীবনে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। বিশেষ করে পুরান ঢাকার যানজট পথচারী ও সাধারণ যাত্রীদের জীবনযাত্রাকে করে দিয়েছে স্থবির। এখানকার সিদ্দিক বাজার, নয়াবাজার, চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, বাংলাবাজার, ইংলিশ রোড, নবাবপুর রোড, ধোলাই খাল, নারিন্দা, টিপু সুলতান রোডসহ নানা স্থানে ভয়াবহ যানজটের দৃশ্য নিত্যদিনের চিত্রে পরিণত হয়েছে।

পুরান ঢাকার বেশিরভাগ রাস্তা-ঘাটই ঔপনিবেশিক আমলে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে। অথচ এ এলাকাতেই গড়ে উঠেছে দেশের বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালতসমূহ। প্রতিদিন সারাদেশ থেকে অসংখ্য লোক নানা প্রয়োজনে এসব স্থানে যাতায়াত করে। এমনিতেই এসব এলাকায় বসবাস করে মাত্রার চেয়ে দশ গুণ বেশি লোক। তার উপর বাইরের লোকের আগমনে রাস্তাঘাটে যেন তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না। আগন্তুক লোকেরা যাতায়াত ও মালামাল বহনের কাজে ব্যবহার করে বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি, মাইক্রো, রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি অসংখ্য যানবাহন। সীমিত পরিসরের রাস্তাঘাটে এ বিপুল পরিমাণ যানবাহনের সংকুলান না হওয়ায় প্রতিদিন সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট।

নাগরিক জীবনে মানুষের কাজ অন্তহীন। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মানুষ ছুটে চলে তার জীবন ও জীবিকার তাগিদে। ছাত্র-ছাত্রীরা যায় স্কুল-কলেজে, চাকরিজীবীরা যায় অফিস-আদালতে, শ্রমিকরা যায় কল-কারখানায়। কিন্তু রাস্তায় নামলেই যানজট দৈত্যের মতো সকলের পথ আগলে দাঁড়ায়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো দায় হয়ে ওঠে। শহরের অপ্রশস্ত ও সংকীর্ণ রাস্তার ফুটপাতগুলো জুড়ে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকানপাট। স্থানে স্থানে রাস্তা দখল করে ট্রাক, রিকশা ও রিকশাভ্যানের গ্যারেজ ও মেরামতখানা গড়ে উঠেছে। পার্কিং করার স্থানের স্বল্পতার কারণে, যেখানে-সেখানে যাত্রী ও মালামাল ওঠানামা করার ফলে সাধারণ যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এতে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ যানজট। দশ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করতে সময় লাগে এক ঘণ্টারও বেশি। এতে যেমন একদিকে দেশের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে অপরদিকে হারিয়ে যাচ্ছে অতি মূল্যবান সময়। এর অর্থমূল্য নির্ণয় করা গেলে দেখা যেত প্রতিদিন দেশ কী বিশাল অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

যানজট কমানোর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ নেওয়া যেতে পারে :

০১। অবৈধ রিকশার দৌরাত্ম্য কমাতে হবে;
০২। যত্রতত্র গড়ে ওঠা এলোপাতাড়ি বাজার, মার্কেট–বিপণী বিতান উচ্ছেদ করতে হবে।
০৩। যত্রতত্র যানবাহন থামিয়ে লোক ওঠানামা করানো যাবে না।
০৪। অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে হবে।
০৫। ফুটপাতগুলোকে হকারমুক্ত করতে হবে।
০৬। বেশিরভাগ রাস্তাকে ওয়ানওয়ে করা ও ক্রসিং কমিয়ে দিতে হবে।
০৭। রাজধানীতে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।
০৮। যেকোনো স্ট্রাকচার নির্মাণের আগে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে বহুমুখী ফ্লাইওভার (ইন্টারসেকশন ট্রাফিক সিস্টেম) নির্মাণ করতে হবে, যাতে যেকোনো মোড়ে কোনো গাড়ি ট্রাফিক সিগন্যাল ছাড়া চলতে পারে।

০৯। এছাড়া ট্রাফিক সিগন্যাল বাতিগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে না চালিয়ে প্রতিটি পয়েন্টে উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ অথবা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম করলে কিছুটা যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

১০। শহরের ব্যস্ত এলাকার বাস টার্মিনাল উঠিয়ে দিতে হবে।

১১। রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানাগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করতে হবে।

১২। শহর থেকে কিছু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

১৩। পাতাল রেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বোপরি যানজট নিরসনের অন্যতম কৌশল হিসেবে সংযোগ স্থাপন বাড়াতে হবে। এর বাস্তব সুফল দেখা গেছে পান্থপথ টু মিরপুর রোডের সংযোগ সড়কের মাধ্যমে।

বহুল আলোচিত ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণে স্থবিরতা দূর করতে হবে। রাজধানী ঢাকার নাগরিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল ও গতিশীল করে তুলতে নগরীর এই যানজট সমস্যার অবশ্যই সমাধান করতে হবে। যদি এমনতর পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী ঢাকা তার বাসযোগ্যতা হারাবে। যানজট সমাধানকল্পে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি অনেক হয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও সময়োপযোগী সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন। আমার মনে হয় এটা এমন কোনো সমস্যা নয় যা সমাধান করা একেবারেই অসাধ্য।

প্রেরক,	প্রাপক, ডাকটিকিট
নাম :	নাম :
ঠিকানা :	ঠিকানা :

০২। তোমার দেখা একটি সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখ।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন/বিশেষ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত
সরেজমিনে তদন্তের স্থান	:	পলাশবাড়ি
প্রতিবেদন তৈরির সময় ও তারিখ	:	১২ মে ২০২৩, বিকাল ৫টা
সংযুক্তি	:	সড়ক দুর্ঘটনার ছবি-১০টি

গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনা: ৭ জন নিহত

গতকাল বুধবার ভোরে গাইবান্ধা-রংপুর মহাসড়কের পলাশবাড়ী মোড়ে মুখোমুখি দুটি বাস দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহতসহ অর্ধ-শতাধিক লোক আহত হয়।

বুধবার সকালে রংপুর থেকে ছেড়ে আসা 'আল হামরা' রংপুর ক-২৪২৯ নং বাসটির গাইবান্ধা থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রংপুর ক-২৪২৯ বাসের ৪ জন যাত্রী এবং অপর বাসটির ৩ জন যাত্রী নিহত হয়। আহত হয় প্রায় অর্ধ-শতাধিক যাত্রী। আহত যাত্রীদেরকে প্রথমে স্থানীয় পলাশবাড়ী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং পরে কিছুসংখ্যক যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুমূর্ষু ২৭ জন যাত্রীকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

আশঙ্কাজনক কয়েকজন যাত্রীর পরিচয় পাওয়া গেছে। এরা হচ্ছে- ১. আব্দুল মালেক (৩২) পিতা: জয়নাল আবেদীন, গ্রাম: নাকইহাট, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ২. নকুল চন্দ্র পাল (২৫), পিতা: পদ্মলোচন পাল, গ্রাম: ভাদাই, থানা: পলাশবাড়ি, জেলা: গাইবান্ধা, ৩. শিল্পী মজুমদার (২৪), পিতা: শান্তিরঞ্জন মজুমদার, গ্রাম: দারিয়াপুর, থানা: গাইবান্ধা। নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গেছে। এরা হচ্ছে ১. ফজলুর রহমান (২৭), পিতা: হোসেন মোল্লা, গ্রাম: আহম্মদপুর, থানা ও জেলা: নাটোর, ২. আবুল বাশার (২৯), পিতা: রোকনুজ্জামান খান, গ্রাম: দুলাই, থানা: সুজানগর, জেলা: পাবনা। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, আহত যাত্রীদের জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজন। আগ্রহী রক্তদাতাগণকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রক্ত দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুর্ঘটনা-কবলিত বাস দুটি সরিয়ে ফেলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। এর ফলে উভয় দিকের যানচলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক ঘণ্টা পর যান চলাচল সচল করা হয়।

ঐ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, গাড়িটির ফিটনেস ছিলো না। আহত একজন যাত্রী জানিয়েছে রংপুর থেকে আগত বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়।

জানা গেছে, দুর্ঘটনা কবলিত বাস দুটিতে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই ছিল। বাসের ভেতরে গাদাগাদি করা লোক ছাড়াও বাসের ছাদও ছিল লোকে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে ছিল মুরগির খাঁচাসহ অন্যান্য মালপত্র। এ ব্যাপারে পলাশবাড়ী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পুলিশ দ্রুত তদন্ত কাজ শুরু করেছে বলে জানা গেছে। হেলপারসহ ড্রাইভার দুইজনই পলাতক রয়েছে।

প্রতিবেদক –
'খ'
পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা।

প্রেরক	প্রাপক
	ডাকটিকিট
নাম : 'খ'	নাম : 'অ'
ঠিকানা : পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা	ঠিকানা : 'আ'

০৩। 'পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চাই বৃক্ষরোপণ' এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

পরিবেশ বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ৬ আগস্ট, ২০২৩ ॥ সৃষ্টির ঊষালগ্নে মানুষ বাস করতো অরণ্য প্রকৃতির ছায়া-সুনিবিড় কোলে। তখন প্রকৃতিতে বিরাজ করতো পূর্ণ ভারসাম্য। প্রকৃতি মায়ের অফুরন্ত দানে পুষ্ট হয়ে তখনকার মানুষ এগিয়ে যায় সভ্যতার পানে। তারপর একদিন সভ্যতা এলো তার বিজয় রথে আসীন হয়ে; অরণ্যচারী যাযাবর মানুষ গড়ে তুললো নগর সভ্যতা। সভ্যতা যতই প্রসারিত হয়েছে, মানুষ ততই প্রকৃতির জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। মানুষ নিজ হাতে নির্মূল করছে তার শৈশব সভ্যতার সঙ্গী তরুরাজিকে। নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ওয়ার্ল্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতে, বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব-পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের অস্তিত্বের জন্য দরকার গাছপালা। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রক্ষা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। গাছপালার অভাবে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে ভূমিক্ষয়, ঊষরতা, বৃষ্টিহীনতা। তাই সময় থাকতেই এ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কোনো একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সে দেশের মোট আয়তনের শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি একান্ত আবশ্যক। সে তুলনায় আমাদের দেশের ১৪% বনভূমি সত্যি অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছকাটা হচ্ছে, সেখানে লাগানো হচ্ছে একটি গাছ। ফলে বাস্তবে বনভূমি বাড়ছে না। দুঃখের বিষয়, গত একশ বছরে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধনের ঘটনা ঘটছে। ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনেরবেলা দুঃসহ গরম আর রাতে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লক্ষণ মরুকরণ প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার একমাত্র উপায় নয়, এটি গরিব জনসাধারণের অনেক চাহিদাই পূরণ করে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার ভূমিকাও পালন করে। এছাড়া বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একজন মানুষ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। একথা স্মরণ রেখেই দেশের প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরিক হওয়া উচিত। কারণ বৃক্ষই জীবন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয়, অরণ্য সম্প্রসারণেরও কাজ চলছে। তাই বলতে হয়, 'বৃক্ষরোপণ' শুধু প্রকৃতিকে ভালোবাসার স্মারক নয়, এ হলো মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার এক অনন্য প্রয়াস।

'ক'
স্বাক্ষর



০৪। **একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার একটি প্রতিবেদন।**

২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বরাবর,
অধ্যক্ষ,
হাজীগঞ্জ মডেল কলেজ,
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

বিষয় : একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন।

সূত্র: স্মারক নং-খ. /০২/২১ তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

জনাব,

আপনার আদেশক্রমে (আদেশ নং-খ, ক/০২/২১) এ বছর মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার একটি প্রতিবেদন তুলে ধরছি।

হাজীগঞ্জ মডেল কলেজে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলকক্ষ্যে হাজীগঞ্জ কলেজে বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোর ৬টায় প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ প্রভাতফেরিতে নেতৃত্ব দেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। এতে মাইকের ব্যবস্থা ছিল। সকলের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় একুশের সেই গান–"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।" এসময় সবার বুকেই কালো ব্যাজ শোভা পাচ্ছিল।

সকাল ৭টায় কলেজ চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ প্রথম পুষ্প অর্পণ করেন। পরে শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে পুষ্প অর্পণ করা হয়। এ সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে এবং কালো পতাকা উত্তোলিত হয়। এ সময় এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে মহান ভাষা আন্দোলনের শহিদদের আত্মার মাগ্‌ফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন কলেজের ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক মো: ইকবাল হোসেন।

সকাল দশটায় কলেজ অডিটোরিয়ামে 'একুশে ফেব্রুয়ারি এবং আমাদের সমাজভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ এতে সভাপতিত্ব করেন। প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. বোরহান কবির। পঠিত প্রবন্ধটির ওপর কলেজের তিনজন অধ্যাপক আলোচনায় অংশ নেন। আশানুরূপ ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সেমিনারটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিকেল ৩টায় শুরু হয় একুশের কবিতা আবৃত্তি ও সংগীতানুষ্ঠান। কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে তাদের নিজের লেখা কবিতা পাঠ করে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি কবিতা শিল্পোত্তীর্ণ। অনেকেই আবৃত্তি করে বিশিষ্ট কবিদের বিখ্যাত কবিতা। এরপর শুরু হয় গান। দেশাত্মবোধক গানের আমেজে পুরো অডিটোরিয়াম মেতে ওঠে।

এবারের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানমালা অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত পথ বেয়েই আমরা অর্জন করি আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা। যে চেতনা বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস হিসেবে ধরা দেয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

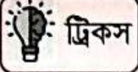
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল, তা ছিল সফল এবং সার্থক। এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রতি বছরই উদ্‌যাপন করা দরকার।

প্রতিবেদক,
আশফিকুর রহমান সুখক
দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান বিভাগ,
হাজীগঞ্জ কলেজ, চাঁদপুর।

◆ **সম্ভাব্য প্রশ্ন**

০১। 'সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অমার্জনীয়' শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০২। তোমার কলেজে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৩। ভূমিকম্প ও তার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৪। দুর্নীতি ও তার প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৫। ডিশ এন্টেনার সুফল ও কুফল সম্পর্কে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৭। তোমার কলেজে অনুষ্ঠিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৮। কলেজে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
০৯। শিশু নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।
১০। শীতার্ত মানুষের দুঃসহ জীবন যাত্রার ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
১১। বানভাসি মানুষের আহাজারি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।
১২। যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।
১৩। সম্প্রতি দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

প্রশ্ন নং ০৯ বৈদ্যুতিন চিঠি ও আবেদন পত্র


ট্রিকস

➢ প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের কাজকর্ম কাগজ-কলম থেকে পরিবর্তিত হয়ে যান্ত্রিক রূপ লাভ করেছে। ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি তারই একটি রূপ। অপরদিকে, আবেদনপত্র সাধারণত চাকরি, ছুটি বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রচনা করা হয়ে থাকে। আবেদনপত্র রচনার অভ্যাস আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

➢ ০৯ নং প্রশ্নে থাকে ই-মেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) অথবা আবেদনপত্র। এ অংশের পূর্ণমান ১০।

➢ বৈদ্যুতিন চিঠির প্রশ্নে ব্যক্তিগত চিঠি, আবেদনপত্র, আমন্ত্রণপত্র, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র প্রভৃতি বিষয় লিখতে বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন চিঠির নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে হয়।

➢ আবেদনপত্রের অংশে প্রাতিষ্ঠানিক আবেদন পত্র যেমন, চাকরির আবেদনপত্র, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র ইত্যাদি লিখতে বলা হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয় অনুসারে নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবেদনপত্র লিখতে হয়।

➢ আবেদনপত্র অথবা বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার সময় চেষ্টা করবে খাতার বাম পাশের পৃষ্ঠায় লেখা শুরু করার যাতে উত্তরটি বড় হলে ডান পাশের পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে পার–যা উত্তরপত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলবে।

বি.দ্র. আবেদনপত্র ও বৈদ্যুতিন চিঠি-এ দুটি অংশের নম্বর মূলত নির্ভর করে এর গঠন কাঠামোর ওপর। বৈদ্যুতিন চিঠির ক্ষেত্রে সাধারণত কাঠামোটি সহজ হয় বলে এর উত্তর করা সহজ। তবে ই-মেইলের বিষয় যদি আবেদনপত্র হয় সেক্ষেত্রে সরাসরি আবেদনপত্র অংশের উত্তর করাই শ্রেয়।

বৈদ্যুতিন চিঠি

❖ বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার নিয়ম:

➢ ই-মেইল ঠিকানা লেখার সময় নাম বা নামের সংক্ষিপ্ত রূপ লেখার পর কোনো ফাঁকা না রেখে @ চিহ্ন, এর পর gmail.com বা yahoo.com বসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে .org ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক মেইল এর ক্ষেত্রে ঠিকানার শেষ অংশে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংক্ষিপ্তরূপে যুক্ত হতে পারে।

➢ From address এর ঘরে প্রেরকের এবং To address এর ঘরে প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।

➢ মেইলটি সম্পর্কে অন্য কাউকে জানাতে চাইলে Cc এর ঘরে তার ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে। কাকে কাকে পাঠানো হচ্ছে তা অন্য কাউকে জানাতে না চাইলে Bcc এর ঘরে তাদের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।

➢ Subject অংশে কোন বিষয়ের উপর ই-মেইলটি লেখা হচ্ছে তা অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে।

➢ Text অংশে মূল বার্তা বা চিঠিটি লেখা হবে। লেখার পূর্বে যথাযথ সম্বোধন এবং লেখার শেষে বিদায় সম্ভাষণ ব্যবহৃত হবে।

ফরম্যাট (ব্যক্তিগত ই-মেইল)

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০১

From:
To:
Cc:
Bcc :
Subject:
সম্ভাষণ, ... মূল বক্তব্য .... বিদায় সম্ভাষণ

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০২

From:
To :
Subject:
সম্ভাষণ, ... মূল বক্তব্য .... বিদায় সম্ভাষণ

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০৩

To:
Cc:
Bcc:
Sub:
সম্ভাষণ, ... মূলবক্তব্য .... বিদায় সম্ভাষণ

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০৪

তারিখ: ঠিকানা সম্ভাষণ, ...মূলবক্তব্য...................................... .... বিদায়সম্ভাষণ, ই-মেইল পাঠানোর জন্য ঠিকানা ও বিষয়:
প্রেরক:
প্রতি:
বিষয়:

ফরম্যাট (প্রাতিষ্ঠানিক ই-মেইল)

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০১

From:
To:
Cc:
Bcc:
Sub:
তারিখ: বরাবর,

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০২

To:
Cc:
Bcc:
Sub:
তারিখ: বরাবর, প্রতিষ্ঠান প্রধান

প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
সম্ভাষণ,
....
... মূলবক্তব্য...
....
বিনীত/নিবেদক
নাম
ঠিকানা

প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
সম্ভাষণ,
....
....মূল বক্তব্য...
....
বিনীত/নিবেদক
নাম
ঠিকানা

অথবা,

বৈদ্যুতিন চিঠির গঠন-০৩

From:
To:
Sub:
তারিখ: বরাবর, প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিষ্ঠানের নাম প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা বিষয়: সম্ভাষণ, ...মূলবক্তব্য... .... বিনীত/নিবেদক নাম ঠিকানা

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মনে কর, তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাও। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর একটি ই-মেইল লেখ। [রা. বো.'১৯]

উত্তর

From: abdc@gmail.com
To: registrar@du.ac.bd
Subject: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।

১৯ জানুয়ারি, ২০২৩
বরাবর,
রেজিস্ট্রার,
রেজিস্ট্রার ভবন,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।
বিষয়: বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে আবেদন।
জনাব,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২২-২৩ সেশনে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছু একজন শিক্ষার্থী। গত ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় আমি 'ক' ইউনিট থেকে ১২৩৩ নং মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া জানুয়ারির ২য় সপ্তাহে শুরু হবার কথা থাকলেও আমি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো সঠিক তথ্য জানতে পারিনি। তাই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ, ভর্তি ফরমের মূল্য, তা জমা দেবার পদ্ধতি, সাক্ষাৎকারের সময়সূচি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য জনাবের নিকট অনুরোধ করছি।
নিবেদক,
ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

০২। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে পরামর্শ জানিয়ে ছোট ভাইকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ। [য. বো.'১৯, ব. বো.'১৭]

উত্তর

To: ashik723@gmail.com
Cc:
Bcc:
Subject: ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল ও কুফল।

স্নেহের আশিক,

গতকালই বাবার ই-মেইল পেলাম। সেখান থেকে জানতে পারলাম তুমি নাকি ইদানীং ইন্টারনেটে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছো? বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা অকল্পনীয়। কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

যেহেতু তুমি একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী, সুতরাং, এর সম্পর্কে তোমার সু-স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এটি একটি বিশাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম যা সারা পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত। বিশ্বের হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। ফলে ইন্টারনেট থেকে আমরা যেকোনো তথ্যই অনেক সহজে জানতে পারি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও চাকরির আবেদন ফরম জমা দেওয়া, পণ্য কেনাবেচা করা, কোথাও ভ্রমণের জন্য বাস, ট্রেন বা প্লেনের টিকিট বুক করা, পণ্য কেনাবেচা করা কোনো ফাইল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো। কোনো দ্রব্যের মূল্য বা ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করা- প্রভৃতি সকল দরকারি কাজ ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনেক সহজেই করা যায়। এছাড়াও নানা বিনোদনমূলক কাজ যেমন- গান শোনা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি ইন্টারনেটের সাহায্যে করা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেইসবুক, ম্যাসেঞ্জার, টুইটার, প্রভৃতি ব্যবহার করে মানুষের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা এখন একটি সাধারণ ব্যাপার।

তবে এতসব ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি এর নেতিবাচক দিকও আছে, যা-সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকাটা জরুরি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ফলে মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হলেও এর প্রতি আসক্তি আমাদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। এছাড়া এ মাধ্যমে নানা অপরাধও সংঘটিত হচ্ছে যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ ক্ষতি সাধন করছে। অনেকেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোক্তা বা ব্যবহারকারীকে মিথ্যা তথ্য প্রদান, পর্নোগ্রাফির ভিডিও আদান-প্রদান বা জুয়াখেলার মতো কাজ করে থাকে- যা

অনুচিত। আবার নানা অনলাইন গেমের প্রতি আসক্তি আমাদের কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তারা একরকম বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বড় হচ্ছে। সাইবার আক্রমণের মতো বিপজ্জনক মাধ্যমের আক্রমণে অনেকেই ক্ষতির শিকার হচ্ছে। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ব্যবহারকারীর সময় ও স্বাস্থ্যের। রাত জেগে ও দীর্ঘক্ষণ ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরণীয়। আর সময় তো নষ্ট হচ্ছেই।

তোমার প্রতি আমার উপদেশ থাকবে, এখন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় তুমি এ বিষয়গুলো মাথায় রাখবে। মনে রাখবে, তুমি ইন্টারনেট ব্যবহার করছো। ইন্টারনেট যেন তোমাকে ব্যবহার করতে না পারে। আজ আর নয়, মা-বাবাকে আমার সালাম দিও।

ইতি
তোমার ভাইয়া,
রাকিব।

০৩। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর। [ঢা. বো.'১৭]

উত্তর

To: ashik723@gmail.com
Cc:
Bcc:
Sub: স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র।

প্রিয় হাবিব,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৬ মার্চ, ২০২৩ সকাল ৮ ঘটিকায় আমাদের কলেজ প্রাঙ্গনে মহান 'স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়। সাথে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে অত্র জেলার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তুমিও যদি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকো তাহলে আমি খুবই খুশি হবো।
আশা রাখছি তুমি আসবে।
ইতি,
মনির।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুদের প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [ব. বো.'১৯]
০২। তোমার বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর। [দি. বো.'১৯]
০৩। দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যার্থে রক্ত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে বন্ধুদের কাছে প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা কর। [সকল. বো.'১৮]
০৪। বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল প্রেরণ কর। [রা. বো.'১৭]
০৫। সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত কোনো মেধাবী বন্ধুর জন্য জরুরিভাবে রক্ত ও আর্থিক সাহায্য চেয়ে একটি 'ই-মেইল' তৈরি কর। [সি. বো.'১৭]
০৬। 'বিশ্ব ভালোবাসা দিবস' উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে ই-মেইল পাঠাও। [কু. বো.'১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বর্তমানে তোমার এলাকায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় গভীর নলকূপ খননের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট একটি ই-মেইল লেখ।

উত্তর

To: devidarupz@gmail.com
Cc:
Bcc:
Sub: গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বরাবর,
উপজেলা চেয়ারম্যান,
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

বিষয়: পানীয় জলের অসুবিধা দূর করার জন্য গভীর নলকূপ চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা দেবিদ্বার উপজেলার রায়পুর গ্রামের অধিবাসী নিম্নোক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

আমাদের গ্রামটি একটি অত্যন্ত জনবহুল ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এ গ্রামে প্রায় ছয় হাজার লোকের বাস। কিন্তু, এই গ্রামের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হওয়ায় এখানে খুব বেশি নলকূপ নেই। যে কয়েকটি ছিল তাও অগভীর নলকূপ হওয়ায় বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে তার পানি নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে এলাকাবাসীকে পানীয় জলের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়।

এমতাবস্থায় জনাবের নিকট আকুল আবেদন, উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রামবাসীর পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে আপনি অত্র গ্রামে কয়েকটি গভীর নলকূপ বরাদ্দ করে আমাদের বাধিত করবেন।

নিবেদক,
গ্রামবাসীর পক্ষে
অ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

◆ **সম্ভাব্য প্রশ্ন**

০১। বৃক্ষমেলায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুদের ই-মেইল পাঠাও।
০২। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি ই-মেইল লেখ।
০৩। এলাকার রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে পত্রিকা সম্পাদকের নিকট ই-মেইল লেখ।
০৪। সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে ই-মেইল প্রেরণ কর।
০৫। একটি বেসরকারি কলেজে চাকুরির জন্য বৈদ্যুতিন চিঠির ফরমেট তৈরি কর।
০৬। সহপাঠীদের সাপ্তাহিক শ্রেণি অভীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি জানিয়ে একটি ই-মেইল বার্তা লেখ।
০৭। জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুর নিকট একটি ই-মেইল লেখ।
০৮। শারদীয় দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।
০৯। বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে পাঠানোর জন্য একটি ই-মেইল প্রস্তুত কর।
১০। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন না করার জন্য উপদেশ দিয়ে ছোট ভাইকে একটি ই-মেইল পাঠাও।
১১। তোমার কলেজে অনুষ্ঠিতব্য 'বিজ্ঞান মেলার' আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি ই-মেইল প্রস্তুত কর।
১২। রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা জানিয়ে মাননীয় সিটি মেয়রের কাছে একটি ই-মেইল লেখ।
১৩। বৃক্ষ নিধনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো জানিয়ে তোমার বন্ধুকে ই-মেইল করো।
১৪। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে ভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করতে প্রবাসী বন্ধুকে একটি ই-মেইল বার্তা লেখ।
১৫। বনভোজনে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।
১৬। অজ্ঞাতনামা একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজনের কথা ও আর্থিক সহায়তা চেয়ে একটি ই-মেইল রচনা কর।
১৭। পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকার কারণ জানিয়ে শ্রেণি শিক্ষকের কাছে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখ।
১৮। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চেয়ে কানাডা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখ।
১৯। বিজয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি ই-মেইল পাঠাও।
২০। নির্বাচনি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানিয়ে পিতার নিকট একটি বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল) পাঠাও।
২১। মনে কর, তুমি নুহান। নিশাত তোমার ছোটবোন। সে এস.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি ই-মেইল পাঠাও।

আবেদনপত্র

চাকরির জন্য আবেদন

তারিখ:
বরাবর,
প্রতিষ্ঠান প্রধান
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
জনাব,

....
....]

জীবন-বৃত্তান্ত

নাম:
পিতার নাম:
মাতার নাম:
বর্তমান ঠিকানা:
স্থায়ী ঠিকানা:
জন্মতারিখ:
জাতীয়তা:
ধর্ম:
বৈবাহিক অবস্থা:
শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা/বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ/ শ্রেণি	পাশের সাল	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি				
এইচ.এস.সি				
স্নাতক(সম্মান)				
স্নাতকোত্তর				

....
....।]

সংযুক্তি:
১।.................
২।.................
৩।.................

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনপত্র

তাং:
মাননীয়,
অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
[..

মূল বক্তব্য

....]

বিনীত/নিবেদক,
একান্ত অনুগত ছাত্র
নাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম।

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য আবেদনপত্র

তাং:
বরাবর,
সম্পাদক
পত্রিকার নাম
পত্রিকার ঠিকানা
বিষয়:
জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

শিরোনাম

[..
....

মূল বক্তব্য

....
.....]

বিনীত/নিবেদক
এলাকাবাসীর পক্ষে
নাম
স্থান

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

ব্যক্তিগত পত্র

স্থান: ....
তারিখ: ....

প্রিয় 'ত'

[..
....

মূল বক্তব্য

....
....]

ইতি

....

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

ব্যবসায়িক পত্র

বরাবর,
ব্যবস্থাপক
প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
বিষয়:
জনাব,

....

মূল বক্তব্য

....]

ইতি,
আপনার বিশ্বস্ত
নাম
ঠিকানা

প্রয়োজনীতা:
১।......................
২।......................
৩।......................

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

নিমন্ত্রণ পত্র

সুধী,

[..

মূল বক্তব্য

....]

তাং:

অনুষ্ঠানসূচি:
১। ....
২।.........
৩।.........

নিবেদক/বিনীত
'ক'
....
....

প্রেরক,	প্রাপক,	ডাকটিকেট

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার/বিপণন কর্মকর্তা পদে নিয়োগলাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
[ঢা. বো.'২২, সকল বো.'১৮, রা.বো.'১৭]

২৮ মার্চ, ২০২৩
বরাবর,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
সন্ধানী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড,
মতিঝিল, ঢাকা।
বিষয়ঃ অফিসার পদে নিয়োগলাভের জন্য আবেদন।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২২শে মার্চ, ২০২৩ তারিখে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার প্রতিষ্ঠানে অফিসার পদে কিছু লোক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আবেদন করছি। নিম্নে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হলো:

জীবনবৃত্তান্ত

১। নাম : 'ক'
২। পিতার নাম : 'খ'
৩। মাতার নাম : 'গ'
৪। স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: 'প' , পো: 'অ', উপজেলা: 'ই', জেলা: 'ঈ'।
৫। বর্তমান ঠিকানা : ঐ
৬। জন্ম তারিখ : ০২ জানুয়ারি ১৯৯৮
৭। জাতীয়তা : বাংলাদেশী
৮। ধর্ম : ইসলাম
৯। বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
১০। শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা/বিষয়	প্রাপ্ত বিভাগ/শ্রেণি	পাসের সাল	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১৫	রাজশাহী বোর্ড
এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০১৭	রাজশাহী বোর্ড
বি.কম.	একাউন্টিং	সিজিপিএ-৩.৪৪	২০২১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এম.কম.	একাউন্টিং	সিজিপিএ-৩.৬৯	২০২২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞতা: বিপিএল কোম্পানিতে অফিস সহকারী হিসেবে এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা।
অনুগ্রহপূর্বক উপরিউক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাকে উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হলে আমি নিষ্ঠা ও সততার সাথে আমার কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকব।
বিনীত নিবেদক,
'ক'
সংযুক্তি:
১। পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
২। দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩। প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪। অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৫। ব্যাংক ড্রাফট।

প্রেরক,	প্রাপক,
'ক' গ্রাম: প পোস্ট: অ উপজেলা: ই জেলা: ঈ	ডাকটিকেট ব্যবস্থাপনা পরিচালক সন্ধানী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা

০২। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।
[কু. বো. ২২, সি. বো., দি. বো.'১৯, সি. বো., ব. বো.,কু. বো.' ১৭]

১০ মে, ২০২৩
বরাবর,
মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,
১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০
বিষয়: মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রসঙ্গে।
জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানতে পারলাম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের জন্য একজন প্রার্থী হিসেবে মহোদয়ের সুবিবেচনার জন্য আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিচে পেশ করলাম:

১. নাম : 'ক'
২. পিতার নাম : 'খ'
৩. মাতার নাম : 'গ'
৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ', উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'
৫. বর্তমান ঠিকানা : ঐ
৬. জন্ম তারিখ : ২০ জুন ১৯৯২
৭. জাতীয়তা : বাংলাদেশী
৮. ধর্ম : ইসলাম (সুন্নী)
৯. বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	শাখা	জিপিএ/প্রাপ্ত বিভাগ	পাসের বছর	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
এস.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০০৭	ঢাকা বোর্ড
এইচ.এস.সি	বিজ্ঞান	জিপিএ-৫	২০০৯	ঢাকা বোর্ড
বি.এস.সি (সম্মান)	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এস.সি	রসায়ন	প্রথম শ্রেণি	২০১৪	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

১১. অভিজ্ঞতা: একটি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে এক বছর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা।

অনুগ্রহপূর্বক উপর্যুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত পদের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে নিষ্ঠা, সততা ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।
বিনীত নিবেদক,
'ক'

সংযুক্তি:
১. পরীক্ষার মূল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (৪টি)।
২. তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৩. প্রশংসাপত্র ও চারিত্রিক প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. ব্যাংক ড্রাফট।

ডাকটিকিট

প্রেরক,
'ক'
গ্রাম: 'ঘ', ডাকঘর: 'চ'
উপজেলা: 'জ', জেলা: 'ট'

প্রাপক,
মহাপরিচালক,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর,
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০

০৩। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একখানা আবেদনপত্র লেখ। [ম. বো.'২২,দি. বো.'১৭]

০১ এপ্রিল, ২০২৩

মাননীয় অধ্যক্ষ,
'ম' কলেজ,
পাবনা।

বিষয় : শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, অন্যান্য বারের মতো আমরা, দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা, আগামী ২২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ সালে বগুড়ার মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরে শিক্ষাসফরে যেতে চাই। এরূপ ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অতীতের প্রামাণ্য নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা জন্মাবে এবং আমরা আমাদের পাঠ্যনির্ভর জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিপুষ্ট করার সুযোগ পাব। এই দলে ছাত্র-ছাত্রী থাকবে ৫০ জন। শিক্ষাসফরের ব্যয়ভার বহন করবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা। বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ের দুজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দলের সঙ্গে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। আপনার অনুমতি পেলে এবং সম্মানিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাসফরে গেলে আমাদের অভিভাবকরাও সানন্দে অনুমতি দেবেন। এমতাবস্থায় মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের আবেদন বিবেচনা করে শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ জ্ঞানলাভের সুযোগদান করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
আপনার অনুগত ছাত্র,
'ক'
দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে,
'ম' কলেজ, পাবনা।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। কোনো বেসরকারি কলেজে 'প্রভাষক' পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন কর। [রা.বো.'২২]
০২। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'কম্পিউটার অপারেটর' পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র রচনা করো। [চ.বো.'২২]
০৩। 'কোভিড-১৯' মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত তোমার এলাকার জনগণের সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [সি.বো.'২২]
০৪। তোমার এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পৌরসভা মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ। [ব.বো.'২২]
০৫। কোনো বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর একটি আবেদন পত্র লেখ। [য.বো.'২২]
০৬। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [দি.বো.'২২]
০৭। দেশের বর্তমান যুবসমাজের মাদকাসক্তি ও নৈতিক অবক্ষয় রোধের উপায় সম্পর্কে মতামত জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [রা.বো.'১৯]
০৮। রাস্তা সংস্কারের আবশ্যকতা জানিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র রচনা কর। [চ.বো.'১৯,ঢা.বো.'১৭]
০৯। তোমার কলেজের সামনের রাস্তাটি সংস্কারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লেখ। [ব.বো.'১৯]
১০। তোমার কলেজে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। [কু.বো.'১৯]
১১। তোমার কলেজে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণপত্র রচনা কর। [য.বো.'১৯,চ.বো.'১৯]
১২। তোমার এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি পত্র লেখ। [য.বো.'১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের আশু প্রতিকার চেয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

১৪ জুন, ২০২৩

সম্পাদক,

আজকের কাগজ, ঢাকা।

জনাব,

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

বিনীত,

'খ'

মানিকদি

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের নিরসন চাই

আমরা রাজধানী ঢাকার অন্তর্গত ঢাকা সেনানিবাসের মানিকদি এলাকার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে একটানা লোডশেডিং-এর শিকার। আমরা জানি, সারাদেশে এখন বিদ্যুৎ ঘাটতি চলছে এবং এও জানি দেশের বিভিন্ন স্থানেই নিয়মিত লোডশেডিং চলছে। তবে আমাদের এই মানিকদি এলাকার মতো এরকম লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে এরকম অব্যবস্থা বাংলাদেশের আর কোনো স্থানে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্যুৎ কর্মীরা এই এলাকার হাজার হাজার মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। এখানে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই সাত আটবার করে লোডশেডিং হচ্ছে। এর ফলে এ এলাকার মানুষ কী রকম কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছে- তা বলে শেষ করা যাবে না। একদিকে গরমের দিন, তার ওপর বিদ্যুতের এই অনিয়মের ফলে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। দুপুরে যখন প্রচণ্ড গরম থাকে তখন দু'আড়াই ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। আবার রাতে কয়েকবার করে বিদ্যুৎ চলে যায়। টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ আটটার সংবাদ কিংবা নাট্যানুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কোনো অনুষ্ঠান আমরা একদিনও দেখতে পারি না। তাছাড়া রাতে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার খুবই বিঘ্ন ঘটছে। কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, আমাদের এই অশেষ ভোগান্তি দূর করার জন্য অতিসত্ত্বর এ এলাকার লোডশেডিং নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

বিনীত,

মানিকদি এলাকাবাসীর পক্ষে

'খ'

প্রেরক,	প্রাপক,
	ডাকটিকিট
নাম :	নাম : ....
ঠিকানা :	ঠিকানা : ....
....	....

০২। ভি.পি.পি যোগে বই পাঠানোর জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট একটি পত্র লিখ।

১৩ অক্টোবর,২০২৩

বরাবর,
ব্যবস্থাপক,
মিজান লাইব্রেরি,
৩৮,বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০।

বিষয়: ভি.পি.পি যোগে বই পাঠানোর অনুরোধ।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত বইগুলো আমার ঠিকানায় পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব।
আপনার ঠিকানায় আগাম হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পাঠালাম।

আপনার বিশ্বস্ত,
'গ'
ম্যানেজার, শালিশা বুক হাউস,
সুজানগর, পাবনা।

বইয়ের তালিকা/নাম:
১. উচ্চতর বাঙলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি– অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী-২ কপি।
২. Higher Secondary Communicative Functional English-২ কপি।
৩. কারেন্ট কনসেন্ট–৩ কপি।

প্রেরক,	প্রাপক, (ডাকটিকিট)
'গ' শালিশা বুক হাউস, সুজানগর, পাবনা।	ম্যানেজার, মিজান লাইব্রেরি, ৩৮,বাংলাবাজার (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০।

০৩। তোমার কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে একখানা নিমন্ত্রণপত্র রচনা কর।

সুধী,
আসছে ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার, রাজশাহী সরকারি কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৩ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮ টায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজশাহী জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক।
উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

নিবেদক
'ক'
ক্রীড়া ও শরীরচর্চা শিক্ষক
রাজশাহী সরকারি কলেজ।

তারিখ: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

অনুষ্ঠানসূচি:
সকাল ৭:০০ : উদ্বোধন
সকাল ৭:১৫ : জাতীয় পতাকা উত্তোলন
সকাল ৮:০০ : কুচকাওয়াজ
সকাল ৮:৩০ : প্রতিযোগিতা শুরু
বিকাল ৪:০০: পুরস্কার বিতরণ

প্রেরক,	প্রাপক,
নাম :	নাম : ....
ঠিকানা :	ঠিকানা : ....
....	....

ডাকটিকিট

সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। তোমার এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

০২। ইভটিজিং প্রতিরোধকল্পে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি পত্র লেখ।

০৩। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

০৪। শহরের যানজট নিরসনের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

০৫। চীনের রাষ্ট্রপতির সফরের ইতিবাচক দিক নিয়ে সংবাদপত্রে ছাপানোর উপযোগী একটি পত্র রচনা কর।

০৬। ডাকযোগে বই প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রকাশনা কেন্দ্রের ম্যানেজার বরাবর ব্যবসায়িক পত্র লেখ।

০৭। কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিপণন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন কর।

০৮। তোমার এলাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাব সম্পর্কে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট একটি পত্র রচনা কর।

০৯। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে 'কর্মকর্তা' পদে চাকুরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

১০। 'বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা'– এই শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি পত্র লেখ।

১১। শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-রাজনীতির অবসানকল্পে যুক্তি প্রদর্শন করে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদক বরাবর একটি পত্র রচনা কর।

১২। কোন প্রতিষ্ঠানে 'অফিস সহকারী' পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

১৩। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

১৪। তোমার এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা জানিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংবাদপত্রে একটি চিঠি লেখ।

১৫। করণিক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখ।

১৬। দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তোমার কলেজের অধ্যক্ষের নিকট দরখাস্ত লেখ।

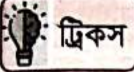
১৭। বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকায় প্রকাশ উপযোগী একটি পত্র রচনা কর।

১৮। রেলওয়েতে স্টেশন ম্যানেজার পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র লিখ।

১৯। বাংলাদেশ টেলিভিশনে সংবাদ পাঠক/পাঠিকা হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করো।

২০। সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদন লেখ।

প্রশ্ন নং ১০ সারাংশ ও সারমর্ম অথবা ভাব-সম্প্রসারণ


ট্রিকস

- বক্তা বা লেখকের বক্তব্যের মূলকথা বা সারকথা খুঁজে বের করাই সারাংশ ও সারমর্মের কাজ। লেখক কিছু লেখার সময় নানা রূপক, অলঙ্কার বা উপমার সাহায্য নিতে পারেন। কিন্তু তাঁর লেখার অন্তর্নিহিতভাবটিই সারাংশ-সারমর্মে ফুটে ওঠে। এটি আমাদের সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে, কিছু ক্ষেত্র থাকে যেখানে লেখক একটি বা দুটি লাইনের মাঝেই বিশাল বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকেন। লেখকের এ বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকুর বিশ্লেষণ করাই ভাব-সম্প্রসারণের কাজ।
- ১০ নং প্রশ্নে সারাংশ ও সারমর্ম অথবা ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে বলা হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- সারাংশ ও সারমর্ম লেখার সময় অনুচ্ছেদ বা কবিতাংশটি বার বার পড়ে মূলভাবটি অনুধাবন করতে হবে এবং মূলভাবটি সুসংহত ভাষায় লিখতে হয়। এক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ বা কাব্যাংশটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ–উভয় দিকেই লক্ষ রাখতে হয়। মূলভাবের বাইরে ব্যক্তিগত কোনো মন্তব্য লেখা যাবে না।
- ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও উদ্ধৃত অংশটি ভালো করে পড়ে প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে এবং প্রাঞ্জল ভাষা ও যুক্তিসংগত বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করতে হবে।
- সময়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সারাংশ ও সারমর্ম অংশ থেকে উত্তর করাই শ্রেয়।

সারাংশ ও সারমর্ম লেখার কৌশল

০১. উপস্থাপিত অংশটুকু মনোযোগসহ পড়তে হবে এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে ।
০২. এখানে লেখক বা সাহিত্যিকের অপ্রধান বক্তব্যকে চিহ্নিত করতে হবে ।
০৩. অপ্রধান বক্তব্যকে যেমন বর্জন করতে হবে তেমনই প্রধান বিষয়টি যেন এড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে ।
০৪. সারাংশে বাক্যগুলো অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হবে। এছাড়া বক্তব্য নিজের ভাষায় সহজ ও সরল করে উপস্থাপন করতে হবে ।
০৫. মূলবক্তব্যের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় অবতারণা করা যাবে না।
০৬. প্রত্যক্ষ উক্তির কথোপকথন পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ করতে হবে।
০৭. এখানে নিজের কোনো যুক্তি বা মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই ।
০৮. উপমা, নমুনা এবং অনুচ্ছেদের কোনো বাক্য সরাসরি গ্রহণ করা যাবে না।

সারাংশ

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি; আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ডবেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়। [ঢা. বো.'২২, য. বো.'১৭]

সারাংশ: আজকের পৃথিবীতে মানুষ বিত্ত ও বৈভবের নেশায় প্রচণ্ডভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এ নেশা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করছে। এ থেকে উদ্ধার পেতে হলে মনুষ্যত্ব নামক সিঁড়িটি খুঁজে পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

০২। জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সব রকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখক ও সাহিত্যিকদের। [ব. বো.'২২]

সারাংশ: অবকাঠামোর ঐশ্বর্যে নয় বরং, জাতির মহত্ত্ব নির্ভরশীল এর নীতি ও নৈতিকতার ওপর যার ভিত্তি হলো মূল্যবোধ। আর মাতৃভাষায় তা ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব লেখকদের।

০৩। শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিতে যে লজ্জাবোধ করে না, যে মানুষকে নিম্নাসনে বসাইয়া রাখিতে আনন্দবোধ করে, যে দরিদ্র ও ছোটকে ছোট করিয়া রাখিতে কষ্ট অনুভব করে না, যে মানুষের শক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিতে ব্যস্ত, যে মানুষের হাত দিয়া নিজের পায়ের জুতা খুলাইয়া লয়, তোমরা তাহাদিগকে সালাম করিও না। সে সারারাত্রি প্রার্থনা করুক, মানুষ তাহার পদধূলি লইয়া মাথায় মাখুক, সে প্রথম শ্রেণির গাড়িতে চড়ুক, সে রাজ দরবারের সদস্য হউক, তোমরা তাহাকে আত্মীয় মনে করিও না। লক্ষ নর-নারী মুক্তির আশায় করুণ নেত্রে তোমাদের দিকেই চাহিয়া আছে। লক্ষ, কোটি মানবাত্মা তোমাদের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। যে দুর্বৃত্তের দল সত্যকে চূর্ণ করিয়া মহান সৃষ্টিকর্তার বাণীকে অবমাননা করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া আর তোমরা শ্রদ্ধায় আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইও না। [সকল. বো.'১৮]

সারাংশ: অর্থ ও ক্ষমতার বলে যারা অন্যের সেবা ও আনুগত্য ক্রয় করে, তারা প্রকৃতপক্ষে সম্মান পাবার যোগ্য নয়। বরং যে ব্যক্তি শোষিত-বঞ্চিতের পাশে দাঁড়ায় তাদের মুক্তির ভাবনার বিভোর থাকে, তারাই মহৎ ও সম্মানের যোগ্য।

০৪। স্বাধীন হওয়ার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধহীন জাতি যতই চেষ্টা করুক, তাদের আবেদন–নিবেদনে ফল হয় না। যে জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যাচারী, সেখানে দু'চারজন সত্যনিষ্ঠকে বহু বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়, দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিন্তু মানুষকে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে তাকে সে কষ্ট সহ্য না করে উপায় নেই। [দি. বো.'১৭]

সারাংশ: স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, তেমনি তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা। কোনো জাতির বেশিরভাগ লোক মিথ্যাচারী হলে এর নগণ্য সংখ্যক সত্যনিষ্ট ব্যক্তিকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মানুষ ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে কষ্ট সহ্য করা তখন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। অভ্যাস ভয়ানক জিনিস, একে হঠাৎ স্বভাব থেকে তুলে ফেলা কঠিন। মানুষ হবার সাধনাতেও তোমাকে ধীর ও সহিষ্ণু হতে হবে। সত্যবাদী হতে চাও? তাহলে ঠিক কর সপ্তাহে অন্তত একদিন তুমি মিথ্যা বলবে না। ছয় মাস ধরে এমনি করে সত্য কথা বলতে অভ্যাস করো। তারপর এক শুভদিনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করো, সপ্তাহে তুমি দু'দিন মিথ্যা কথা বলবে না। এক বছর পর দেখবে সত্য কথা বলা তোমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। সাধনা করতে করতে এমন একদিন আসবে যখন ইচ্ছা করেও মিথ্যা বলতে পারবে না। নিজেকে মানুষ করার চেষ্টায় পাপ ও প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রামে তুমি হঠাৎ জয়ী হতে কখনও ইচ্ছা করো না– তাহলে সব পণ্ড হবে।

সারাংশ: মানুষ তার স্বভাব থেকে কোনো অভ্যাসকে হঠাৎ করে মুছে ফেলতে পারে না। এজন্য ধৈর্য ও সাধনা দরকার। সাধনা দ্বারাই স্বভাবের পরিবর্তন আনা সম্ভব। অনুশীলনের মাধ্যমে কেউ যদি সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলে, তাহলে একসময় সে আর মিথ্যা বলবে না।

০২। মানুষের সুন্দর মুখ দেখে আনন্দিত হয়ো না। স্বভাবে যে সুন্দর নয়, দেখতে সুন্দর হলেও তার স্বভাব, তার স্পর্শ, তার রীতিনীতিকে মানুষ ঘৃণা করে। দুঃস্বভাবের মানুষ মনুষ্যের হৃদয়ে জ্বালা ও বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। অবোধ লোকেরাই মানুষের রূপ দেখে মুগ্ধ হয় এবং তার ফল ভোগ করে। যার স্বভাব মন্দ, সে নিজেও দুষ্ক্রিয়াশীল, মিথ্যাবাদী, দুর্মতিকে ঘৃণা করে। মানুষ নিজে স্বভাবে সুন্দর না হলেও সে স্বভাবের সৌন্দর্যকে ভালোবাসে।

সারাংশ: চেহারা সুন্দর হলেই মানুষ সুন্দর হয় না। স্বভাব, চরিত্র এবং চাল-চলন যার সুন্দর, সেই প্রকৃত সুন্দর। খারাপ স্বভাবের লোক সমাজের জন্য ক্ষতিকারক। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তাই সুন্দর স্বভাব গঠনের জন্য কঠোর সাধনা করা দরকার।

০৩। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলো পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশু-ভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসি-মাখা, উদারভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ জাগে, একবার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছে করিবে। একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকেও তাকাও; দেখিবে সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই- নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ: পরম শত্রু ক্রোধ, মানুষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করে। পৃথিবীতে যত নারকীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়, তার মূলেও রয়েছে ক্রোধ। ক্রোধ মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে এবং স্বর্গীয় সুষমা হতে তাকে বঞ্চিত করে। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করতে ক্রোধ অপেক্ষা শক্তিশালী রিপু আর নেই।

০৪। অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্ব্যচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে, যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ, এ, বি.এ পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।

সারাংশ: আমাদের দেশের লোকের ধারণা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বিভিন্ন প্রকার রান্না-বান্না এবং দু-চারখানা উপন্যাস পড়তে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু মায়ের দোষ-গুণ নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ট হয় বলে মায়ের মন-মানসিকতার উন্নতি না হলে, সন্তানের মানসিকতারও উন্নতি হয় না। আর এ কারণেই নারী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

০৫। নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শোনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই। প্রকৃতির যে ধর্ম, মানুষের সে ধর্ম; পার্থক্য কেবল তরুলতা ও জীবজন্তুর বৃদ্ধির ওপর তাদের নিজেদের কোন হাত নেই, মানুষের বৃদ্ধির উপর তার নিজের হাত রয়েছে। আর এখানেই মানুষের মর্যাদা। মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয়, আত্মিকও। মানুষকে আত্মা সৃষ্টি করে নিতে হয়, তা তৈরি পাওয়া যায় না।

সারাংশ: প্রকৃতি ও মানুষের অভিন্ন ধর্মের নাম বৃদ্ধি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। প্রকৃতির বৃদ্ধির ওপরে প্রকৃতির কোনো হাত নেই। পক্ষান্তরে, মানুষের বৃদ্ধির ওপরে মানুষের হাত রয়েছে। দৈহিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে মানুষ সবসময় তৎপর। আর এই তৎপরতার জন্যই মানুষের মর্যাদা।

০৬। অপরের জন্য তুমি তোমার প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটু মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটার দিকে একটু করুণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন। পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ: অপরের ছোট ছোট দুঃখগুলোকে দূর করার জন্যে আমাদের সকলেরই সচেষ্ট থাকা উচিত। কারও সাথে ভালো ব্যবহার করলে সে সুখী হয়। মনুষ্যত্বসম্পন্ন চরিত্রবান লোকেরা পরের দুঃখকে দূর করার জন্যে সবসময় চেষ্টা করেন।

০৭। মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা, তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনীয় দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় দিকও আছে। আর অপ্রয়োজনীয় দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কী করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

সারাংশ: শিক্ষা মানবজীবনের এক অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনকে উপলব্ধি করতে শেখা, মনের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বুঝতে পারা, বিচিত্র কল্পনা ও অনুভূতির সম্মিলন ঘটিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া।

০৮। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন, মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা, সজীবতা ও সার্থকতার এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত আর নেই।

সারাংশ: মনুষ্যত্বের বিকাশ ও সমাজ জীবনকে সুন্দর করতে হলে সমাজের মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কেবল নিজের জন্যই সবকিছু করলে হবে না। সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ দিয়ে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে।

০৯। অতীতকে ভুলে যাও, অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামীকালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যতকেও অতীতের মতো দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ, কাল বলে কিছু নেই। মানুষের মুক্তির দিনতো আজই। ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের এবং ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও আর শুরু করো দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

সারাংশ: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে বর্তমানই প্রকৃত সময়। অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানের বোঝাস্বরূপ। তাই অতীত ও ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তা না করে, বর্তমানকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবন শুরু করা দরকার।

১০। মানুষের মূল্য কোথায়? চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, জ্ঞানে ও কর্মে। বস্তুত চরিত্র বললেই মানুষের জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে হবে। চরিত্র ছাড়া মানুষের গৌরব করার কিছুই নেই। মানুষের শ্রদ্ধা যদি মানুষের প্রাপ্য হয়, মানুষ যদি মানুষকে শ্রদ্ধা করে সে শুধু চরিত্রের জন্য। অন্য কোনো কারণে মানুষের মাথা মানুষের সামনে নত হবার দরকার নেই। জগতে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের গৌরবের মূলে এই চরিত্রশক্তি। তুমি চরিত্রবান লোক, এই কথার অর্থ এই নয় যে তুমি শুধু লম্পট নও। তুমি সত্যবাদী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ কর। তুমি পরদুঃখকাতর, ন্যায়বান এবং মানুষের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয়, চরিত্র মানে এই।

সারাংশ: চরিত্র, মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ও কর্মের মাঝেই মানুষের প্রকৃত মূল্য নিহিত। কেবল চরিত্রবান ব্যক্তিই অপরের নিকট থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করে এবং এজন্যে সে নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে। পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তাদের চরিত্রশক্তি। সত্যবাদী, বিনয়ী, পরদুঃখকাতর ও ন্যায়বান লোকই প্রকৃত চরিত্রবান লোক।

১১। সমাজের কাজ কেবল টিকে থাকার সুবিধা দেয়া নয়, মানুষকে বড় করে তোলা। বিকশিত জীবনের জন্যে মানুষের জীবনে আগ্রহ জাগিয়ে দেওয়া। স্বল্পপ্রাণ স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তি-প্রিয় মানুষে সংসার পরিপূর্ণ। তাদের কাজ নিজের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা নয়, অপরের সার্থকতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করেনি বলে এরা নিষ্ঠুর, বিকৃতবুদ্ধি। এদের একমাত্র দেবতা অহংকার। তারই চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত অহংকার, পারিবারিক অহংকার, জাতিগত অহংকার- এসবের নিশান ওড়ানোই এদের কাজ। মাঝে মাঝে মানবপ্রেমের কথাও তারা বলে। কিন্তু তাতে নেশা ধরে না, মনে হয় আন্তরিকতা ও উপলব্ধিহীন বুলি।

সারাংশ: সমাজের কাজ মানুষকে বড় করে তোলা এবং তাকে বিকশিত করা। কিন্তু অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু স্বার্থপর লোক এতে বাধা সৃষ্টি করছে। এরা নিষ্ঠুর এবং অহংকারী। এ অহংকার ব্যক্তিগত থেকে জাতিগত পর্যায়ে প্রসারিত। এরা মাঝে মাঝে আন্তরিকতাশূন্য মানবপ্রেমের কথা বলে, আসলে এটি বুলি।

১২। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

সারাংশ: সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু আজকাল সস্তা সাহিত্যে বাজার ছেয়ে গেছে। এর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক পাঠক তৃপ্তি লাভ করলেও তা সামগ্রিক সন্তুষ্টি নয়।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সে নীরব শব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানব আত্মার অমর আলোক কালো অমারের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন শত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকগারের মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

০২। খুব ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যেমন সূর্যালোক দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন ছোট ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূপ তাই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। বড়, ছোট, সমতুল্যের প্রতি সুশোভন আচরণ আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

০৩। মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ের মমতার প্রাবল্যে মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তি মর্যাদা বুঝিতে পারে না। মাতৃস্নেহের অন্তরালে অবস্থান করিয়া আত্মশক্তির সন্ধান সে পায় না- দুর্বল, অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভর মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

০৪। প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষায় পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। সেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

০৫। একটা বরফের পিণ্ড ও ঝরনার মধ্যে তফাত কোনখানে? বরফের পিণ্ডের মধ্যে নিজস্ব গতি নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবে সে চলে। কিন্তু ঝরনার যে গতি সে তার নিজস্ব, সেজন্য এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, তার মুক্তি, তার সৌন্দর্য। গতিপথে সে যত আঘাত পায়, ততই তার বৈচিত্র্য। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই। মানুষও তদ্রুপ। কখনও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনা তাকে গতিশীল করে আবার কখনও সে জড়পিণ্ড।

০৬। যে মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ আদর্শ নাই, সে মনে তেজও নাই। যে গাছে রোদ-বৃষ্টি লাগেনা, তাহা আরামে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে আরামে দুর্বলতা বাড়িয়া যায়। আমাদের জাতির মনে পার্থিব কোন প্রকার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির প্রবাহ নাই। এ জন্য আমাদের উচ্চ শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও তেমন বিশেষ তেজ, সাহস বা প্রতিভা দেখা যায়না। জাতিকে দেশপ্রেম এবং স্বজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। তাহলেই জাতির জীবনে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে, জাতি তোজোদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সাহসী।

০৭। আমরা সন্তানদের স্কুলে, কলেজে পাঠিয়ে ভাবি যে, শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত কর্তব্য পালন করলাম। বছরের পর বছর পাস করে গেলেই অভিভাবকরা যথেষ্ঠ তারিফ করেন। কিন্তু তলিয়ে দেখেন না যে, কেবল পাস করলেই বিদ্যা অর্জন হয় না। বাস্তবিকপক্ষে সন্তানের মনে জ্ঞানানুরাগ বা জ্ঞানের প্রতি আনন্দজনক শ্রদ্ধার উদ্রেক হচ্ছে কি-না, তাই দেখার বিষয়। জ্ঞান চর্চার মধ্যে যে এক পরম রস ও আত্মপ্রসাদ আছে, তার স্বাদ কোনো কোনো শিক্ষার্থী এক বিন্দুও পায়নি।

০৮। কোনো সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি কারো থাকে, তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস করতে হবে এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা করতে হবে। এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে অবহেলা করলে, তারা বাঁচে না। দেশ বা জাতিকে উন্নত করতে হলে জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকল্প নেই। পণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছাড়া উপায় নেই।

০৯। এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে, কারণ তুমিই কেবল একলা থামবে আর কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি চলতে না পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার ওপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে কিংবা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্নিহিত হয়ে যাবে। হয় অবিরাম চল এবং জীবনচর্চা কর, নয় বিশ্রাম কর এবং বিলুপ্ত হও। পৃথিবীর এই রকম নিয়ম।

সারমর্ম

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ–
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

[রা.বো.'২২,ঢা.বো.,সি.বো.'১৭]

সারমর্ম: মানুষে মানুষে হিংসা-হানাহানির সম্পর্ককে পরিত্যাগ করে তাদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করলেই সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকবে।

০২। বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা-
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে-
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়। [চ.বো.'২২]

সারমর্ম: বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য নয়, বরং বিপদকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করা দরকার। অপরের সাহায্যে নয়, বরং আত্মশক্তিতে বলীয়ান হওয়াতেই আছে প্রকৃত মর্যাদা।

০৩। দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস। [সি.বো.,কু.বো.'২২,রা.বো.'১৯]

সারমর্ম: এ জীবন সংগ্রামময়। জীবনে যদি কখনো দুঃখ-দৈন্য নেমে আসে, তাহলে অসীম সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করা উচিত।

০৪। অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাঁদের হৃদয়। [য.বো.'২২]

সারমর্ম: প্রেম-প্রীতি-করুণাহীন মানুষ আজ পৃথিবীর কর্ণধার; তাদের হাতে শিল্প-সাহিত্য তথা মনুষ্যত্বের চর্চা আজ উপেক্ষিত। অন্যত্র, মহৎ ও হৃদয়বান মানুষেরা হয় অবহেলিত ও অবজ্ঞাত।

০৫। শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে,
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী। [দি.বো.'২২]

সারমর্ম: যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে জাতীয় জীবনে নেমে আসতে পারে মহা বিপর্যয়। তাই নেতাকে হতে হবে সচেতন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

০৬। মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়! [ম.বো.'২২]

সারমর্ম: সৌন্দর্য প্রেমিক মানুষ এই রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। মহাকালের বুকে বিরহ মিলনের অমর ইতিহাস রচনা করে, মানুষ সন্ধান করে, তার অমরত্ব। ভাবীকালের মানুষেরা সেসব অমর সৃষ্টি থেকে জ্ঞান লাভ করবে।

০৭। স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালোবাসে,
সুখের আলো জ্বলে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয় তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে। [রা. বো.'১৯]

সারমর্ম: স্বাধীনতা মানুষকে বীরের মর্যাদা দেয়। স্বাধীন জীবন সুখে পূর্ণ হয়, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। সাধারণ মানুষও স্বাধীন জীবনের গর্ব অনুভব করে। দুর্বলের মনে শক্তি যোগায় স্বাধীনতা।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। ফুটিয়াছে সরোবরে; কমল নিকর,
ধরিয়াছে কী আশ্চর্য শোভা মনোহর।
গুণ গুণ রবে এরা মধু পান করে,
কিন্তু এরা এদিন হারাইবে যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন?
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেউ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি। [চ. বো.'১৯]

০২। তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা-শেষে।
তাঁদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমারি দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে,
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিলাবে আবার। [সি. বো.'১৯]

০৩। সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র যদি পূর্বাচল কোণে
নাই হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায় প্রলয় জলদে,
না করিব ভয়।
হিংস্র উর্মি ফণা তুলি, বিভীষিকা মূর্তি ধরি যদি
গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব, সিন্ধু পাড়ে নবজীবনের
নবীন আশ্বাসে। [কু. বো.'১৯]

০৪। কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে। [য. বো.'১৯]

০৫। জোটে যদি মোটে একটি পয়সা
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটি যদি জোটে তবে অর্ধেকে
ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।
বাজারে বিকায় ফল তন্দুল;
যে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই তো সুধা। [দি. বো.'১৯]

০৬। বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশির কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হলো মেষের রাখাল নবিরা খোদার মিতা। [রা.বো.'১৭]

০৭। আমার নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে, ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে মুখের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে।
সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটব মোরা ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে, ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো। [চ. বো.'১৭]

০৮। বিরহ মিলন কত হাসি, অশ্রুময়
মানুষের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরই মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নবনব সঙ্গীতের কুসুম ফোটাই। [ব. বো.'১৭]

♦ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিলো নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিলো সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিলো হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিলো সেবা,
বীরের স্মৃতি- স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কে বা?
কোনো কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম: মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিতে মানুষ অজস্র শ্রম, ঘাম, রক্ত ঝরিয়েছে। সভ্যতার ইতিহাস পুরুষের স্তুতিতে ঠাসা। কিন্তু সেখানে নারীর কোনো স্থান হয়নি। অথচ সভ্যতার বিনির্মাণে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানও কোনো অংশে কম নয়।

০২। হে মোর জীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ আনো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা-
কবিতা, তোমায় দিলাম আজিকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়;
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।।

সারমর্ম: কঠিন বাস্তবতাকে পরিহার করে শুধু কল্পলোকে বিচরণ করলে চলবে না। যেখানে জীবনের ন্যূনতম দাবিটুকু উপেক্ষিত, সেখানে সুন্দরের কল্পনা নিরর্থক। এজন্যে জীবনের রূঢ় সত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলতে হবে।

০৩। নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো,
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক যে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে।
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার।
বিশ্ব মাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে।
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।

সারমর্ম: নিন্দুকের সমালোচনায় মানুষ সচেতন হয় এবং এতে করে তার নিজের ভুলগুলো শুধরিয়ে নেবার অবকাশ পায়। কাজেই নিন্দুককে শত্রুজ্ঞান না করে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করাই উত্তম।

০৪। একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে,
দহিল হৃদয় মন সেই ক্ষোভানলে।
ধীরে ধীরে, চুপি চুপি দুঃখাকুল মনে
গেলাম ভজনালয়ে ভজন কারণে।
সেথা দেখি একজন, পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ ঘুচিল আমার।
পরের দুঃখের কথা করিলে চিন্তন
আপনার মনে দুঃখ থাকে কতক্ষণ?

সারমর্ম: পরের জন্য দুঃখ অনুভব করলে নিজের দুঃখ হ্রাস পায়। পদহীন দুঃখীজনের কথা চিন্তা করলে কারো পায়ে জুতা না থাকার দীনতা মনে স্থান পায় না। আসলে পরের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করার মাঝেই আত্মতৃপ্তি নিহিত।

০৫। আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইবা কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
একসাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি,
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।

সারমর্ম: একা একা জীবন-যাপন করা কিংবা একা সুখ ভোগ করার মধ্যে প্রকৃত সুখ নেই। মানুষ পরস্পর আত্মার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং সবাই মিলে সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকার মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত।

০৬। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাবো– তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

সারমর্ম: যে নতুন শিশু জন্ম নিয়েছে, তাকে সমাদরে গ্রহণ করতে হবে এবং পুরাতনকে মৃত ও ধ্বংসস্তূপে স্থান করে নিতে হবে। সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করে এ পৃথিবীকে নতুন শিশুর বাসোপযোগী করে গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হবে প্রবীণদেরকেই।

০৭। পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ, সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে ততই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে, আসে নাই কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম: অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়ার মতো সুখ আর নেই। এ পৃথিবীতে মানুষ কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে আসেনি। সার্থক জীবনের লক্ষ্যে তাই সকলের মিলেমিশে বেঁচে থাকা উচিত।

০৮। বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে,
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া,
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম: সৌন্দর্য অনুসন্ধানের জন্য মানুষ অনেক সময় অনেক অর্থ ব্যয় করে দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। কিন্তু হাতের কাছে যে সৌন্দর্য পড়ে থাকে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। তাই সহজে উপভোগ্য সৌন্দর্য উপেক্ষিত থাকে।

০৯। আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে,
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

সারমর্ম: আঠারো বছর বয়স মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়। জীবনের দুর্যোগ ও বিপদের সময় এ বয়স অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একমাত্র এ বয়সের তারুণ্যই স্বপ্ন দেখে নতুন জীবনের। অদম্য এ বয়সের আছে- সকল দুর্যোগ ও দুর্বিপাক মোকাবিলার অসীম শক্তি। এ বয়সে তারুণ্য হাজারো বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নতুনত্বের দিকে এগিয়ে যায়।

১০। সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে।
জানি না তোর ধন-রতন আছে কিনা রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো দেখে আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

সারমর্ম: জন্মভূমিকে ভালোবেসেই কবি ধন্য। এর ধন-সম্পদ আছে কিনা তা তিনি হিসাব করেন না। জন্মভূমির আলো, তরুলতার ছায়া, ফুলের গন্ধ, চাঁদের হাসি কবির হৃদয়কে মুগ্ধ করে। তাই এর চোখ জুড়ানো আলোর মাঝেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চান।

১১। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

সারমর্ম: ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। একথা ঠিক, কিন্তু ক্ষমার ফলে যদি কেউ মাথা চাড়া দেয়, তাহলে নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করাই উত্তম। ক্ষমা যেখানে দুর্বলতার নামান্তর; সেখানে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা অন্যায়কারী এবং অন্যায়কে প্রশ্রয়দানকারী উভয়েই সমান অপরাধে অপরাধী।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার।
সর্বজন সর্বক্ষণ চলে সেই পথে
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে।
যে জাতি চলে না কভু তারি পথ ধরে,
তন্ত্রমন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে।

০২। কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠ ভরে দেই আমি কত শস্য ফল
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু নিচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে, সব হলে সমতল পারা,
নামিত কি ঝরণার সুমধুর ধারা?

০৩। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ সহে আপন হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।

০৪। তরুতলে বসে পান্থ শ্রান্তি করে দূর,
বিদায়ের কালে হাতে ডাল ভেঙ্গে লয়,
দুর্লভ মানব জনম পেয়েছ যখন,
পরার্থে আপন সুখ দিয়ে বিসর্জন,
ফল আস্বাদনে পায় আনন্দ প্রচুর।
তরু তবু অকাতর, কিছু নাহি কয়।
তরুর আদর্শ কর জীবনে গ্রহণ।
তুমিও হওগো ধন্য তরুর মতন।

০৫। আমি চাই মহত্ত্বের মহৎ পরান
মুকুতা মাণিক্য নিধি
আমারে দিওনা বিধি।
চাহিনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান।
বাঞ্ছিত পরান পেলে
মেগে নেব মনুষ্যত্ব শ্রেষ্ঠ উপাদান
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

০৬। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তার মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরম আত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

ভাব-সম্প্রসারণ

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার কৌশল

০১। প্রদত্ত কাব্যাংশ বা গদ্যাংশটি প্রথমেই কয়েক বার পাঠ করে অন্তর্নিহিত সত্যটির মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।
০২। কাব্যাংশে বা গদ্যাংশে প্রযুক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগ-সার্থকতা অনুধাবন করতে হবে।
০৩। মূলভাব-বস্তুর প্রকাশে বিভিন্ন শব্দ কীভাবে সাহায্য করছে, তা লক্ষ করতে হবে।
০৪। প্রারম্ভিক বাক্যটি সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ বর্জিত হলে তা সুরচিত, বস্তুনিষ্ঠ এবং ক্রিয়াপদ সংযুক্ত করে আকর্ষণীয় করতে হবে।
০৫। প্রযুক্ত বিভিন্ন শব্দ মূলভাবের সাথে যে ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে, সেগুলোকে সম্প্রসারিত করতে হবে।
০৬। ভাব-সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে কোনো ক্ষুদ্র কথিকায় কবি মহাপুরুষদের সুভাষিত বাণী মঞ্জুরীর দুই-একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উদ্ধৃতিটি যেন মূলভাব পরিস্ফুটনের সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজি কোটেশন ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এতে ভাব-সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়।
০৭। ভাব-সম্প্রসারণের আয়তন প্রবন্ধের ন্যায় বিশাল কিংবা সার-সংক্ষেপের মতো ক্ষুদ্র হবে না।
০৮। 'কবি বলেছেন' কিংবা এখানে 'কবির বক্তব্য হলো' এ ধরনের মন্তব্য ভাব-সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাবে না।
০৯। ভাব-সম্প্রসারণকে (১) মূল ভাব, (২) সম্প্রসারিত ভাব এবং (৩) উপসংহার তিনটি পয়েন্টে বিভক্ত করে লেখাই শ্রেয়।
১০। সর্বোপরি সহজ, সরল ভাষায় ভাব-সম্প্রসারণ লিখতে হবে।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন। [ঢা. বো.'২২, সি. বো.'১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: স্বদেশের প্রিয় মানচিত্র, দেশের গান, জাতীয় সংগীত আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঠিকানা এবং সঞ্জীবনী সুধা। মানুষ মায়ের মতোই জন্মভূমিকে ভালবাসে। প্রতিটি সুনাগরিকের কাছে মাতৃভূমি শান্তি ও সুখের নীড়। মানুষের হাসি, কান্না, প্রেম, আনন্দ, খ্যাতি ও গৌরব সব কিছুই তার জন্মভূমিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। স্বদেশ ও স্বজাতির হিত সাধনের বাসনা যার নেই সে পশুর সমতুল্য।

দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই নাগরিক জীবনের সার্থকতা নিহিত। একজন লোকের অর্থ-সম্পদ, লোকবল প্রচুর থাকতে পারে কিন্তু এগুলো দিয়ে তার মহত্ত্বের পরিচয় মেলে না। মহত্ত্বের পরিচয় পেতে হলে দেখা দরকার তার স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা আছে কতটুকু। ব্যক্তির মধ্যে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা থাকলেই সে প্রকৃত মানুষরূপে পরিগণিত হয়। মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না। তার ভিতরে যদি মহত্ত্বের গুণাবলি না থাকে তবে সে নামেই মানুষ, প্রকৃত মানুষ নয়। তখন তাকে একটি পশুর সাথে তুলনা করা যায়। কেননা, পশুও জন্মগ্রহণ করে, খাদ্য খায়, বংশ বৃদ্ধি করে এবং পরিশেষে মারা যায়। পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পশুর মধ্যে কোনো মহৎ গুণাবলি নেই যা মানুষের মধ্যে আছে। আর এ মহৎ গুণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বদেশপ্রেম। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, "দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ স্বদেশের উপকারে যার মন নেই তার ঈমানই নেই। মহৎ গুণ হচ্ছে দেশপ্রেম বা স্বদেশের উপকার করার ইচ্ছা। কিছু মানুষের মধ্যে যেমন এ ইচ্ছা প্রবল তেমনি কিছু মানুষ আছে স্বদেশবিমুখ, কৃতঘ্ন। যারা নিবেদিতচিত্তে দেশকে ভালোবাসে এবং দেশ ও জাতির উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই মানুষ, দেশপ্রেমিক তারাই। তারা যুগে যুগে, চিরকালের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে, মাতৃভূমিকে যে ভালোবাসে না, স্বদেশের উপকার ও কল্যাণের প্রতি যে ব্যক্তির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, এমনকি দেশের আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করেও যে দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসে না, সেই দেশপ্রেমহীন মানুষ, মানুষ নামের অযোগ্য এবং পশুর সমতুল্য। তাই প্রতিটি মানুষকে স্বদেশের ভালো-মন্দ চিন্তা করতে হয়। দেশের সংস্কৃতি ও তার ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই আমাদের সকলেরই উচিত স্বদেশের মান রক্ষা করা, এর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করা ও লালন করা এবং বিশ্বের বুকে তাকে তুলে ধরা। এর জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের উন্নয়ন কর্মে আত্মনিয়োগ করা। শিক্ষা, দীক্ষা, সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। আর যারা এসব করতে ব্যর্থ তারা মানুষরূপী পশু।

মূলত, স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা নিহিত। যিনি দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। দেশপ্রেমহীন মানুষ নিঃসন্দেহে পশুর সমান।

০২। রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

[চ.বো.,কু.বো.'২২,সি.বো.'১৯]

ভাব-সম্প্রসারণ: রাতের পর দিন এবং দিনের পর রাত, এভাবে দিন-রাতের আগমন একটি প্রাকৃতিক বিষয়। রাত গভীর হতে থাকলে পক্ষান্তরে প্রভাতের আগমনী ধ্বনিই শোনা যায়। রাত ও দিন একটি অপরটির পিঠাপিঠি অবস্থান করে। তাই একটি শেষ হলে অপরটি শুরু হয়। সংসারে আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে জীবনে এসবের কোনোটিই স্থায়ী নয়। একদিন জীবনে দুঃখের অবসান ঘটে সুখের সূচনা হয়। রাতের আঁধার শেষ হয়ে এক সময় প্রভাতের আলো দেখা দেয়। তাই রাতের আঁধার দেখে নিরাশ হলে চলবে না। শুভ সকালের জন্য প্রত্যাশা রাখতে হবে।

আলো আঁধারের খেলাই জীবনের বৈশিষ্ট্য। দিনভর উত্তাপ আলো ছড়িয়ে পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শুরু হয় এবং পুনরায় পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে রাতের অবসান হয়। রাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ সময়ের এক একটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে দিনের আবির্ভাব ঘনিয়ে আসে। মানব জীবনেও দুঃখ, সুখ পর্যায়ক্রমে আসে। একের অবস্থান অপরটির বিপরীতে। একটি যখন জীবন থেকে সরে যায় অপরটি আপনাআপনি সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু সুখ ভোগ কিংবা শুধু দুঃখ ভোগের মধ্যে দিয়েই কোনো মানুষের জীবন অতিবাহিত হয় না। সুখ ও কিছু দুঃখের সমন্বয়েই মানবজীবনও সার্থক হয়ে ওঠে। দুঃখকে অতিক্রম করে যে সুখ পাওয়া যায় তাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু অনেকে দুঃখে পতিত হয়ে বাঁচার আশা ত্যাগ করে, হতাশাগ্রস্তভাবে জীবনযাপন করে। তারা মনে করে জীবন তাদের দুঃখে গড়া। তাই সুখের আশায় উজ্জীবিত হওয়ার আশা নিরাশা মাত্র। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের ভাবা উচিত যে, দুঃখ যত ভারী হয় সুখও তত মধুর হয়। দিনের শেষে রাতের আঁধার এক সময় চারদিক গ্রাস করে। তখন অন্ধকারে জীবন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে রাত গভীর হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকারের ভীতি মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে। কিন্তু আঁধার চিরন্তন নয়, সাময়িক। এক সময় এ আঁধারের অবসান ঘটে প্রভাতের আলো দেখা দিবে। আঁধার দুঃখের প্রতীক আর আলো সুখের প্রতীক। আঁধার দেখে ভয় নেই এজন্য যে, এই আঁধার রাত পেরিয়েই সকালের আলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। গভীর রাত অর্থ সকালের কাছাকাছি আসা। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখ সুখের লীলাখেলা চলে। তবে দুঃখ দেখে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। একদিন দুঃখের অন্ধকার দূর হয়ে সুখের আলো দেখা দিবে। দুঃখ দেখা দিলে তা স্থায়ী হবে না; একদিন তার অবসান ঘটবে এবং সুখের দিন আসবে। তাই দুঃখ দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। বরং জীবনে দুঃখ দেখা দিলে তার অবসান ঘটতে দেরি হয় না। দুঃখে পড়া অর্থ সুখের দিকে ধাবিত হওয়া। সে রাতের গভীরতার মতোই দুঃখের অন্ধকার দেখে ভীত হওয়ার কারণ নেই। সুদিনের জন্য মানুষকে আশা করতে হবে। মানব জীবন কণ্টকমুক্ত নয়। জীবন চলার পথে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ পাশাপাশি অবস্থান করে। ফলে কখনো সুখ, আবার কখনো দুঃখ এসে জড়িয়ে যায় জীবনের সাথে। দুঃখ ছাড়া যেমন সুখ কল্পনা করা যায় না। তেমনি জীবন শুধু দুঃখে থাকে তাও ভাবা নিরর্থক। বেদনার শেষ সীমায় অবস্থান করে স্বাচ্ছন্দ্যক জীবনের খেয়া। অন্ধকার রাত্রির প্রহর কেটে দেখা দেয় সোনালি ঊষা। তাই দুঃখের আঁধারে জীবন ঢেকে গেলেও হতাশ হবার কিছু নেই। কারণ দুঃখের পর এক সময় সুখ আসতে বাধ্য। রাত যতই গভীর হয় ততই তা দিনের সান্নিধ্যে আসে- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তেমনি দুঃখ-বেদনা বিপদ-আপদ যতই গভীর থেকে গভীরতর হয় বুঝতে হবে সুখের সোনালি প্রভাত ততই নিকটে। এ প্রসঙ্গে বার্নার্ড জোসেফ বলেছেন, "এমন কোনো রাত নেই যার ভোর হবে না।"

অমাবশ্যার গভীর আঁধারেও চাঁদের আলো হারিয়ে যায়। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো তখন কালো অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়লেও তা সাময়িক, কিছুক্ষণ পর আবার সারা পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষের জীবনও তেমনি। মানুষের জীবন হলো সুখ এবং দুঃখ দিয়ে গাঁথা এক বিচিত্র মালার মতো। নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ কোনো মানুষের জীবনে স্থায়ী হয় না। তার জীবনে যখন আসে দুঃখের অমানিশা, দুঃখ বেদনা তখন অসহ্য বোধ হয়। মনে হয় সেই দুঃখ রজনীর বুঝি শেষ নেই। কিন্তু অবশেষে তার দুঃখ বেদনার সেই অমানিশার অবসান হয়। কারণ, নিকষ কালো অন্ধকারই কেবল মানুষের জীবনে অনিবার্য সত্য নয়, সেই আঁধারের বুকেই আবার উদিত হয় অস্তমিত চাঁদ আর রাতের পরেই প্রভাত সূর্যের আবির্ভাব ঘটে। মানুষের জীবনেও তেমনি দুঃখের আঁধারে সুখের আলো লোপ পায়, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। দুঃখের পর সুখ আসতে বাধ্য। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ পালাক্রমে আসে। কাজেই কখনো দুঃখ এলে ভেঙে পড়লে চলবে না, কারণ দুঃখের আড়ালেই সুখ লুকায়িত। আর দুঃখকে অতিক্রম করে প্রাপ্ত-সুখই প্রকৃত সুখ।

০৩। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। [চ. বো., দি. বো.'১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: শিক্ষা ও সুশিক্ষা দুটি ভিন্ন অবস্থা। শিক্ষা বলতে সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বুঝায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মৌল মানবিক জ্ঞানার্জন, মানুষের বিবেক বুদ্ধি নৈতিকতার উন্নয়ন প্রভৃতি সুশিক্ষার সাথে সম্পর্কিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। সুশিক্ষিত হতে হলে সৃজনশীল অনুভূতি এবং প্রায়োগিক প্রজ্ঞা অর্জন প্রয়োজন। কেননা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানশক্তি অর্জন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। কেননা অন্যান্য প্রাণী বা জীবের চেয়ে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, আচার-আচরণ ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি দিক থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি ও জন্মগতভাবেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে অধিকতর উন্নত বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। পরবর্তীতে পৃথিবীর আলো বাতাস পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সে তার মানবীয় আচরণ আয়ত্ব করে এবং ধীরে ধীরে তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে এবং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। শিক্ষা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষের আচরণের পরিবর্তন বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। একটি শিশুর জন্ম লাভের পর থেকেই তার শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এ প্রক্রিয়া তার মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন এ সময়েই মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়া সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কেননা একটি শিশুর আচরণ তার আগ্রহ, তার শিক্ষার ধরন বা অগ্রগতি দেখে অতি সহজেই অনুমান করা যায় শিশুটির ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে। উপযুক্ত পরিবেশ, সেবাযত্ন এবং উপযুক্ত শিক্ষা পেলে শিশুটি একদিন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বুঝি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত পরীক্ষা পাসের শিক্ষা। বিদ্যায়তনের পড়াশুনা আজ জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, জীবিকার্জনের জন্য। তাই বিদ্যায়তনের প্রচলিত শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রি নিলেই সুশিক্ষা লাভ করা যায় না। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণগুলো জানা সত্ত্বেও কুসংস্কারবশত নাককাটা, ঠোঁটকাটা সন্তান জন্মদানের ভয়ে তার স্ত্রীকে সে সময় মাছ বা তরকারি কাটতে নিষেধ করেন তাহলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে তার জীবনচর্চার সংযোগ ঘটে নি। এমন অনেক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি আছেন যারা বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে অস্বীকার করে কঠিন অসুখ-বিসুখের সময় তাবিজ-কবজ বা ঝাড়-ফুঁকের আশ্রয় নেন। এরূপ শিক্ষিত লোককে সুশিক্ষিত বলা সঙ্গত নয়। যে ব্যক্তি নিজের মনকে নানা রকম প্রথা ও সংস্কারে বেঁধে রেখেছেন, পরীক্ষায় পাস করে উচ্চ ডিগ্রি লাভ করলেও তাকে সুশিক্ষিত বলা যায় না। পক্ষান্তরে, অনেক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি ছাড়াও দেশ ও জাতি তথা বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, নিউটন, গ্যালিলিও, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরা স্ব-শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন বলেই মরেও অমর হয়ে আছেন। শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটি ধারণা রয়েছে যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করেন। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদান করতে পারেন না। শিক্ষা দান সাপেক্ষ বিষয় নয়, গ্রহণসাপেক্ষ। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহা জাগিয়ে তোলা। শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায়ই জ্ঞানার্জন করতে হয়। সুতরাং নিজের নিরলস চেষ্টা ও আগ্রহ ব্যতীত সুশিক্ষিত হওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। যে ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় শিক্ষা অর্জন করেন তিনি স্বশিক্ষিত। আর স্বশিক্ষিত লোকই সুশিক্ষিত। মূলত, নিজের চেষ্টা, আগ্রহ এবং কঠোর অনুশীলন দ্বারা সুশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব এবং এটাই স্বশিক্ষা। এভাবে যারা বিদ্যা অর্জন করেন তারাই প্রকৃত শিক্ষিত।

০৪। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। [ব.বো.'১৭]

ভাব-সম্প্রসারণ: পরবশ্যতা বা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে ভূখণ্ডগত স্বাধীনতা অর্জন নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য বিষয় অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করে তার সুফল নাগরিক জীবনে নিশ্চিত করা।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। স্বাধীনতা অর্জন করা পরাধীন জাতির জন্য খুবই কষ্টকর। কারণ স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি কখনোই খুব সহজ পথে পদানত জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে দেয় না। বহু কষ্ট, সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার পর স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। অনেক লোকের প্রাণান্তকর সংগ্রামের পর, অঢেল রক্তের বিনিময়ে শোষকের নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বিনা আয়াসে, বিনা সংগ্রামে, কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার না করে কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এত কষ্ট, এত ত্যাগ, এত রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়, তা রক্ষা করা বা তার স্থায়িত্ব বিধান করা আরো কষ্টকর। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও বহিঃশত্রুর হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তখন একদিকে থাকে পরাজিত শক্তি ও তাদের দেশীয় অনুচরদের জিঘাংসা ও

মরণকামড়ের জ্বালা, অন্যদিকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির অভ্যন্তরীণ রেষারেষি। পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। আর এ ক্ষেত্রে রয়েছে মানুষের নানাবিধ সমস্যা। অনেক সময় এ সমস্যাই সৃষ্টি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার। ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে দেখা দেয় হতাশা, কমে যায় কর্মোদ্দীপনা, সর্বোপরি জাতীয় উন্নতি মুখ থুবড়ে পড়ে। তখন স্বাধীনতার গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্ম রক্ষা করার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, বাক্স্বাধীনতা রক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিধান প্রভৃতি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হলেই কেবল স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করা যায়। স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য থাকা দরকার। স্বাধীনতার শত্রু ছড়িয়ে আছে দেশের ভেতরে ও বাইরে। তারা স্বাধীনতা বিনষ্ট করার জন্য সদা তৎপর। জাতিকে তখন দু'দিকের শত্রুর সাথে লড়তে হয়। তাই স্বাধীনতা রক্ষার কাজটি অনেক কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণকে অনেক বেশি চেষ্টা ও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে মাঠে, কল-কারখানায় অবিরাম কাজ করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত করে দেশকে রক্ষা করার জন্য আর্থিক ও আত্মিক দিক দিয়ে উন্নত ও মননশীল জাগ্রত জনতা সৃষ্টি করতে হয়। তাহলেই দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আর বিপন্ন হয় না। এ ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করলেই হয় না, একে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে হয়। কিন্তু এ কাজ স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কঠিন। মূলত, স্বাধীনতা কথাটা যতই মধুর হোক না কেন তা অর্জন করা বড় কঠিন। আর সে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা, স্থিতিশীল রাখা আরোও কঠিন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটি নাগরিককে তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ। [রা. বো., য. বো.'২২]

০২। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে। [সি. বো.'২২]

০৩। মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই। [ব. বো.'২২]

০৪। অতৃপ্তিই অসুখের মূল। [দি. বো.'২২]

০৫। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। [ম. বো.'২২]

০৬। মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়। [ঢা. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭, রা. বো.'১৭, য.বো.'১৭]

০৭। জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। [রা. বো.'১৯]

০৮। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে অর্জন করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র। [চ. বো.'১৯]

০৯। রাত্রে যদি সূর্য শোকে ঝরে অশ্রুধারা,
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা। [কু. বো.'১৯]

১০। পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে। [য. বো.'১৯, দি. বো.'১৯]

১১। গতিই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। [কু. বো.'১৭]

১২। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য নয়, চাই প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ। [সকল. বো.'১৮]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাব-সম্প্রসারণ: দণ্ডদাতা অপরাধীকে নিরাসক্তভাবে নির্মম দণ্ড দান করেন। কিন্তু তা অবিচারেরই নামান্তর। কারণ, দণ্ডের আঘাতে দণ্ডিতকে যে বেদনা দেবে, তার গভীরতা যদি দণ্ডদাতা উপলব্ধি করতে অক্ষম হন, তাহলে বিচারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তখন তা হয়ে যায় দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। বিচারের উদ্দেশ্য হলো, অপরাধীর হৃদয়ের সংশোধন এবং সেক্ষেত্রে বিচারককে হতে হবে সংবেদনশীল।

ন্যায়ের শুভ্র পাষাণ-বেদির ওপর বিচারকের আসন পাতা। নিরপেক্ষভাবে অপরাধ নির্ণয় করে তাকে শাস্তি দান করাই বিচারকের কর্তব্য। বিচারকের কর্তব্য তাই বড় সুকঠিন। ন্যায়-অন্যায় নিয়েই আমাদের কর্মজীবন। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বত্র সাধুবাদ পেয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যায়কারী হয় দণ্ডিত। অপরাধের দণ্ড প্রদান করা হবে- এটা সবার কাম্য, অপরাধীকে দণ্ডপ্রদানই স্বাভাবিক। দণ্ডপ্রদান বিচারকার্যের অঙ্গ। কিন্তু সমাজে আমরা দেখি অনেক সময় অপরাধের যথাযথ বিচার হয় না, আবার কোনো কোনো সময় বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির কারণে বিনা অপরাধেও দণ্ডপ্রাপ্ত হয় কেউ কেউ। তবে যিনি বিচারক তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত সুকঠিন। অপরাধীর বিচার যথাযথভাবে নির্ণয় করার জন্য তাঁকে শুধু আইনের সুকঠোর প্রয়োগ ছাড়াও আবেগ-অনুভূতি ও মানবিক বিষয়গুলো ভেবে দেখতে হয়। অন্যায় করেছে বলে অন্যায়কারীকে যথোচিত শাস্তি দিতে হয় বটে, তবে সে শাস্তি যান্ত্রিক না হওয়াই কাম্য। কারণ, অন্যায়কারীও মানুষ। অন্যায়কারী হিসেবে তার শাস্তি প্রাপ্য, একইসঙ্গে একজন মানুষ হিসেবে তার প্রাপ্য সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা। তাই তাকে সংশোধনের পথ দেখাতে হবে। তার নির্মল জীবনযাপনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে হবে। অপরাধীকে ন্যায়ের পথে আনাই বিচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র বাইবেলে ঘোষিত হয়েছে, 'পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়।' তাই অপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে হবে। একমাত্র সহানুভূতি মিশ্রিত দণ্ডই পারে অন্যায়কারীর মনে অনুশোচনা জাগাতে; অন্যথায় তার মনে আইনের প্রতি লেশমাত্র শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না, সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীকে বুঝিয়ে দিতে হবে অপরাধ নিন্দনীয়। তবে এই মমত্বের অর্থ এই নয় যে, বিচারক গুরু পাপে লঘু দণ্ড দেবেন। তাহলে বিচারকার্য ব্যাহত হবে। এ প্রসঙ্গে এ উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য- 'অপরাধীর প্রতি সহৃদয় অনুভূতিহীন বিচারক প্রকৃত বিচারক নয়।' বিচারক অবশ্যই তার পবিত্র দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ আসন থেকে নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এটাই সকলের কাম্য। তাই বিচারক যখন কঠিন দণ্ড প্রদান করেন- তিনি যে আইনের অমোঘ বিধানেই সেই কঠিন দণ্ড বা শাস্তি দিচ্ছেন- সেই নিরপেক্ষতার মধ্যে যে কঠোরতা আছে তাও তাকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ বিচারক যখন অপরাধীর বিচার করেন তখন যদি দণ্ডিতের ব্যথার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন তখনই সেটা হয় সুবিচার।

মূলত, অপরাধীর শাস্তি বিধানে বিচারক একদিকে যেমন সুকঠিন থাকবেন, অন্যদিকে তেমনি সুকোমল হৃদয়ের অধিকারী হবেন। পাপকে যেমন ঘৃণা করবেন তেমনি পাপীর প্রতি দেখাবেন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশোধনমূলক সহানুভূতি। তবেই তা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

০২। দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।

ভাব-সম্প্রসারণ: বিদ্যা মানবজীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। বিদ্যা জ্ঞানী লোকের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তির হৃদয় ও মন সর্বদাই আলোকিত ও পবিত্র থাকে। তাঁকে সবাই সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি দুর্জন বা চরিত্রহীন হয় তবে সে হয় সমাজের শত্রু। সে সমাজকে কলুষিত করে। তাকে সবাই ঘৃণা করে ও পরিত্যাগ করে।

মানুষের মৌল মানবিক উৎকর্ষ গুণগুলোর সমন্বিত রূপকে চরিত্র বলা হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, "বাক্যে, কার্যে এবং চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষিত হলে মানুষের মনে যে একটি পবিত্রভাব ফুটে ওঠে, তাকে চরিত্র বলে অভিহিত করা হয়।" দুর্জন ব্যক্তির এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিবর্জিত হয়। এরা যতই শিক্ষিত হোক না কেন তাদের এ শিক্ষা বা বিদ্যা মূল্যহীন। তারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু করতে পারে না। তাদের সংস্পর্শে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরপক্ষে বিদ্যা মানুষের ভূষণ। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র সম্মান পেয়ে থাকেন। বিদ্যার সংস্পর্শে এলে মানুষ জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে এবং তার চরিত্র গঠনেরও সুযোগ পায়। বিদ্বান ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তার সাহচর্য সকলেই কামনা করে। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি যদি বিদ্যার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চরিত্রহীন ও সংকীর্ণমনা হয় তবে তার সংস্পর্শ কারো কাম্য নয়। এরূপ লোকের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতি সাধিত হয় না। দুর্জন সেই ব্যক্তি যে নিজের স্বার্থ আদায়ে অন্যায়-অবিচারের পথে পা বাড়ায়। এ ধরনের লোক বিদ্বান হলেও তার সান্নিধ্য কেউ কামনা করে না। সে সকলের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাপ বিষধর প্রাণী। সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান। তাই বলে মণির আশায় কেউ সাপের সাহচর্য প্রত্যাশা করে না। কেননা, এতে সাপের বিষাক্ত ছোবলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশঙ্কা থাকে। একজন দুর্জন বিদ্বান ব্যক্তির বিদ্যা সাপের মাথার মণির তুল্য। যেসব লোক উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু নির্গুণ এবং চরিত্রহীন তারা বিষধর সাপের ন্যায় ভয়ঙ্কর। তার সংস্পর্শে এসে বিদ্যা অর্জন করাতে জীবনে কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না বরং তার সাহচর্যে যে ব্যক্তি আসে সে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছায়। তার নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হয়ে পড়ে। চরিত্রই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে সে আর মানুষ থাকে না, অমানুষে পরিণত হয়। প্রবাদ আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

চরিত্রহীন বিদ্বান ব্যক্তি দুর্জনই নয় কেবল, জ্ঞানপাপীও। জ্ঞানপাপীর সংস্পর্শ বিপজ্জনক, সমূহ ক্ষতির কারণ। তাই দুর্জন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও সে ভয়ঙ্কর এবং সমাজের জন্য বিপজ্জনক। তার সঙ্গ সযত্নে পরিহার করা উচিত। তাকে সকলেই ঘৃণা করে কেননা এদের দ্বারা মানবতা পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। ফলে তারা পরিত্যাজ্য।

০৩। কীর্তিমানের মৃত্যু নাই।

ভাব-সম্প্রসারণ: মানুষ মরণশীল; এটা চিরন্তন সত্য। তবুও মানুষ তার সৎ কর্মের মাধ্যমে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। সেজন্য যাঁরা কীর্তিমান তাঁরা তাঁদের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানব সমাজে বেঁচে থাকে বহুযুগ ধরে। বস্তুত, কীর্তিমানের মৃত্যু নেই।

এ নশ্বর পৃথিবীতে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোনো মানুষই এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। একদিন তার মৃত্যু হবেই- এটা চিরন্তন সত্য। কিন্তু নশ্বর জীবনেও কল্যাণময় কার্যাবলির মাধ্যমে অবিনশ্বর হওয়া যায়। মানুষ তার নিজস্ব কার্যাবলির দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারে। কর্মই তাকে মহিমাদীপ্ত করে। বয়স বেশি হলেই বাঁচা সার্থক হয়ে ওঠে না। কারণ নশ্বর জীবনে তাকে একদিন মরতেই হবে। মরার পর কেউ তাকে স্মরণ করবে না; বরং সে যদি এ ক্ষুদ্র পরিসর জীবনে মানবকল্যাণের জন্য সুকীর্তির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে তবে সে মরে গিয়েও চিরকাল মানব-হৃদয়ে অমর হয়ে থাকতে পারবে। মানুষের দেহের মৃত্যু আছে কিন্তু তার মহত্ত্ব, কীর্তি ও মহিমার কোনো মৃত্যু নেই। তা যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে চির অম্লান হয়ে থাকে। দৈহিক মৃত্যু ঘটলেও তাদের কীর্তির মৃত্যু হয় না। মহামানবরা তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কিছুই করেন না। পরের জন্য তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এ পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এ পর্যন্ত অনেক মানুষই জন্মগ্রহণ করেছে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কর্মগুণে মানুষের হৃদয়ে সমাসীন রয়েছেন। একমাত্র যারা মহত্ত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তাদের জীবনই সার্থক। মানুষের জীবনে যদি মহত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য না-ই থাকল তবে তার সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য রইল কোথায়?

প্রাণিজগতে কচ্ছপ হাজার বছর বাঁচে কিন্তু তাতে পৃথিবীর কিছুই যায় আসে না। পৃথিবীতে বহু লোক অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেও অমর হয়ে আছেন। কিশোর কবি সুকান্ত তাঁর কবিতার মধ্যে বেঁচে আছেন। বালক ক্ষুদিরাম দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে অমর হয়ে আছেন। ডিরোজিও, কবি মধুসূদন, শেলী, কীটস প্রমুখ স্বল্পায়ু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের কীর্তির জন্য আজও চির অম্লান হয়ে আছেন। তাঁদের অবদান কেউ ভুলতে পারবে না। সুতরাং নাম-গোত্রহীন দীর্ঘজীবনের অধিকারী হওয়া অপেক্ষা গৌরবময় জীবনের স্বল্পায়ু হওয়াই কাম্য। গতিশীল এ পৃথিবীতে কর্মই মানুষকে অমরতা দান করে। কারো জীবনে যদি সুকর্ম না থাকে তারপক্ষে এ পৃথিবীতে অমর হওয়া সম্ভব নয়।

০৪। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: সাধারণ মানুষের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তাই প্রকৃত ধন। পক্ষান্তরে, বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য যে ধন ব্যয় হয়, তা প্রকৃত ধন নয়। কেননা, যে ধন বা অর্থ দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, সে ধন অর্থহীন।

ধন অর্জনের প্রতি মানুষের মোহ দুর্নিবার। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মানুষ ধন উপার্জন করে থাকে। মাঝে মাঝে ধনের মোহে সে এতটা মোহিত হয়ে পড়ে যে, তখন তার আর মনুষ্যত্ব থাকে না। সে যত পায়, আরও তত চায়। সম্পদ জমে জমে পাহাড়ের মতো স্তূপাকার হয়ে উঠে, কিন্তু সম্পদ আহরণের প্রকৃত অর্থ সে অনুভব করতে পারে না। বিত্ত আর বৈভবের প্রাচুর্য তাকে পাগল করে তোলে। অর্থের জোরে সে হয়ে উঠে স্বেচ্ছাচারী। তার সঞ্চিত অর্থ তখন অপকাজেই বেশি ব্যয় হয়। অর্থ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে সে বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। কিন্তু তাতে সে সুখ পায় না। কোনো কোনো বিত্তবান ব্যক্তি আরো বিত্ত লাভ বা আরো বিলাসব্যসনে দিনযাপনের জন্য অসহায় মানুষের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নেয়। এতে সমাজকে যেমনি সে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি নিজের জন্যও বয়ে আনে মহা অকল্যাণ। এভাবে অর্থ উপার্জনের মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। এ ধন জাতীয় শক্তির উৎস হতে পারে না। বিশ্বের সব মহামানবই একথা প্রচার করেছেন যে, ধন-সম্পত্তি কেবল একার ভোগের জন্য নয়। তাই বিলাসিতার স্রোতে গা না ভাসিয়ে অপরের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা উচিত। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিলাসিতা কোনো ধন নয়- এক ধরনের ধোকামাত্র। সত্যিকারের ধন কাউকে বিস্মিত বা অভিভূত করার লক্ষ্যে নয়। মানুষের মঙ্গল করার যে প্রচেষ্টা, সেটাই আসল ধন। সদিচ্ছা থেকে উৎসারিত যে-কোনো কর্মকাণ্ডই আসলে আধুনিকতার বা সভ্যতার সত্যিকারের পথ দেখায়। যার কারণে আমাদের মনে রাখতে হবে অর্থের প্রাচুর্য ও উজ্জ্বলতা নয়; বরং মানুষের কল্যাণ সাধনই আসল কথা। মঙ্গল বাসনা থেকে যে কর্মের জন্ম হয় না, সে কর্মের তাৎক্ষণিক আবেদন যতই মোহ জাগিয়ে দিক শেষ পর্যন্ত তার কোনো মূল্য নেই। সৎ প্রেরণা থেকে উৎসারিত কর্মই প্রকৃত ধন; যার অবদানে মানবসভ্যতা সর্বদাই উপকৃত হয়েছে।

বিলাসিতা দ্বারা কখনই নির্মল আনন্দ লাভ করা যায় না। মানুষের সেবায় যদি ধন ব্যয় করা যায়, তাহলেই অপার তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব। ভোগেই প্রকৃত সুখ নয়। ত্যাগেই প্রকৃত সুখ।

০৫। **'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?**
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক; মানুষেতে সুরাসুর।'

ভাব-সম্প্রসারণ: স্বর্গ ও নরক নিয়ে মানুষের মনে কল্পনার শেষ নেই। আদিকাল থেকে স্বর্গ-নরকের কল্পিত অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের কৌতূহলেরও শেষ নেই। তবে আমাদের এ চলমান জীবনেই আমরা স্বর্গ-নরকের অবস্থিতি অনুভব করি।

অপার্থিব জগতে স্বর্গ ও নরক দুই-ই বিপরীতধর্মী স্থান। যুগ-যুগান্তরের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মনে করে পৃথিবীর বহু ওপরের অনন্ত জ্যোতিপুঞ্জের মাঝে স্বর্গের অবস্থান আর এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার স্থানে নরক বিরাজিত। এ জীবন সাঙ্গ হলেই কেবল সেসব দেখবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য তার হবে। হয়ত এসবের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘ সময়, পাড়ি দিতে হবে যোজন যোজন পথ। সকল ধর্মেই স্বর্গকে এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত স্থানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কেবল পুণ্যাত্মাগণই এখানে প্রবেশের অধিকার পাবেন। আর যারা দুরাত্মা, যারা পাপাচারী তারা নিক্ষিপ্ত হবে নরকের ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডলির মাঝে। মানুষের এরূপ বিশ্বাস নিছক কল্পনামাত্র।প্রকৃতপক্ষে, স্বর্গ এবং নরক পারলৌকিক কোনো বস্তু নয়। এ পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং নরক বর্তমান। স্নেহ প্রেম, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে এই ধুলোমাখা মাটির পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠতে পারে। আবার ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি রিপু দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ এ পৃথিবীকে বানাতে পারে নরকের আঁধার। ভালো কাজ করলে মানুষের প্রশান্ত মনে এক অনাবিল শান্তি নেমে আসে। স্বর্গীয় হাসিতে তার মুখমণ্ডল তখন উদ্ভাসিত হয়। আর মন্দ কাজ করলে, বিবেকের দ্বারা সে পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। অর্থাৎ স্বর্গ নরক আমাদের এই মাটির পৃথিবীতেই রয়েছে, কোনো সাত অসমানের উপরের বস্তু নয়।

পৃথিবীতে মানুষ তার ভালো কাজের মাধ্যমে স্বর্গের সুধা এবং খারাপ কাজের মাধ্যমে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। এ ধরাতলে শান্তি আর করুণার ধারা যদি নেমে আসে তাহলে দূরের স্বর্গ আর দূরে থাকবে না।

০৬। **অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে**
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ভাব-সম্প্রসারণ: অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী উভয়েই সমান অপরাধী। বিশ্বের ন্যায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে উভয়ের কারো জন্যেই ক্ষমা নেই। বিশ্বের ন্যায়-দেবতার ঘৃণা একদিন না একদিন তাদের উভয়কেই তৃণের মতো দগ্ধ করবে। তা থেকে কারো মুক্তি নেই। প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই ন্যায়বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ। তার বিবেকের শুভ্রতম এবং শুদ্ধতম বেদিতে ন্যায়াধীশের আসন পাতা। আর সমাজকে যারা উৎপীড়ন করে, ব্যক্তির অধিকারকে যারা হরণ করে, মানুষের বহু অভিজ্ঞতা এবং প্রযত্নে রচিত আইন ও শৃঙ্খলাকে যারা বিঘ্নিত করে তারা নিঃসন্দেহে অন্যায়কারী। অন্যায়ের যেমন বহুক্ষেত্র আছে, অপরাধেরও তেমনি মাত্রার তারতম্য আছে। এই মাত্রা অনুসারেই অন্যায়কারীর অপরাধের পরিমাপ করা হয়। আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়কারী বা অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলে বিবেচিত। কিন্তু অন্যায়কে যারা নিঃশব্দে সহ্য করে, তারাও কি পরোক্ষভাবে পাপের প্রশ্রয় দিয়ে সমান অপরাধী নয়? অবশ্যই তারাও সমান অপরাধী। উদার মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য অন্যায়কে ক্ষমা করা বা দয়া দেখিয়ে অন্যায়কারীকে আশ্রয় দেওয়ার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব তো নেই-ই; বরং তাও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধের কাজ। সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে যেমন রয়েছে অপরাধের প্রবণতা, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রয়েছে অন্যায়কে মানিয়ে চলার মানসিকতা। এই মানসিকতায় কতখানি ক্ষমাশীলতা, কতখানি ঔদার্য, কতখানি সহনশক্তি তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। অন্যায়কে সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্যে মানবচরিত্রের দুর্বলতম দিকেরই প্রকাশ ঘটে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দান করলে পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। বস্তুত মানুষ শুধু তিতিক্ষা ও করুণাবশতই অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে না, তার এই মনস্তত্ত্বের নেপথ্যে রয়েছে এক আত্ম-পলায়নি মনোভাব। নিজেকে অপরাধীর সংস্রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকেই সে নিরাপদ বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষেরই এই নির্লিপ্ত নিস্পৃহতা অন্যায়কারীকে পরোক্ষভাবে সাহস যুগিয়েছে। স্বার্থভীরু আত্মমগ্ন মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠতে ভয় পায়। এভাবেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা কালক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে; অত্যাচারীরা নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলে।

মানব সংসারে অন্যায়কারীরা ঘৃণিত হলেও অন্যায় সহ্যকারী কিংবা ক্ষমাকারীরা অনেক সময় ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয় না। মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের এই চেতনাও ভ্রান্ত। অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহ্যকারীও সম-অপরাধে অপরাধী। মনুষ্যত্বের বিচারে মানুষের এই বিকৃতিও ক্ষমার অযোগ্য। বিশ্ববিধাতার ঘৃণার রুদ্র রোষানলে অন্যায়কারীর মতো অন্যায় সহ্যকারীও বিশুষ্ক তৃণের মতো ভস্মীভূত হবে। আসলে বস্তুজগতের স্থূল বিচারে সে নিরাপরাধের ছাড়পত্র পেলেও নিখিল বিশ্বমানবতার দরবারে তার অপরাধের রেহাই নেই। কারো অপরাধ ক্ষমা করার মধ্যে যে উদারতা আছে তা মনুষ্যত্বেরই পরিচয়। কিন্তু ক্ষমার মাত্রা থাকা চাই। অন্যায়কারী যদি ক্ষমা পেয়ে বারবার অন্যায় করতে থাকে তবে সে ক্ষমার যোগ্য নয়। এতে তার অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। এই ধরনের অন্যায়কারীর অন্যায় ক্ষমা করা কোনো মহৎ ব্যক্তির কাজ হতে পারে না; বরং সেও অন্যায়কারীর মতো সমান অপরাধী হবে।

বস্তুত, অন্যায় যে করে সে যেমন সমাজে নিন্দনীয় ও ঘৃণার পাত্র, তেমনি অন্যায়কে যিনি বিনা বাধায়, মৌনতা অবলম্বন করে প্রশ্রয় দেন তাকেও ঘৃণার পাত্র ও নিন্দনীয় ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

০২। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই ধর্ম।

০৩। অভাব অল্প হলে দুঃখও অল্প হয়ে থাকে।

০৪। জল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর।' জেলে কহে, 'মাছ পাওয়া হবে তবে ভার'।

০৫। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে
সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

০৬। পড়িলে বই আলোকিত হই
না পড়িলে বই অন্ধকারে রই।

০৭। জ্ঞানশক্তি অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

০৮। দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে, 'আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

০৯। দুর্নীতি জাতীয় জীবনে অভিশাপস্বরূপ।

১০। শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

১১। প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত বাঁচিবার অধিকার তারই।

১২। মনেরে আজ কহ যে
ভালো-মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।

১৩। সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

১৪। যে সহে, সে রহে

১৫। কর্তব্যের কাছে ভাই-বন্ধু কেহ নাই।

১৬। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

১৭। বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

১৮। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

১৯। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।

২০। আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অথবা, স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে; সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

অথবা, পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

২১। তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?

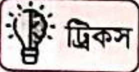
২২। জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো।

২৩। গ্রন্থগত বিদ্যা আর পর হস্তে ধন
নহে বিদ্যা নহে ধন, হলে প্রয়োজন।

২৪। প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন না থাকলে মানুষ হয় না।

প্রশ্ন নং ১১ সংলাপ অথবা খুদে গল্প লিখন

সংলাপ লিখন



- বাংলা সাহিত্যে সংলাপনির্ভর রচনা হলো নাটক। কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সংলাপ রচনা করতে বলা হয়। সংলাপ রচনার অভ্যাস আমাদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে। অপরদিকে, খুদে গল্প মূলত ব্যক্তির ভাব, চিন্তা ও অনুভূতির শিল্পময় প্রকাশ। খুদে গল্প রচনার অনুশীলন আমাদের চিন্তার গভীরতা বৃদ্ধি করে।
- ১১ নং প্রশ্নে সংলাপ ও খুদে গল্প লিখন আসবে এবং যেকোনো একটির উত্তর দিতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ১০।
- সংলাপ সহজ–সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে এবং বক্তা দুজনই সমানভাবে কথা বলবে। সংলাপে যুক্তিমূলক বিষয় থাকলে অবশ্যই যুক্তির মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।
- খুদে গল্প রচনার ক্ষেত্রে গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণ করতে হবে এবং উপযুক্ত ঘটনা–বিন্যাস ও পরিবেশ রচনার মাধ্যমে গল্পটি লিখতে হবে।
- সংলাপ অথবা খুদে গল্প-দুটি বিষয়েই তোমার মুখস্ত বিদ্যার তুলনায় সৃজনশীল চিন্তাশক্তি কাজে লাগাতে হবে বেশি। খুদে গল্পে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো গল্পটিকে যেকোনো দিকে মোড় দিতে পারো। কিন্তু সেই লেখাটি প্রাসঙ্গিক না হলে নম্বর কমে যাবার শঙ্কা থেকে যায়। সংলাপে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ভেতর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বলে প্রাসঙ্গিক লেখা এখানে সহজ হয়।
- সুতরাং যদি তোমার ফ্রি-হ্যান্ড রাইটিং দক্ষতা ভালো না হয় সেক্ষেত্রে সংলাপ অংশের উত্তর করাই বাঞ্ছনীয়।

সংলাপ লেখার কৌশল

০১। সংলাপের শুরুতে এবং শেষে সৌজন্যমূলক অভিব্যক্তি থাকবে।
০২। সংলাপের সকল চরিত্র সমানভাবে কথা বলবে।
০৩। বক্তার পরে ও সংলাপের আগে কোলন ব্যবহার করতে হবে।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে সতর্কতা বিষয়ে দুই শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো.'২২]

লতিফ : বন্ধু, বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা তো দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে!

সাথী : ঠিক বলেছিস লতিফ। প্রতিদিনই লাখ লাখ নতুন সংক্রমণের খবর পাচ্ছি। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর আসছে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে। এ দিকে আমরাও গৃহবন্দি জীবন কাটাচ্ছি। আর ভালো লাগছে না। সাথে নিজে আক্রান্ত হবার ভয় তো রয়েছেই।

লতিফ : তা ঠিক, কিন্তু ঘাবড়ে গেলে তো চলবেনা বন্ধু। আমাদের সচেতন থাকতে হবে যাতে এ ভাইরাস আমাদের আক্রমণ করতে না পারে। যতদিন না এর কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

সাথী : সে তো ঠিক আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা মতো তো প্রতিনিয়ত মাস্ক পড়ছি, হাঁচি-কাশির সময় সাবধান থাকছি, সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি, কাপড়-চোপড় সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করছি। কিন্তু শুধু শুধু ঘরে আর কতদিন বসে থাকা যায়। শেলফের সব বই শেষ, নেটফ্লিক্সের সব সিরিজ দেখা শেষ। আর তো কিছু করার খুঁজে পাচ্ছি না।

লতিফ : এখন তো আর দেশে লকডাউন চলছে না। তুই চাইলেই বাইরে যেতে পারিস। শুধু লোকসমাগম এড়িয়ে চলবি আর বাড়ি ফেরার পর জামা-কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিবি।

সাথী : হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু বাইরে গেলেও কেমন জানি ভালো লাগেনা। সবার মুখে কেমন এক বিষাদের ছায়া। নানা দুর্বিপাকে জনজীবন বিপর্যস্ত। সাথে আছে স্বাস্থ্যখাতে সমন্বয়হীনতা আর দুর্নীতি।

লতিফ : হ্যাঁ, কিন্তু কি আর করবি। কিছু স্বার্থপর মানুষের কারণে সাধারণ মানুষকে এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তবে তোকে আমি দু'টো সুখবর দিতে পারি।

সাথী : কী খবর, শুনি?

লতিফ : বিজ্ঞানীরা করোনার টিকা আবিষ্কারের অনেক কাছাকাছি। আশা করা যাচ্ছে আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। এদিকে সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে করোনা খাতে দুর্নীতিও অনেকটাই নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

সাথী : তাহলে তো খুবই ভালো। তা কবে নাগাদ আমরা টিকা পেতে পারি?

লতিফ : তা এখনই সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে টিকা দেশে আসলে আমাদের অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এটা নিয়ে অনেকের মাঝেই ভীতি কাজ করে। তাদেরকেও এ টিকা নিতে উৎসাহিত করতে হবে। সরকার ইতোমধ্যেই সবার কাছে টিকা পৌঁছে দেয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা নেয়া শুরু করেছে।

সাথী : তাহলে তো খুবই ভালো। টিকা নিলে আমাকে আর মাস্ক পড়ে চলাফেরা করতে হবে না।

লতিফ : তোর এই ধারণাটা ঠিক না। স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে কখনোই অবহেলা করা যাবে না। খামখেয়ালি ভাবে চলা যাবে না। এতে নিজের সাথে সাথে আশেপাশের মানুষকেও বিপদে ফেলা হবে।

সাথী : তার মানে করোনা চলে গেলেও আমাকে দিনে অগণিত বার হাত ধুতে হবে? মাস্ক পড়ে ঘুরতে হবে? বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারব না?

লতিফ : অনেকটাই তাই, আবার তাই না। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার যে অভ্যাস আমাদের করোনার সময় গড়ে উঠেছে, তা করোনার পরেও বজায় রাখা আসলে আমাদের নিজেদের জন্যই ভালো। তবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়ার ক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকলেই হবে। বিশেষ করে তাদের সামনে হাঁচি-কাশি দেবার সময় সাবধান থাকতে হবে।

সাথী : ঠিক আছে, আমি তাহলে এই সময়টা ইন্টারনেটে সিরিজ দেখে নষ্ট না করে একটু পড়াশুনা করার চেষ্টা করি। টিকা আসলেই তো স্কুল কলেজ খুলে দেবে, পরীক্ষাও দিতে হবে।

লতিফ : হ্যাঁ। সাথে সবাইকে সবসময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করব। আর টিকা আসলে অবশ্যই নিজেও টিকা নিবি, আঙ্কেল-আন্টিকেও নিতে বলবি।

সাথী : অবশ্যই। তোর সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। ভালো থাকিস বন্ধু।

লতিফ : তুইও ভালো থাকিস। মনে রাখিস, "স্বাস্থ্যবিধিই জীবন সুরক্ষার চাবিকাঠি।"

০২। 'নিরাপদ সড়ক চাই' বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ঢা. বো.'১৯]

অথবা, মনে কর, তুমি অমিত, তোমার বন্ধু নির্ঝর। "নিরাপদ সড়ক চাই" বিষয়ে দুজনের মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর।

অথবা, "সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতনতা" এই শিরোনামে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি বো.'১৯]

অমিত : কেমন আছ, নির্ঝর?

নির্ঝর : ভালো আছি। তুমি কেমন আছ?

অমিত : ভালো আছি। তবে মনটা খুব খারাপ।

নির্ঝর : কেন কী হয়েছে?

অমিত : চোখের সামনে ছোট্ট একটি ছেলেকে গাড়ি চাপা পড়তে দেখলাম। ছেলেটি শুধু একটিবার মা বলে ডাকতে পেরেছিল।

নির্ঝর : দুর্ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে?

অমিত : ফার্মগেটে।

নির্ঝর : ব্যস্ত রাস্তা, তারপরও এমন বেপরোয়া গাড়ি চালানো!

অমিত : বলতে পার, কবে আমাদের দেশে এরকম বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে?

নির্ঝর : যতদিন চালকরা শিক্ষিত না হবে, প্রশিক্ষিত না হবে, লাইসেন্সবিহীন চালকরা যতদিন রাস্তায় গাড়ি চালাবে, ততদিন এই বেপরোয়া গাড়ি চালানো বন্ধ হবে না।

আমিত : আরও একটি সমস্যা আছে, সেটা হলো চালকদের মাদকাসক্তি।

নির্ঝর : ঠিক বলেছ। এ কারণে অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটছে।

অমিত : সরকার দুর্ঘটনা রোধের জন্য কী করতে পারে?

নির্ঝর : অপ্রশস্ত রাস্তা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। সরকারকে অবশ্যই রাস্তাঘাটগুলো প্রশস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিআরটিএ-এর কাজে স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে।

অমিত : বিআরটিএ-এর গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ?

নির্ঝর : গাড়ি ও চালককে সঠিকভাবে লাইসেন্স দিতে হবে এবং গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেটও সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।

অমিত : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা কী হবে?

নির্ঝর : ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ফিটনেসবিহীন, লাইসেন্সবিহীন গাড়ি যাতে রাস্তায় চলতে না পারে, সে ব্যাপারে কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

অমিত : একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না। তাই আমাদের সমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

নির্ঝর : পত্র-পত্রিকা এবং গণমাধ্যমগুলোর দৃঢ় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অমিত : আমিও তাই মনে করি, তোমাকে ধন্যবাদ।

নির্ঝর : তোমাকেও ধন্যবাদ।

০৩। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। [দি.বো.'১৭]

হিমেল : শুভ বিকাল, নাহিদ।

নাহিদ : শুভ বিকাল। তুমি জিপিএ-৫ পেয়েছ তাই তোমাকে অভিনন্দন।

হিমেল : তোমাকেও অভিনন্দন। তুমিও তো জিপিএ-৫ পেয়েছ।

নাহিদ : হ্যাঁ, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

হিমেল : আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাই। আমি ডাক্তার হতে চাই। আবার বাবা-মাও চান আমি ডাক্তার হই।

নাহিদ : এটা খুব ভালো পরিকল্পনা। তুমি ডাক্তার হয়ে গ্রামের অসুস্থ অসহায় মানুষদের সেবা করবে এতে তোমার পুণ্যের কাজও হবে। হিমেল আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাই। আমি বাংলাতে পড়তে চাই। বাংলা যেহেতু আমাদের মাতৃভাষা তাই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আরও ভালো করে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চাই।

হিমেল : হ্যাঁ, আমি জানি। এখন আমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বের সঙ্গে পড়া উচিত।

নাহিদ : হ্যাঁ, এখন আমাদের বেশি বেশি বই পড়া উচিত।

হিমেল : ঠিক বলেছ।

নাহিদ : ভর্তি পরীক্ষা খুবই প্রতিযোগিতামূলক। আমাদের খুবই সচেতন হতে হবে।

হিমেল : হ্যাঁ, আমি আজ যেতে চাই। তোমাকে ধন্যবাদ।

নাহিদ : তোমাকেও।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। "উচ্চশিক্ষা স্তরে 'বিষয়' নির্বাচনের গুরুত্ব" প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [রা.বো.'২২]
০২। "করোনাকালে অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম" বিষয়ে দু'জন শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা করো। [চ.বো.'২২]
০৩। মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি.বো.'২২]
০৪। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ও একজন তরুণের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ব.বো.'২২]
০৫। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করো। [য.বো.'২২]
০৬। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [কু.বো.'২২]
০৭। মরণব্যাধি 'করোনা' নিয়ে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে একটি সংলাপ লেখ। [দি.বো.'২২]
০৮। সারা বিশ্বব্যাপী সংক্রমিত মহামারি কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর। [ম.বো.'২২]
০৯। একটি পূর্ণিমা রাতের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [চ.বো.'১৯]
১০। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সম্প্রতি অর্জিত কোনো সাফল্য সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [ব.বো.'১৯,ঢা.বো.'১৭]
১১। "সড়ক দুর্ঘটনা বিষয়ে সচেতনতা" এই শিরোনামে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [সি. বো.'১৯]
১২। "ফেইসবুকের সুফল ও কুফল" বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [কু. বো.'১৯]
১৩। বাল্যবিবাহ নিরোধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'১৯, চ.বো.'১৭]
১৪। বই পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [দি.বো.'১৯]
১৫। "শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা" বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। [সকল.বো.'১৮]
১৬। নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [রা.বো.'১৭]
১৭। জনজীবনের উপর বিজ্ঞাপনের প্রভাব সম্পর্কে দু'বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [ব.বো.'১৭]
১৮। সাম্প্রতিক 'জঙ্গিবাদ' সমস্যা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সংলাপ রচনা কর। [সি.বো.'১৭]
১৯। বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। [য.বো.'১৭]
২০। বইমেলা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ উপস্থাপন কর। [কু.বো.'১৭]

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। সম্প্রতি পড়া একটি বই সম্পর্কে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর ।

লিসা : দীর্ঘ একটা বন্ধ পেলাম । ভাবতেই মনটা ফুরফুরে লাগছে ।
লিটন : কিন্তু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানোর তো কোনো সুযোগ নেই। পাঠ্যবইয়ের বাইরে তো যাওয়া যাচ্ছে না পড়াশোনার যা চাপ ।
লিসা : পাঠ্যবইয়ের পড়া হজম করার জন্য মাঝে মাঝে পাঠ্যবই বহির্ভূত পুস্তকও পাঠ করা প্রয়োজন। জানিস তো?
লিটন : কেন, তুই আবার নতুন কোনো বই পড়লি নাকি?
লিসা : হ্যাঁ, অসাধারণ একটি বই পড়েছি। লাল নীল দীপাবলি।
লিটন : হুম, হুমায়ুন আজাদ স্যারের লেখা বই। আমার পড়া হয়নি। অসাধারণ কেন?
লিসা : এটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। অসাধারণ এর ভাষা। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু মানুষ তার মাতৃভাষাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসতে পারে! মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যকে ভালোবাসতে পারে প্রিয়জনের মতো! আমি মুগ্ধ হয়েছি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। অবাক ব্যাপার কি জানিস? তিনি তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। এটা তাঁর বিরাট কৃতিত্ব।
লিটন : আমি তো ইতিহাসকে ভয় পাই। আমার কি ভালো লাগবে?
লিসা : অবশ্যই । বইটির ভাষাই তোকে আকৃষ্ট করবে। তুই স্বেচ্ছায় আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়বি বলে আমার বিশ্বাস।
লিটন : তোর বইটা কি আমাকে দিতে পারিস?
লিসা : অবশ্যই।
লিটন : তোকে ধন্যবাদ এমন ভালো একটি বইয়ের খোঁজ দেওয়ার জন্য।
লিসা : তোকেও ধন্যবাদ।

০২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে বাবা ও মেয়ের মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

বাবা : বলো তো শৈলী, কোন বিষয়টি মানুষের সুখ-শান্তি নষ্ট করে মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

শৈলী : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাবা?

বাবা : না। কৃত্রিম দুর্যোগ। মানুষের তৈরি দুর্যোগ, সাম্প্রদায়িকতা। মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানুষকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শৈলী : সাম্প্রদায়িকতা কী বাবা?

বাবা : মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র ইত্যাদি পার্থক্য করে দেখাই সাম্প্রদায়িকতা। এককথায় সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে- এক গোত্র, বর্ণ, জাতির ওপর অন্য গোত্র, বর্ণ, জাতির আধিপত্যের লড়াই।

শৈলী : বাবা, কবে থেকে শুরু হয়েছে এই লড়াই?

বাবা : যেদিন থেকে মানুষ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি দিয়ে নিজের মূল্য-মর্যাদার স্থান নির্ধারণ করতে শুরু করল সেদিন থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সূচনা। কারণ প্রত্যেকেই নিজের জাতি-ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিত।

শৈলী : বাবা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মানে কী?

বাবা : এটা হচ্ছে- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষকে এক এবং অভিন্ন জাতি মনে করা।

শৈলী : বাবা, মানবতার শত্রু ও অকল্যাণকর এই সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়?

বাবা : সাম্প্রদায়িকতার মূল নিহিত আছে বিভিন্ন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বিভেদ ও হিংসার অগ্নিদহনে দগ্ধ করে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

শৈলী : বাবা, এই সাম্প্রদায়িকতা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

বাবা : আমাদেরকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ধর্মীয় অনুভূতির বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। শোনা কথা বা ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"– মানবতার এ অমর বাণী সবার অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। পৃথিবীর সব মানুষের শরীরে প্রবাহিত একই রকম লাল রক্তের দর্শনে নিজেদের অভিন্ন এক জাতি 'মানুষ জাতি' হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলেই দূর হবে সাম্প্রদায়িকতা, গড়ে উঠবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

শৈলী : বাবা, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

০৩। 'ই-লার্নিং' সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।

সরণ : সহন কেমন আছ?

সহন : মোটামুটি। ধন্যবাদ। তোমার খবর কী?

সরণ : সম্পূর্ণ ভালো, ধন্যবাদ। এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমাকে ব্যস্ত দেখাচ্ছে।

সহন : হ্যাঁ, এখন খুব ব্যস্ত কারণ আমি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শিখতে যাচ্ছি।

সরণ : নতুন পদ্ধতি? এটি কী?

সহন : ই-লার্নিং। তুমি কি এটি সম্পর্কে শুনেছ?

সরণ : শুনেছি। তবে এ-সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তুমি কি এ-সম্পর্কে আমাকে বলবে?

সহন : অবশ্যই, কেন নয়? ই-লার্নিং বলতে ইলেকট্রনিক শিক্ষা বুঝায়। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্ল্যাক বোর্ড অথবা ডেস্ক থাকে না।

সরণ : কে এটির প্রতিষ্ঠাতা? তুমি কি বলতে পার?

সহন : হ্যাঁ, বাংলাদেশি এক প্রশিক্ষক বদরুল হুদা খান এটির ধারণা দেন।তিনি অবকাঠামো ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকে এটির ওপর উন্নীত করেছিলেন।

সরণ : কীভাবে এটি পরিচালিত হয়?

সহন : ই-লার্নিং এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় "লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" (এলএমএস) নামক পদ্ধতি দ্বারা।

সরণ : এটি খুব সুন্দর। দয়া করে, আরও কিছু বলো।

সহন : অবশ্যই। নিবন্ধন, ভর্তি, শ্রেণিকক্ষের কর্মকাণ্ড, উপস্থিতি, আলোচনা, মতামত, প্রশংসাপত্র প্রদান সবকিছু কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়।

সরণ : সুন্দর বর্ণনার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। বিদায়!

সহন : বিদায়। আবার দেখা হবে।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। কলেজের শেষ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
০২। শিক্ষাসফর প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
০৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
০৪। এইচ.এস.সি. পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
০৫। অসচ্ছলতা নয়, আত্মসম্মানের প্রশ্নে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে অভিভাবকের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়া উচিত কি অনুচিত- এই বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যকার সংলাপ তৈরি কর।
০৬। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
০৭। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
০৮। সম্প্রতি ফুটবলে মেয়েদের সফলতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি কর।
০৯। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
১০। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর।
১১। বাংলা গানের একাল ও সেকাল বিষয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
১২। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
১৩। পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
১৪। জীবনের লক্ষ্য প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর।
১৫। মোবাইল ফোনের অপব্যবহার একজন শিক্ষার্থীর জন্য কতখানি ক্ষতিকর সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে সংলাপ রচনা কর।
১৬। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
১৭। নৈতিক অবক্ষয় রোধে করণীয় সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
১৮। স্বাধীনতা দিবস পালন করা নিয়ে শিক্ষক ও কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর।
১৯। একুশে বইমেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ তৈরি কর।
২০। মনে কর, একটি শিশু হারিয়ে গেছে। সে পথের ধারে বসে কাঁদছে। এ নিয়ে হারানো শিশু ও পথচারীর মধ্যে একটি সংলাপ লিখ।
২১। পাখি শিকারি ও পথিকের সংলাপ রচনা কর।
২২। শিক্ষাসফরে যাওয়ার বিষয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের সংলাপ রচনা কর।
২৩। দেশের উন্নয়নে আয়কর প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
২৪। 'চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজির গুরুত্ব' বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর।
২৫। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কথোপকথন রচনা কর।

খুদে গল্প লিখন

খুদে গল্প লেখার কৌশল

০১। শিরোনাম দিতে হবে।
০২। গল্পের শুরুতে বিস্তৃত ভূমিকা না রেখে সরাসরি ঘটনা শুরু করতে হবে।
০৩। চরিত্রের ভাষা যেন গল্প রচয়িতার ভাষা না হয়ে যায়।

বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সুমনা............ [ঢা. বো.'২২]
'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর। [কু. বো.'২২]

স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সুমনা। বাবা-মার অসচ্ছল সংসারে তারা কয়েকটি ভাই-বোন যাদের পড়ালেখার সুযোগটুকু পর্যন্ত ছিল না। এদিকে অভাব অনটনে আর দুঃখ-দারিদ্র্যের সংসারে একসময় অভিশাপের মতো মৃত্যু হানা দেয়; সুমনার বাবা-মা দুজনই মারা যান। ভাই-বোনদের মাঝে সুমনাই বড়। পরিবারের এত বড় দায়িত্ব এখন তার হাতে, কিন্তু কী করবে সুমনা? কীভাবে ভাই-বোনদের মুখে দু'মুঠো অন্ন জোগাবে। জন্মমুহূর্ত থেকে যে সুমনা দেখেছে আর্থিক অভাব অনটন তাদের নিত্য-সঙ্গী তাই নতুন করে দুঃখ পাওয়ার আর কী আছে তাদের। দিন বদলের স্বপ্নে সংগ্রামশীল প্রত্যয়ী মানুষ হিসেবে এবার তার অগ্রযাত্রা। সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্য প্রথমে দু'চারটি হাঁস মুরগি পালনের মধ্য দিয়ে সে তার যাত্রা শুরু করে। কঠোর পরিশ্রমী হবার কারণে এবার সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। ইতোমধ্যে সে একটি পোল্ট্রি খামার দিয়েছে। তার খামারে অনেক লোক এখন কাজ করে যা থেকে হাজার হাজার টাকা আয় হয়। এখন সুমনা তার পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। ভাই-বোন দুজনকেই স্কুলে ভর্তি করেছে। এরই মাঝে দুই ভাই-বোন এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। সুমনার মনে আজ দুঃখ নেই। কষ্টের দিন অনেকটাই লাঘব হয়েছে। এখন তার খাওয়া-পরার সমস্যা নেই। উপরন্তু ভাই-বোন দুজন শিক্ষিত হচ্ছে। এদিকে সুমনা নিজেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসর সময়ে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ইচ্ছাই মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে।

০২। 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [সি. বো.,দি.বো.'২২, ঢা.বো.'১৭]

মানুষ মানুষের জন্য

শিমুলতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মান বাঁচিয়েছে আসাদ। কেননা এ বিদ্যালয় থেকে একমাত্র আসাদই গোল্ডেন A^+ পেয়েছে। অন্য বন্ধুরা কেউ A, কেউ A^-, আবার কেউবা B, B^-। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তাই তাকে ডেকে বেশ আদর করেন, আশীর্বাদ করেন। আসাদ বাড়ি ফিরে দেখে বাড়ির সবাই খুব খুশি। এমনকি গ্রামের অনেকেই তার ভালো রেজাল্টের জন্য আসাদের মায়ের প্রশংসা করছে। আসাদও মনে মনে খুব খুশি। কিন্তু তার এই খুশির সঙ্গে সঙ্গে একটা আতঙ্কও কাজ করে মনের ভেতর। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পড়া হবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। কারণ তার বাবা নেই। জন্মের পাঁচ বছরের মাথায় আসাদের বাবা মারা যান। জমি-জমাও তেমন নেই। যা আছে তা দিয়ে বছরের অর্ধেক খোরাক হয়। বাকি সময়টা সে কাজ করে অন্যের জমিতে আর তার মা অন্যের বাড়িতে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে পড়ার খরচ বেশি। তাছাড়া কলেজ তো বেশ দূরে। কাজ আর পড়াশুনা কীভাবে হবে এটিই ভাবছে সে। মাধ্যমিকের রেজাল্ট প্রকাশ হয়েছে বেশ কিছু দিন হয়ে গেল। এখন উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সময়। কিন্তু ভর্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আসাদের নেই। এমনকি বাড়িতে এমন কিছু নেই যা বিক্রয় করে সে কলেজে ভর্তি হবে। আসাদ তাই সারাদিন ভাবে কী করা যায়। একপর্যায়ে সে ভর্তি হওয়ার আশা প্রায় ছেড়েই দেয়। আসাদ যার জমিতে কাজ করে, সেই জমির মালিকের একটা কাজে সে শহরে এসেছে। এত দূর রাস্তা সাইকেল চালিয়ে সে বেশ ক্লান্ত। তাই কলেজের সামনে বড় আমগাছটির নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। কলেজটির নামফলক দেখে হঠাৎ মনে হলো এ কলেজে তারও পড়ার কথা ছিল। কিন্তু অর্থের অভাবে পড়তে পারল না। এটি ভাবতেই তার চোখ দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে পড়ল। এমন সময় মধ্যবয়স্ক এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। কী একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আসাদের চোখে পানি দেখে আর জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" সে বলল, "না তেমন কিছু না।" ভদ্রলোক বলেন, 'আমি তোমার বাবার মতো। আমার কাছে মিথ্যে বলে কী লাভ? কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।" আসাদ সেই ভদ্রলোককে সব খুলে বলল। ভদ্রলোক বললেন, "তোমার তো মা আছেন, আমার তো তাও ছিল না। আমি একেবারে এতিম ছিলাম। তবুও আমি লেখাপড়া করেছি। আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁর পুরনো সাইকেলটি বিক্রয় করে আমার ফরম ফিল-আপের টাকা দিয়েছিলেন। আমি আজ সরকারি চাকরি করি। সেই শিক্ষকের সহযোগিতা পেয়েছি বলেই আমি আজ প্রতিষ্ঠিত। এখন আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই। বল তুমি আমার কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা চাও?" আসাদ কোনো কথা না বলে চুপ করে ভাবতে থাকে। তখন ভদ্রলোক বলেন, "ঠিক আছে, আজ থেকে তোমার পড়াশুনার সব দায়িত্ব আমার।" এরপর আসাদের জীবন আর থেমে থাকেনি। সেই ভদ্রলোকের সহযোগিতায় আসাদ আজ অনেক বড় ব্যবসায়ী। তার আজ তিনটি কোম্পানি আছে। ঢাকা শহরে তার দুটি বাড়ি। একটি বাড়ি সে বানিয়েছে সেই ভদ্রলোকের জন্য আর অন্যটি তার মায়ের জন্য। আসাদ আজ প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে আসাদ তার মতো অনেকেরই দায়িত্ব নিয়েছে যারা একসময় তার মতোই ছিল। তারা আজ সবাই জানে, মানুষ মানুষের জন্য।

০৩। 'রক্তদানের পুণ্য' শীর্ষক একটি খুদে গল্প রচনা কর। [রা.বো.'১৭]

রক্তদানের পুণ্য

মহান শহিদ দিবসে শহিদ মিনারের পাদদেশে রক্তদান কর্মসূচি চলছে। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ডা. জাওয়াদ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন দশ বারো জন মেডিকেলের শিক্ষার্থী রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী।

ডা. জাওয়াদ তার পরিচয় দিলেন। তিনিও এক সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। সেই সত্তর দশকের কথা। সেই সময়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা তিনি ছাত্রদের বললেন। তিনি ছাত্রদের নাম, কোন বর্ষে পড়ে তাও জানতে চাইলেন। তারা হলো-তপু, অপু, ফাহিম, রাজ, নিত্য, মৃদুলা, শাকিল প্রমুখ। কেউ কেউ এমবিবিএস প্রথম বর্ষ, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ বর্ষে লেখাপড়া করছে। ডা. জাওয়াদ আর্তমানবতার সেবায় মেডিকেল শিক্ষার্থীদের রক্তদান কর্মসূচির প্রশংসা করলেন। এই বয়সে অনেক শিক্ষার্থীই বিপথে চলে যায় বা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। কিন্তু তারা মানবতার সেবায় যে ত্যাগ স্বীকার করছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

রক্তই দেহের রাজা। রক্ত মানুষকে নতুন জীবন দান করে। কোনো কঠিন রোগ, দুর্ঘটনা বা অপারেশনে রক্তের দরকার হয়। তখন সাধারণ মানুষের জন্য রক্ত সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন এক ব্যাগ রক্তই মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচার পথ দেখায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু শিক্ষার্থী সেই কাজটি করছে। ডা. জাওয়াদ তাদের মহৎকাজটিকে "মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে" বলে সাধুবাদ জানালেন।

ছাত্ররাও ডা. জাওয়াদ এর প্রশংসায় মুগ্ধ হলেন। তারা বললেন স্যার আপনি একটু আমাদের সাথে থাকেন। আমরা অনুপ্রাণিত হবো। ডা. জাওয়াদ রাজি হয়ে গেলেন। তিনিও শহিদ মিনারে আসা লোকদের রক্ত দেওয়ার আহ্বান জানালেন। দেখতে দেখতে ৪০/৫০ জনের সাড়া পাওয়া গেল। তারা সবাই রক্ত দিলো। সবার মুখেই তৃপ্তির হাসি। ডা. জাওয়াদ বললেন, ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য ছাত্ররা আন্দোলন করেছে। রক্ত ঝরিয়েছে। আর তোমরা রক্ত সংগ্রহ করে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ দান করছো। তোমাদের এই মহৎকর্ম একুশের মত অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। চার ভাই-বোনের মধ্যে রাজু সবার বড়। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিলো। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একদিকে নিজের উচ্চ শিক্ষা, অন্যদিকে .... [রা. বো.'২২]

০২। এইখানে আসলে থমকে যায় নাদিমের মনটা। দশ বছর আগে ঠিক এখানেই বাবার সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল।.. [চ. বো.'২২]

০৩। গল্প সংকেত: ধৈর্য ধারণ করলে যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।.......... [ব. বো.'২২]

০৪। এখন পৌষ মাস। কাকলি গ্রামে বেড়াতে এসেছে। সেদিনই গ্রামের স্কুল মাঠে বসেছিল পৌষের পিঠামেলা। মেলায় ঘুরতে এসে কাকলির দৃষ্টি আটকে গেল........................ [য. বো.'২২]

০৫। মেয়েটি দৌড়াচ্ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওদিকে মেয়েটির ব্যাগে সমানে মোবাইল ফোন বেজে চলেছে .... [ম. বো.'২২]

০৬। আশরাফ সাহেব একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও তিনি মনে করেন দেশের জন্য অনেক কাজ করার বাকি রয়ে গেছে। তাই এই প্রৌঢ় বয়সেও.......... [ঢা. বো.'১৯]

০৭। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ইচ্ছা স্বপ্নিল ও মুনার অনেক দিনের। তারা শ্রীপুর গ্রামে এক মুক্তিযোদ্ধার কাছে গেল মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে।........ [রা. বো.'১৯]

০৮। অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু। [চ. বো.'১৯]

০৯। "বিপদে বন্ধুর পরিচয়" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [ব. বো.'১৯]

১০। নিচে প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে "আজ সফলতার সিঁড়িতে" এই শিরোনামে একটি ক্ষুদে গল্প রচনা কর:
জীবন বড়ই বিচিত্র। অনিকের এমন একদিন ছিল, যখন প্রতি বেলা খাবার খাওয়ার মতো অর্থ তার ঘরে ছিল না। জীবনে কঠোর পরিশ্রম করে আজ একটা ভালো চাকরি করে সে। বাবা বড় দুঃখে মানুষ করেছে........। [সি. বো.'১৯]

১১। পড়ন্ত বিকেলে ঢাকার ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে রাজু ভাবে, কালের প্রবহমান স্রোতে জীবনকে আজ কতদূরে নিয়ে এসেছে কিন্তু শৈশবের স্মৃতিগুলো আজও.......... [কু. বো.'১৯]

১২। 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন' বিষয়ক একটি খুদে গল্প লেখ। [য. বো.'১৯,ব.বো.'১৭]

১৩। সংসারের চাকা সচল রাখতে রোমানা অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ বেছে নেয়. তার একমাত্র মেধাবী কন্যার স্বপ্ন পূরণের....... [দি. বো.'১৯]

১৪। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে গিয়ে লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি নিয়েছে রাজু। ছোট ভাই মিঠু ও বোন মিনার মধ্যেই সে দেখতে পায় তার স্বপ্ন পূরণের.......... [সকল. বো.'১৮]

১৫। নিচে প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আশায় বসতি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর:–
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করে বাবুলের মা। বাবুলকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার আশা বুকে। হঠাৎ সেদিন..... [চ.বো.'১৭]

১৬। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি ক্ষুদে গল্প লেখ:
প্রকৃতি তাকে খুব টানে। তাই প্রতিবারের মতো শীতের ছুটিতে সে এসেছে পরিচিত প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সারি সারি গাছ উজাড় হতে দেখে তার হৃদয়ে ওঠে বেদনার ঝড়.......... [সি.বো.'১৭]

১৭। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে ক্ষুদে গল্প রচনা কর: [য.বো.'১৭]
"মোবাইল ফোনে বন্ধুত্ব"

১৮। 'রক্তঝরা ফাগুন' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ। [কু.বো.'১৭]

১৯। প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।
নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ–পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগের অঙ্গীকার–আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়-এক বন্ধুর সাঁতার জানে আরেক বন্ধু সাতারে অক্ষম.....। [দি.বো.'১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার শৈশব স্মৃতি' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
হারানো সে দিনের কথা বলব কী হায়.........

আমার শৈশব স্মৃতি

হারানো সে দিনের কথা বলব কী হায়... জ্যোৎস্নাশোভিত রাতের মতোই স্মৃতিচারণময় মধুর সময় ও স্মৃতি হচ্ছে শৈশব স্মৃতি। আমাদের জীবনে দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। ব্যস্ততায় অতিক্রান্ত হয় সময়ের সীমানাগুলো। কর্মমুখরতায় যে জীবন বিধৃত সেখানে চারদিকে তাকানোর অবসর সব সময় হয় না। তবুও দূর অতীতকে জীবন্ত করে সময় বর্তমানের যাবতীয় যান্ত্রিকতাকে মুছে দিতে চায়। মনের বিচিত্র রং-এর তুলিতে জীবন্ত হয়ে ওঠে শৈশব স্মৃতি। সন্ধ্যামেঘের রক্তিমার মতোই স্মৃতি মানুষের মনে জাগ্রত হয়। তখন যতদূর মনে পড়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমরা কয়েকজন বন্ধু একসাথে স্কুলে যাওয়া-আসা করি। যেখানে ১৫ মিনিটেই স্কুলে যাওয়া যেত সেখানে আমরা যাওয়া আসা মিলে ২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। আমাদের মধ্যে লিয়া ছিল খুব দুরন্ত আর চালাক প্রকৃতির। বন্ধু টুম্পা একটু বোকা প্রকৃতির ছিল। কেউ ওকে সুন্দর বললে খুব কাঁদতো। লিজা আর আমি ছিলাম মাঝামাঝি প্রকৃতির। আমাদের চারবন্ধুর বাসা প্রায় পাশাপাশি ছিল। সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা কলেজ মাঠে জড়ো হতাম যে মাঠটি ছিল রাস্তার পাশেই। সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে তারার মতো ছড়িয়ে পড়া জোনাকি ধরার অভিযানে নামতাম। আর দিনের বেলায় স্কুলের পাশেই ধানক্ষেতে বিচরণ করা রঙ বেরঙের প্রজাপতিও আমাদের কাছ থেকে রেহাই পেত না। তবে জোনাকি পোকা ও প্রজাপতি ধরার শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলাম আমি।

বিভিন্ন ফলের মৌসুমে ফলগাছগুলোও শান্তি পেত না। আমরা প্রায়ই গাছে উঠে ফল পারতাম। আমরা মাঝে মাঝে খেজুরের রসও চুরি করে খেতাম। একবার গাছে ঢিল ছুড়ে হাঁড়ির একটু অংশ ছিদ্র করে ফেললাম তখন কী আর করা রস বেয়ে বেয়ে নিচে পড়তে লাগলো, আর আমরা চারজন একের পর এক পর্যায়ক্রমে সেই হাঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে রস খেতে লাগলাম। সেবার খেজুর গাছের মালিক আমাদের সবার অভিভাবকদের কাছে বিচার দেয় আমাদের নামে। অন্য সবার কি শাস্তি হয়েছিল তা জানি না তবে মা আমার সাথে সারাদিন কথা বলেনি, ঘরে আমাকে আটকে রেখে একদিন না খাইয়ে রেখেছিল। এমনকি মা নিজেও খায় নি। সেদিন থেকে আমরা সবাই আর ওপথে পা বাড়াইনি। আমরা চারবন্ধু মিলে গলাগলি ধরে স্কুলে যেতাম। তাই যখন যা প্ল্যান করতাম সবাই একসাথে যোগ দিতাম। একবার ঠিক করলাম শুক্রবারে প্রাইভেট পড়ার কথা বলে আমরা ঝিলে নেমে শাপলা তুলবো। ঝিলের মনোরম শাপলা দেখে কি চুপ করে বসে থাকা যায়। আমরা চারজন যথাসময়ে ঝিলে নেমে শাপলা তুলতে লাগতাম। শাপলা তুলতে তুলতে হঠাৎ টুম্পা বললো চল আমরা ছোঁয়াছুঁয়ি খেলি। বুড়ি ছিল টুম্পা তাই সে সবাইকে ধরতে চেষ্টা করতে থাকে। পানিতে নেমে আর কতটুকু দৌড়ানো যায়। ওদিকে টুম্পা আর লিজা কে দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি। খুব ভয় পেয়ে লিয়াকে ওদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু ও জানে না। হঠাৎ টুম্পা পানি খেয়ে ডুব দিয়ে অনেক কষ্টে পাড়ে আসে। ওদিকে লিজা আমার কাছ থেকে একহাত দূরে বড় একটা গর্তে একবার ভাসছে একবার ডুবছে। আমি তখন নিথর পাথর নিজেও সাঁতার জানি না। হঠাৎ লিজা আমার দিকে ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওর বাড়ানো হাত চোখের দৃষ্টির করুণ আকুতি আর বন্ধুত্বের দাবিকে আমি অস্বীকার করতে পারি নি। যদিও জানি ওকে বাঁচাতে গেলে আমার নিজেরও ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সত্যিই সেদিন ডুবে গেলাম পানিতে, আমি সেই মুহূর্তে এতটাই স্তব্ধ হয়ে ছিলাম বাঁচার জন্য ছটফট বা চেষ্টা কোনোটাই করিনি। যখন চোখ খুললাম দেখলাম আমি ঝিলের পাড়ের কাছে। আমার তিন বন্ধু কান্নাকাটি করছিল। আমাকে পেয়ে তারা খুবই খুশি হয়েছিল আর কান্নার আর্তনাদ যেন আরো বেড়ে গেছিল; সেই তখনকার কান্না ছিল প্রাপ্তির কান্না, সুখের কান্না। সেদিনের কথা কখনো ভুলবো না। আমি দ্বিতীয় জীবন পেয়েছিলাম।

এরপরে হাইস্কুল জীবনের স্মৃতি আরও মধুর। সকাল থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ের বিভিন্ন প্রাইভেট থাকতো। তাই কিছু না কিছু খাবার আর টিফিন সবসময়ই আমাদের সাথে থাকতো। আমাদের মাঝে সবচেয়ে পেটুক ছিল বিন্তু। খাবার পেলে ওর আর কোনোদিকে হুঁশ থাকে না। আমার টিফিনের প্রতি ওর খুব লোভ ছিল। একদিন ইংরেজি পিরিয়ডে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে ক্লাসওয়ার্ক করছিলাম আর বিন্তু চুপিচুপি আমার টিফিন বক্স নিয়ে পিছনের বেঞ্চে বসে খাচ্ছিল। ও খাবারে এতোটাই মগ্ন ছিল ক্লাসে যে স্যার এসেছে সেই বিষয়টা পর্যন্তও সে টের পায়নি। তবে বিন্তু সেদিন রক্ষা পেয়েছিল কেননা যে স্যারের ক্লাস করছিলাম উনি স্কুলে নতুন জয়েন করেছেন সেদিনই। এমন উদ্ভট বিষয় দেখে তিনি থমকে গিয়ে আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। তুমিই তাহলে ক্লাস ক্যাপ্টেন! এসবই কি ক্লাসের নিয়ম! আমিও থতমত খেয়ে বলে ফেলেছিলাম না স্যার এটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ তবে ক্ষুধা পেলে খাওয়ার নিয়ম আছে। আর তখন আমার পেটেও ক্ষুধার আগুন জ্বলছে। ওদিকে বিন্তুটা আমার টিফিন সাবাড় করে দিয়েছে এতক্ষণে। ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেলে ভোরে উঠে আম কুড়াতাম দুই বোন মিলে, ছোট ছোট ডোবাতে মাছ মারতাম, রাতে শুয়ে শুয়ে দাদুর কাছে কত রূপকথার গল্প শুনতাম। বন্ধের পর সেবার স্কুল খুলে সেদিন প্রথম পিরিয়ডেই ক্লাস ছুটি হয়। আমাদের স্কুলের আকলিমা ম্যাডাম মারা গেছেন। উনি আমাদের স্পোর্টস শিক্ষক ছিলেন। খেলাধুলা কিছুই পারতাম না তবুও কোনোদিন উনার কাছ থেকে খারাপ নম্বর পাইনি। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা বলতো আমাকে নাকি তিনি মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ করেন, আমিও একটু একটু বুঝতে পারতাম। উনার মৃত্যুটা মেনে নেয়া আমার পক্ষে একটু কঠিন ছিল। ম্যাডামের মৃত্যু শোকে এতোটাই অস্থির হয়েছিলাম যে আমার চেতনাই ছিল না। অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরে স্কুলেরই আরেক শিক্ষক জরিনা ম্যাডামের ডাকে, নেভী এবার উঠতো তোর মা এতক্ষণে নিশ্চয় খুব চিন্তা করছে। সেই কখন স্কুল ছুটি হয়েছে। আমি সেদিন নিজেকে সামলাতে পারিনি, খুব কেঁদেছি। পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো প্রায়ই জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। এগুলো যেন বার বার আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে অনবরত। আমরা বন্ধুরা একসাথে হলে পুরোনো সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়। স্মৃতির পাতায় স্থানকৃত সব ঘটনা আর সময়ের সাথেই মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। শৈশব স্মৃতির মধুর আর বাস্তবতার কঠিন ভিতের ওপরেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে। শৈশব স্মৃতির পাতায় গাঁথামালার সুঘ্রাণ আজীবন মানুষকে মোহিত করে রাখে। অবসর পেলে, কষ্ট পেলে, কঠিন দুঃসময় আর সুসময়ের মুখোমুখি হলেও মানুষ তার শৈশব স্মৃতির কথাই মনে করে সুখ পায় আর বাঁচার স্বপ্ন দেখে নতুন করে।

০২। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার ছোট বোন' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোট বোনই করেছে....।

আমার ছোট বোন

ফোনটা বাজছে। বাড়ি থেকে ফোন। আমি নিশ্চিত ফোনটা আমার ছোট বোনই করেছে। বোনের নাম মিষ্টি। মিষ্টির আজ রেজাল্ট বের হয়েছে। সে ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছে। আমাকে ফোন করেছে তার খবরটা জানানোর জন্য। সত্যিই বোন আমার খুব আদরের। আমি যেভাবে ওকে পড়ালেখা করতে বলেছিলাম সেভাবেই ও রুটিন অনুযায়ী পড়েছে। আমি ওর বড় ভাই, আমার সব আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ সবকিছু মেনে চলে। মাঝে মাঝে আমার সাথে অনেক বিষয় নিয়ে অভিমানও করে থাকে। কাজের চাপে মাঝে মাঝে মিষ্টিকে ফোন করতে ভুলে যাই। তখন বোন আমার রাগ করে থাকে। ওর ভালো কাজের জন্য মাঝে মাঝে উপহারও দেই ওকে যাতে ওর সৃজনশীলতার আরো বিকাশ ঘটে। পড়ালেখার পাশাপাশি মিষ্টি বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আমার কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পায় মিষ্টি। মিষ্টি দিন দিন বড় হচ্ছে। একদিন স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তায় এক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি সিএনজি-এর ধাক্কায় এক মহিলা রাস্তায় ছিটকে পড়ে, তাঁর রক্তাক্ত দেহে তখনও প্রাণ আছে। করুণ আকুতি জানিয়ে সে সবাইকে অনুরোধ করেছিল তাকে যাতে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশি ঝামেলা পোহাতে হতে পারে এই ভয়ে কেউ রাজি হচ্ছিল না মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। তখন মিষ্টি সব কিছু উপেক্ষা করে মহিলাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। আর তখন সবাই মিষ্টির পাশাপাশি এগিয়ে আসে। আমার এক বন্ধুর কাছে সব ঘটনা শুনে সত্যিই অবাক হয়েছি। এতটুকু বোন আমার কত বড় হয়ে গেছে, ওর শিক্ষা, সাহস ও পরিবারের ঐতিহ্যবোধ সত্যিই ও অর্জন করতে পেরেছে। মিষ্টি না থাকলে আমাদের ঘরটি অন্ধকার হয়ে থাকে। ও সারাবাড়ি মাতিয়ে রাখে। ও সবকিছু আমার সাথে শেয়ার করে যাতে আমি ওকে সহযোগিতা করতে পারি। মিষ্টির ইচ্ছা ও বড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে। আশা করি ও নিজের চেষ্টায় ঠিক এগিয়ে যাবে। মিষ্টির প্রচেষ্টায় এলাকার দরিদ্র শিশুরা পড়ালেখা করতে পারছে। মিষ্টি আর তার বন্ধুরা মিলে ছোট্ট একটি সংগঠন দাঁড় করিয়েছে যে সংগঠনের কাজ হলো বিনামূল্যে শিশুদের শিক্ষা সেবা দেবে পাশাপাশি ওরা যাতে পুষ্টিকর খাবার পায় সেজন্য সবাই মিলে চাঁদা তুলে আর্থিক সহযোগিতারও একটা ব্যবস্থা করেছে। এভাবেই মিষ্টি আমার ছোটবোন এগিয়ে যাবে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা আর মানবিকতায় শত শত মিষ্টিরা বিকশিত হবে। এমন বোনের ভাই হয়ে সত্যিই আমি গর্বিত।

০৩। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'একতাই বল' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর।
কোন এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। তাঁর চার ছেলে। কিন্তু তাঁর ছেলেদের মধ্যে কোন সু-সম্পর্ক ছিল না। এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার......।

একতাই বল

কোনো এক গ্রামে একজন বৃদ্ধ কৃষক ছিলেন। তার চার ছেলে ছিল। কিন্তু তার ছেলেদের মধ্যে কোনো সুসম্পর্ক ছিল না। এই নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের একতাবদ্ধ করতে চাইতেন। কিন্তু ছেলেরা তার চেষ্টাকে কোনো মূল্য দিত না। ছেলেদের কথা ভেবে ভেবে বৃদ্ধ কৃষক এক সময় খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ এখন জীবন সায়াহ্নে। তিনি একদিন তার ছেলেদের ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের শেষ উপদেশ দেওয়ার জন্য এখানে ডেকেছি। আমি হয়তো বেশি দিন বাঁচবো না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি দেখে আমি খুবই অসন্তুষ্ট।" তিনি তার বড় ছেলেকে কিছু বাঁশের কঞ্চি আনতে বললেন, বড় ছেলেটি বাঁশের কঞ্চি আনলে তিনি তাকে সেগুলো এক সাথে বাঁধতে বললেন। অতঃপর বৃদ্ধ বড় ছেলেকে বললেন, "এবার বাঁশের আঁটিটি ভেঙ্গে ফেলো।" বড় ছেলে আপ্রাণ চেষ্টা করলো কিন্তু আঁটিটি ভাঙ্গতে পারলো না। এরপর একে একে সবাই চেষ্টা করলো। কেউই আঁটিটির কিছুই করতে পারলো না। পরে আঁটিটি খোলা হলো। বৃদ্ধ ছেলেদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বাঁশের কঞ্চি দিলেন। এবার বৃদ্ধ বললেন, "তোমাদের হাতের কঞ্চিটি ভেঙ্গে ফেলো।" বৃদ্ধের ছেলেরা সহজেই তাদের নিজ নিজ কঞ্চি ভেঙ্গে ফেললো। এবার বৃদ্ধ বললেন, "হে আমার পুত্রগণ! এর থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো"। যখন কঞ্চিগুলো একসাথে বাঁধা ছিল তখন তোমাদের কেউই তা ভাঙ্গতে পার নি। আর যখন কঞ্চিগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া হলো তখন তা ভাঙ্গতে তোমাদের বেগ পেতে হয় নি। তাহলে তোমরা যদি বাঁশের কঞ্চির মতো একসাথে থাকো তাহলে কোনো শক্তিই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তা না করে পরস্পর ঝগড়া করো, তাহলে শত্রুরা সহজেই তোমাদের পরাজিত করবে। সুতরাং, তোমরা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। বৃদ্ধের সন্তানেরা তাদের পিতার উপদেশ মেনে চলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো এবং সে মতে চলতে লাগলো। বৃদ্ধ সন্তানদের চমৎকার সহাবস্থান দেখে খুবই তৃপ্তি পেলেন।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। 'মায়ের চিঠিটা পড়ে থমকে গেল শাকিল'– প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

০২। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে খুদে গল্প রচনা কর: 'স্মৃতিময় ভুবন ডাঙ্গার মাঠ।'

০৩। প্রদত্ত শিরোনাম 'সাদা মনের মানুষ' অবলম্বনে ও সূচনা বাক্য অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
আফাজ সাহেব ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি আদর্শ সমাজের। তাই........

০৪। খুদেগল্প রচনা কর:
পুরানো কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে হলদে হয়ে যাওয়া চিঠিটা হাতে এলো, আমারই লেখা চিঠি কিন্তু ....

০৫। প্রদত্ত শিরোনাম অবলম্বনে খুদে গল্প রচনা কর 'লটারি'।

০৬। 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'–শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

০৭। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
এই ইট–কাঠ ঘেরা শহরে আর থাকতে মন চায় না। উন্মুক্ত খোলা প্রান্তর, মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ঘেরা গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে .... গ্রামে ফেরা ।

০৮। 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

০৯। "সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা" এ শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ ।

১০। নিচের সংকেত অবলম্বনে শিরোনামসহ একটি খুদে গল্প রচনা কর।
তাড়াহুড়া করে বেরোতে গিয়ে রিনির ভারি ব্যাগের ধাক্কা লেগে মায়ের শখের চাইনিজ ফ্লাওয়ার ভার্সটি ভেঙ্গে দু'টুকরো। একছুটে বেরিয়ে এলেও কানে ভেসে এল কিশোরী গৃহকর্মী সুফিয়ার কান্না ও মায়ের চিৎকার। মা নিশ্চয় ভেবেছেন........

১১। নিচের দৃশ্যপট অবলম্বনে একটি খুদে গল্প লেখ:
জমিজমা বিক্রি করে রাশেদ বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল একটু সুখের আশায়। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই সে বুঝতে পারল স্বদেশেই তার আসল সুখের নীড়। তাই সে ফিরে এল স্বদেশে। দেশে ফিরে মাছ চাষের দিকে মনোনিবেশ করল ....

১২। প্রদত্ত গল্প সংকেত অনুসরণে একটি খুদেগল্প রচনা কর।
রাজীব অন্ধ তবু পড়ালেখার আগ্রহ তার প্রবল........

১৩। প্রদত্ত গল্প সংকেত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
শীতের রাত। হঠাৎ অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সাহিদের। জ্যোৎস্না ও কুয়াশা ঘরের বাইরের পরিবেশটাকে কেমন অদ্ভুত ও ভূতুরে করেছে। এমন পরিবেশে সাহিদ দেখতে পাচ্ছে কুকুরছানাগুলো শীতে কাতরাচ্ছে।.......

১৪। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
সেদিন ছিল রবিবার। একমাত্র শিশু কন্যাটিকে নিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির মাঝে এক কাপড়ে স্বামীর ঘর হতে বের হতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী সুমিকে ....

১৫। শিরোনাম উল্লেখপূর্বক প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর: একদা এক রাখাল ....

১৬। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
কাকডাকা ভোরে কর্মোদ্দেশ্যে বের হয়েছে রানার। যে যার মতো নিস্পৃহভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা যন্ত্রণাকাতর লোকটাকে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু রানার ......

১৭। চয়নের অনেক দিনের শখ পাহাড় দেখার। সে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পূজার ছুটিতে সে বাবার সাথে সিলেটের জাফলং গেল- সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর ঝরনা তাকে------- প্রদত্ত ইঙ্গিত অনুযায়ী একটি ক্ষুদ্রে গল্প রচনা কর।

১৮। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
তৃণা আজ সারাদিন ঘরে। সকাল থেকে ভারি বৃষ্টি.....

১৯। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'ক্ষুধা' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর।
রাস্তাটাকে তার কালো নদী বলে মনে হলো। পেটের মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে.....।

২০। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'আমার মা' শিরোনাম একটি খুদে গল্প রচনা কর।
যার কথা ভাবলেই অপূর্ব মধুময় এক কোমল অনুভূতির শিহরণ জাগে মনে তিনি আমার.....

২১। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর একটি খুদে গল্প রচনা কর।
বাসা থেকে বের হলেই নর্দমা উপচে পড়া আবর্জনার গন্ধে জয়িতার নাক বন্ধ হয়ে আসে ....

২২। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'জাদুকর' শিরোনামে একটি গল্প রচনা কর।
রক্তমাখা কাটা মাথা হাতে তিনি সবার কাছে যেতে লাগলেন.............

২৩। নিচের গল্প সংকেত নিয়ে একটি খুদে গল্প লেখ:
শিশু স্মৃতির মধ্যে অধিকাংশেরই সেরা স্মৃতি হলো ঘুড়ি ওড়ানো......

২৪। 'স্মৃতির মণিকোঠায়' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লিখ।

২৫। নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
আমার মোবাইল ফোনটি বাজছে। ঘুম চোখে ফোনে কথা শুরু করতেই অপর প্রান্ত হতে বাবার কণ্ঠ-তোমার মা ....

২৬। 'মাদকের ছোবল' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

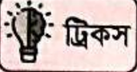
২৭। অভয় নগরের সুভাষ ও আল-আমিন সাহেব দেশকে স্বাধীন করার মানসে ট্রেনিং নিতে ভারতে যান। --------- প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে 'কিংবদন্তি মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক একটি খুদে গল্প রচনা কর।

২৮। ফেসবুকে বন্ধুত্বের পরিণাম- বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

২৯। প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণে 'শব্দ-দূষণ' বিষয়ে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
মাইকের তীব্র শব্দে পড়তে পারছে না রাতুল। বাইরে এসে প্রতিবাদ করতে গিয়ে......

৩০। প্রদত্ত উদ্দীপকের আলোকে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
লোকমান মিয়া দিন মজুর। সে বন থেকে কাঠ কেটে সংসার চালায়। একদিন সে বনদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়...

প্রশ্ন নং ১২ প্রবন্ধ রচনা



➤ প্রবন্ধ রচনার অনুশীলন আমাদের সুসংহতভাবে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভাষা ব্যবহারে নৈপুণ্য আনয়ন, যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চিন্তার গভীরতা বাড়াতে সাহায্য করে।
➤ ১২ নং প্রশ্নে পাঁচটি প্রবন্ধ রচনার বিষয় থাকে যার মধ্যে যেকোনো একটির উত্তর করতে হবে। এ অংশের পূর্ণমান ২০।
➤ রচনার বিষয় হিসেবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জাতীয় চেতনা, শিল্প ও অর্থনীতি এবং সাম্প্রতিক বিষয় থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। তাই যেকোনো দুইটি অংশ ভালো করে পড়লেই হয়।
➤ রচনা লেখার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখে খাতা ভর্তি না করে যৌক্তিক ও বিষয়ানুগ বর্ণনা করতে হবে। রচনার ক্ষেত্রে পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তাই পয়েন্টের শিরোনাম অনুযায়ী যাতে বিষয় বর্ণিত হয় সেক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।
➤ নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ে খুব বেশি পয়েন্ট করা যায় না। তাই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে এ অংশের উত্তর না করাই শ্রেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বা জাতীয় চেতনা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা তোমাদের জন্য সহজ অপশন হতে পারে।
➤ তবে, সর্বোপরি এটি তোমার সিদ্ধান্ত। যে বিষয়টি সম্পর্কে তুমি সবচেয়ে ভালো জানো এবং সবচেয়ে বেশি গুছিয়ে লিখতে পারবে, সে বিষয়েই প্রবন্ধ রচনা লিখবে।

প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধ রচনার কৌশল

লেখক তার নিজের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রচনা করেন তাকে প্রবন্ধ রচনা বলে। এর সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যথা:

০১। ভূমিকা: ভূমিকা হচ্ছে প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশ যেখানে লেখার মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন ঘটে। ভূমিকা যত আকর্ষণীয় হবে রচনাটিও পাঠকের কাছে ততো হৃদয়গ্রাহী হবে। ভূমিকাতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয়।

০২। মূল অংশ: এ অংশে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় সংকেত (Points) এ ভাগ করে নিতে হবে। সংকেতের বিস্তার কতখানি হবে তা ভাব প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। এর আয়তনগত কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই।

০৩। উপসংহার: এটি প্রবন্ধের সিদ্ধান্তমূলক বা সমাপ্তিসূচক অংশ। এখানে লেখক তার আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তার নিজস্ব অভিমত বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। মাদকাসক্তির কারণ ও প্রতিকার/ মাদকাসক্তি ও আমাদের যুবসমাজ [ঢা.বো.'১৯, য.বো.'১৯, দি.বো.'১৯, সি.বো.'১৭, কু.বো.'১৭]

মাদকাসক্তির কারণ ও এর প্রতিকার

ভূমিকা: বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি এক ভয়াবহ বৈশ্বিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। অপার সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের জন্য মাদকাসক্তি এখন এক মরণ ফাঁদ। এই ঘাতক ব্যাধিতে আসক্ত হবার ফলে সমাজ হচ্ছে কলুষিত এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে মর্মান্তিক পরিণতি। তাই একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য, আলোকিত আগামীর জন্য মাদকাসক্তির মতো মরণথাবা থেকে তরুণ ও যুব সমাজকে রক্ষা করা একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয়।

মাদক ও মাদকাসক্তি: মাদকদ্রব্য হলো প্রাকৃতিকভাবে অথবা রাসায়নিকভাবে উৎপন্ন পদার্থ যা নেশা তৈরি করে। এসব পদার্থ যারা সেবন করে তাদেরকে মাদকাসক্ত বলা হয়। মাদক সেবনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন এক নেশা যাতে একবার জড়িয়ে পড়লে, তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। এর পরিণতি অকালমৃত্যু। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য রয়েছে। কিছু কিছু মাদক ব্যথানাশক ও চেতনানাশক হিসেবে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মাদকই নেশাকারী পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, মরফিন,কোকেন, চরস, পপি, মারিজুয়ানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য মাদক। এগুলোর বেচা-কেনা বাংলাদেশে অবৈধ। তা সত্ত্বেও গোপনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর কেনা-বেচা চলে। তরুণ সমাজের বড়ো একটি অংশ এসব মাদক গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করার খেলায় মেতে ওঠে।

মাদকের উৎস: মাদকের উৎস বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদক উৎপাদিত হয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি অসাধু মুনাফালোভী বিশাল চক্র। মাদকের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, চোরাচালানও হয় অনেক দেশে। থাইল্যান্ড-মায়ানমার-লাওস (গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল), আফগানিস্তান-ইরান-পাকিস্তান (গোল্ডেন ক্রিসেন্ট) মাদক চোরাচালানের প্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। মাদকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো আফিম। পপি নামক উদ্ভিদ থেকে আফিম তৈরি হয়। আফিম থেকে তৈরি হয় 'মরফিন বেস'। মরফিন বেস থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় হেরোইন। ব্রাজিল, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশে মাদক উৎপাদন ও চোরাচালানের বড়ো একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাদকাসক্তির কারণ: জীবনের হতাশা ও দুঃখবোধ থেকে সাময়িক স্বস্তি লাভের আশায় মানুষ প্রথমবার মাদক গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। অনেকে অন্যের প্ররোচনায় মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। অনেকে কৌতূহলবশতও প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে থাকে। তবে যেভাবেই হোক, কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে সেই আসক্তি থেকে বের হওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়। সেই সুযোগে বিপথগামী কিছু মানুষ এবং বহুজাতিক মাদক সংস্থাগুলো অবৈধ অর্থের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

পাশ্চাত্যের মাদক উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা এশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতে ব্যবসা করতে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। করিডোর হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেকটা সহজলভ্য। এই সুযোগে কিছু অসাধু লোক এখানেও একটি মাদকের বাজার সৃষ্টি করেছে। এইসব খারাপ লোকের চেষ্টায় বর্তমান বাংলাদেশে মাদকাসক্ত লোকের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। দিন দিন এই সংখ্যা বাড়ছে।

মাদকাসক্তির কুফল: মাদকে আসক্ত ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি কমে যায়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, দেহের ওজন কমতে থাকে, হাসি-কান্নার বোধ ও বিচারবুদ্ধি থাকে না। এক পর্যায়ে সে জীবন্মৃত অবস্থায় পৌঁছে যায়। মাদকের মূল্য বেশি হওয়ায় খুব অল্প দিনেই মাদকাসক্তের সঞ্চিত অর্থ ফুরিয়ে যায়। তখন তারা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে। ক্রমে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এভাবে নিজেদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের সুস্থতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এদের নৈতিক অধঃপতন সমাজের অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। ফলে গোটা সমাজেই পচন ধরতে শুরু করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য কলহের কারণ হয়। অশান্তির জের ধরে বহু মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। পরিবার ও সমাজের জন্য সেই ক্ষতি অপূরণীয়। এছাড়া সবচেয়ে ভয়াবহ তথ্য হলো, মাদকাসক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সি লোক বেশি। অথচ দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই বয়সি লোক সবচেয়ে উপযুক্ত। আবার এই বয়সের নারীরাই সবচেয়ে বেশি প্রজননক্ষম। তাই এই বয়সের নারী-পুরুষ মাদকাসক্ত হওয়ার অর্থ হলো, একদিকে দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সুস্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

মাদকাসক্তির প্রতিকার: মাদকাসক্তির সর্বনাশা প্রভাব থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। সকলেই ভাবছেন, কেমন করে এর করাল গ্রাস থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়। ইতোমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশেও মাদকবিরোধী একাধিক সংগঠন কাজ করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে মাদক গ্রহণ ও বিস্তার প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচারণা লক্ষ করা যায়। সরকারের সমাজসেবা কর্মসূচিতে মাদক প্রতিরোধ ও মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম চালু আছে এবং এদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাদকের হাত থেকে দেশের যুবসমাজকে বাঁচাতে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সেখানে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা। অন্তত বেকারত্বের হতাশা থেকে যেসব মাদকাসক্তির ঘটনা ঘটে, এর ফলে তা দূর হবে। তবে সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ হলো মাদক ব্যবসা ও চোরাচালানকে নির্মূল করা। এজন্য দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রেখে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং তা প্রয়োগ করে দেখানো।

উপসংহার: মাদকাসক্তির কারণে সমাজের কোনো এক জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি হলে, সেই অশান্তি গোটা সমাজকে গ্রাস করতে পারে। তাই মাদকাসক্তিকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় মনে করলে চলবে না। যে তরুণ সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ, তারা যদি সুস্থতার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়, তাহলেই তারা সুস্থ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দিতে পারবে, অন্যথায় নয়। তাই মাদকের করালগ্রাস থেকে দেশ ও সমাজকে বাঁচাতে হবে।

০২। তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ/ তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

[রা. বো.'১৯, চ. বো.'১৯, ব. বো.'১৯, সি. বো.'১৯, য. বো.'১৯, রা. বো.'১৭, কু. বো.'১৭]

তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

সূচনা: সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির মহাসড়কে আরোহণ করেছে এবং দুর্বার গতিতে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। গত এক যুগে বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র এখন নেই যেখানে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। এই যাদুর কাঠির পাশে আমাদের সকলের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য-মানবজীবনের প্রতিটি স্তরেই এখন এর প্রভাব অপরিসীম। আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান নিয়ামক এই তথ্য-প্রযুক্তি।

বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: বর্তমানে বাংলাদেশকে অভিহিত করা হয় ডিজিটাল বাংলাদেশে হিসেবে। এর পেছনে অবশ্য জোরালো কারণও রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এমনকি স্কুল কলেজের ভর্তি কার্যক্রম এখন অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন পরিচালনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, দরপত্র গ্রহণের মতো কাজও অনলাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। ই-বুক, ই-কমার্স, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্সের মতো কার্যক্রমের কথা এখন মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। দেশে 'আইসিটি ইনকিউবেটর', 'আইসিটি পার্কের' মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেখানে শত শত মানুষ কাজ করছে। এরই পথ ধরে সরকার 'ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার সারা দেশব্যাপী নব্বইটি গ্রামীণ ডাকঘরকে এবং প্রায় পাঁচশত উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে পরিণত করেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইল মানি অর্ডার ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ডের মতো সেবার সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচিত করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে সরকারের পদক্ষেপ: বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশকে প্রযুক্তির মহাসড়কে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এর মধ্যে- উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা যার মাধ্যমে একেবারে প্রান্তিক মানুষজনও তথ্য-প্রযুক্তির সেবাকে হাতের নাগালে পাচ্ছে। এরপর রয়েছে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সকল এলাকাকে ডিজিটাল টেলিফোন ও সেবার আওতায় নিয়ে আসা। তবে শুধু প্রান্তিক পর্যায়েই নয়, বরং বৃহৎ পরিসরে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের উন্নতির জন্য গাজীপুরে ২৬৫ একর জমির ওপর 'হাইটেক পার্ক' স্থাপন করা হয়েছে। রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে 'আইসিটি পার্ক' আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফটওয়্যার ও অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার'। দেশের প্রতিটি স্কুলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কম্পিউটার ও প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ডিজিটাল ল্যাব। এছাড়া শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক আইসিটি পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'আইসিটি ইন্টার্নশীপ' প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা অর্জনের জন্য যুবকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। তাদের পেশাকে স্বীকৃত দেয়া হচ্ছে। সরকারের এতসব পদক্ষেপের ফলে 'আইসিটি' কথাটি এখন আর কারও কাছে সুদূর কল্পনার কোনো বিষয় নয় বরং এটি তাদের সামনে এখন প্রতিষ্ঠিত এক সত্য।

বাংলাদেশে প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিপ্লব: ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ছিল বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা। ১৫ বছর পর আজ সেই স্বপ্ন একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সত্য। এই দেড় দশকে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে প্রযুক্তির যে প্রসার তাকে ডিজিটাল বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হলে ভুল হবে না। ইউরোপের রেনেসাঁ যেমন সেখানে এক নবজাগরণ ঘটিয়েছিল, এই ডিজিটাল বিপ্লবও আমাদের দেশে তেমনি এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে বলেই দেশবাসীর বিশ্বাস। মেট্রোরেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, ডিজিটাল আইল্যান্ড প্রভৃতি সেবা প্রকল্পগুলো আমাদের এই বিপ্লবের পথে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানোর ফলে একজন নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও এর সুফল ভোগ করতে পারছেন। গ্রামীণ পর্যায়ে নতুন নতুন উদ্যোক্তা গড়ে উঠছে যারা নিজেদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি অন্যদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন। ২০২২ সালের তথ্যমতে বাংলাদেশে মোট মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬ কোটি ৫৬ লাখ ৭২ হাজার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ কোটি ৬২ লাখ ১০ হাজার। প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সেবা-প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মতো সেবা। সরকারি কাজকর্ম অনলাইনে সম্পাদন করা হচ্ছে। জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান, পাসপোর্টের আবেদন, ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন করার মতো জটিল কাজ গুলো অনলাইনের মাধ্যমে অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা, ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটাইজেশনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। মানুষের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য আইন' এবং মানুষের ডিজিটাল জীবন সুরক্ষিত রাখতে প্রণীত হয়েছে 'আইসিটি অ্যাক্ট'। শিক্ষিত ও স্বল্প-শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেশ ইতোমধ্যে এর ফলও ভোগ করতে শুরু করেছে।

কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাচীন প্রথাগত পদ্ধতির কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যেন নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় কৃষি এখন একটি লাভজনক কাজে পরিণত হয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার একর প্রতি ফলন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি নানা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষিকাজকে করেছে আরও সহজ ও গতিশীল। ড্রাগন ফল, মাশরুম, স্ট্রবেরির মতো নতুন নতুন ফসল চাষের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন আগ্রহী হচ্ছে, তেমনি বিদ্যমান ফসলগুলোর উৎপাদনেও এসেছে নতুন নতুন সাফল্য। বন্যা, খরা, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের ফলে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতেও উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করা যাচ্ছে। যার ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। গৃহপালিত পশু-পাখি পালনেও নতুন নতুন প্রজাতি ও পদ্ধতির ব্যবহার সাফল্য আসছে। সৌরশক্তি, বায়োফুয়েল ও বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার কৃষকদের কায়িকশ্রম লাঘব হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ভাসমান পদ্ধতিতে মাছ চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, এমনকি জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থাও এ পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। পাশাপাশি বন্যাপ্রবণ এলকায় ভাসমান পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি এবং শাকসবজি চাষের মতো উদ্যোগও সফলতা লাভ করেছে। মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তার সাথে প্রযুক্তির মিশেলে কৃষিকাজ করার ফলে এক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সাফল্য এসেছে যা পূর্বে কখনো লক্ষ্য করা যায় নি।

শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে ব্যবস্থাপনায় কাজ এখন অনেক সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি, প্রবেশপত্র, প্রশংসাপত্র প্রদান, ছাড়পত্র প্রদান, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা, শিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতি যাচাই, শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা, এস এম এস এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন পাঠানো— প্রভৃতি কাজ প্রযুক্তির কল্যাণ সহজ হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের পড়াশোনায় ফাঁকি দেবার সুযোগ কমে এসেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে পাঠদান করা এখন একটি সাধারণ বিষয়। ই-বুক প্রচলনের ফলে শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বইয়ের চাপ কমে গেছে। শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের কাছে এখন একটি আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

চিকিৎসাসেবায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে চিকিৎসাসেবা এখন মানুষের কাছে অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে মানুষকে এখন রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশিদূর যেতে হয় না। আবার, অনলাইনের মাধ্যমেই এখন ডাক্তারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে ঘরে বসেই ২৪ ঘন্টা ডাক্তারের সেবা পাওয়া এখন সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সকল তথ্য এখন জানতে পারা যায়। ফলে টেলিমেডিসিন কথাটি এখন সবার কাছেই পরিচিতি লাভ করেছে।

বেকারত্ব দূর করতে তথ্য-প্রযুক্তির অবদান: ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের ফলে দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেরা স্বাবলম্বী হবার পাশাপাশি অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরও আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে। গ্রাফিকস ডিজাইন, ওয়েবসাইট ডিজাইনের মতো বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে শত শত বেকার যুবক আজ ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের এ কাজকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর ব্যবসা করেও অনেকে স্বাবলম্বী হবার পথ খুঁজছে। দেশে ইন্টারনেট-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসারে রবি টেন মিনিট স্কুলের মতো এডটেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ ও এর ক্ষতিকর দিক: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রে যেমন অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। তেমনি এর অপব্যবহারের ফলে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রযুক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাস্তব জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ফলে অনেকেই বাস্তব জীবনে খাপ খাওয়াতে পারছেনা। অধিক সময় ধরে কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা বা মোবাইলন ফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে যার ক্ষতিকর প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই নানা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বাঙালিরা অনেকেই আজকে নিজেদের সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে। অনলাইন গেম, ওয়েব সিরিজ বা নীল ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশের যুবসমাজ নিজেদের যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তা অপরিমেয়। হ্যাকিং, স্প্যামিং ও অনলাইন বুলিংয়ের শিকার হয়ে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। বলা হয়, অনলাইনের জগতে কেউই নিরাপদ নয়। তাই সকলেরই উচিত এর ব্যবহারে সচেতন থাকা।

উপসংহার: গতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের সকলেরই উচিত এ দক্ষতা অর্জন করা। তবে সবসময়ই খেয়াল রাখতে হবে, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা যেন প্রযুক্তিকে আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দিয়ে না দেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ বা জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার যে আন্দোলন দেশে চলমান, সেখানে আমাদের সবাইকেই সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, একমুখী ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাও আবশ্যক। বাংলাদেশকে সত্যি সত্যিই ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত করতে হলে প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এর সুবিধা যেন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাতে যথাযথ বিনিয়োগ ও বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব না হলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কখনোই প্রযুক্তিখাতের প্রকৃত সুফল ভোগ করা সম্ভব হবেনা। প্রযুক্তির এ অগ্রযাত্রায় তাই সকল স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকলকে এর সুফল ভোগে অংশ নিতে দিতে হবে।

◆ বিগত বছরসমূহের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

০১। একুশ বাঙালির অহঙ্কার;/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/ একুশের চেতনা বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস; [ঢা. বো.'১৯, চ. বো.'১৯, ব. বো.'১৭, সি. বো.'১৭]
০২। বৃত্তিমূলক শিক্ষা/ কর্মমুখী শিক্ষা; [ঢা. বো.'১৯, দি. বো.'১৯]
০৩। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন; [ঢা. বো.'১৯]
০৪। বিদ্যুৎ ও আধুনিক জীবন; [ঢা. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭]
০৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মুক্তি; [রা. বো.'১৯]
০৬। জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব / স্বদেশপ্রেম; [রা.বো.'১৯, চ.বো.'১৯, সি.বো.'১৯, দি.বো.'১৯, রা.বো.'১৭, ব.বো.'১৭, দি.বো.'১৭]
০৭। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা; [রা. বো.'১৯, রা. বো.'১৭]
০৮। বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশ; [রা. বো.'১৯]
০৯। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি/ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ; [চ. বো.'১৯, [ব. বো' ১৯]
১০। নারী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকা/ জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা; [চ. বো' ১৯, রা. বো.'১৭, য. বো.'১৭]
১১। পরিবেশ দূষণ: কারণ ও প্রতিকার; [ব. বো.'১৯, কু. বো.'১৭]
১২। বই পড়ার আনন্দ; [ব. বো.'১৯, কু. বো.'১৯]
১৩। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য/ রূপসী বাংলাদেশ; [ব. বো.'১৯, য. বো.'১৯, দি. বো.'১৯, চ. বো.'১৭, দি. বো.'১৭]
১৪। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প/ পোশাক শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা; [সি. বো.'১৯, কু. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭]
১৫। একুশ শতকে পল্লি উন্নয়ন ও বাংলাদেশ; [সি. বো.'১৯]
১৬। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার; [সি. বো.'১৯]
১৭। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ/ একুশের চেতনায়' ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ/ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা/ জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা; [কু. বো.'১৯, য. বো.'১৯, ঢা. বো.'১৭, য. বো.'১৭]
১৮। বাংলাদেশের কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি/ কৃষিকাজে বিজ্ঞান; [কু. বো.'১৯, ব. বো.'১৭, য. বো.'১৭]
১৯। বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি ও বাংলাদেশ; [কু. বো.'১৯]
২০। রোহিঙ্গা সমস্যা ও সমাধানের উপায়; [য. বো.'১৯]
২১। মানবকল্যাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ; [দি. বো.'১৯, দি. বো.'১৭]
২২। অধ্যবসায়; [ঢা. বো.'১৭, ব. বো.'১৭, য. বো.'১৭]
২৩। আমার প্রিয় কবি; [ঢা. বো.'১৭]
২৪। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য; [চ. বো.'১৭]
২৫। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব; [চ. বো.'১৭]
২৬। বই মেলায় একদিন; [চ. বো.'১৭]
২৭। পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন; [চ. বো.'১৭]
২৮। একটি শীতের সকাল; [ব. বো'১৭, য. বো.'১৭]
২৯। গণতন্ত্রে আমাদের উত্তরণ; [সি. বো.'১৭]

৩০। আমার যা হতে ও করতে ইচ্ছে করে; [সি. বো.'১৭]

৩১। বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক। [সি. বো.'১৭]

৩২। এক মুক্তিযোদ্ধার আত্মকাহিনী; [কু. বো.'১৭]

৩৩। দুর্নীতি: কারণ ও প্রতিকার; [কু. বো.'১৭]

৩৪। তোমার প্রিয় লেখক; [দি. বো.'১৭]

৩৫। দেশ গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা; [দি. বো.'১৭]

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূমিকা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে এমন কিছু দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়কে বোঝায়, যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে এবং যার পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রতি বছর এখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়, যার মধ্যে আছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

বন্যা: বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। বন্যার ফলে জনপদের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়। বহু গৃহপালিত পশু প্রাণ হারায়। ১৯৫৫ ও ১৯৬০ সালের বন্যায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৭০ ও ১৯৭৪ সালের বন্যার বিভীষিকাও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৮৮ সালের বন্যা রাজধানী ঢাকাসহ পুরো দেশের মানুষকে বন্দি করে দেয়। ১৯৯৮ সালের বন্যাও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। এ সময়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় পাঁচ মাস পানিবন্দি জীবন যাপন করেছে লক্ষ দুর্গত মানুষ। ২০০১, ২০০২ ও ২০০৭ সালের বন্যাতেও মানুষ, গবাদিপশু ও ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয় ।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: বছরের এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে বাংলাদেশে ছোটো-বড়ো নানা ধরনের ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের তীব্রতা থাকে খুব বেশি। এর ফলে কখনো কখনো সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। এ-ধরনের দুর্যোগ প্রায় প্রতিবছরই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি উপকূলবর্তী এলাকায় ও দ্বীপসমূহে আঘাত হানে। এর নিষ্ঠুর আঘাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে । আশ্রয়হীন হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন হয় মানুষ, নিসর্গ, ও জীববৈচিত্র্য; বিপর্যস্ত হয় লোকালয়। মানুষ পতিত হয় অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায়। লবণাক্ততার জন্য প্লাবিত এলাকার ভূমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কারণে কৃষি-উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ১৯৭০ সালে মেঘনার মোহনায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দেড় লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সুন্দরবন এই দুই ঘূর্ণিঝড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরেও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

খরা: দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা একটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। অনাবৃষ্টি এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফসলের ক্ষেত, এমনকি গাছপালাও পানির অভাবে শুকিয়ে যায়। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পরে রাজশাহী বিভাগ ও রংপুর বিভাগের কিছু অঞ্চলে খরাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এখনো উত্তরাঞ্চলের বহু জেলায় খরা পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। অত্যধিক তাপদাহে নানা রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাবে মানুষের ও পশুপাখির অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়।

নদী-ভাঙন: নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে ছোট-বড়ো বহু নদী প্রবহমান। নদীর ধর্মই হলো এক কূল ভাঙা আর অন্য কূল গড়া । নদীর এই ভাঙা-গড়ার খেলায় এ দেশের কত মানুষকে যে বাস্তুচ্যুত হতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। নদীর তীরে বাস-করা মানুষের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বল নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই দুর্যোগের কবলে পড়ে মানুষ উদ্বাস্তুর ন্যায় জীবন-যাপন করে এবং কিছু কালের জন্য হলেও হয়ে পড়ে ঠিকানা-বিহীন।

ভূমিধস ও ভূমিক্ষয়: ভূমিধস বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা পাহাড়ি এলাকায় সংঘটিত হয়। চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, সিলেট প্রভৃতি পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের গায়ে অপরিকল্পিতভাবে গৃহ নির্মাণের কারণে ভূমিধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, অধিক বৃষ্টিপাত, নির্বিচারে পাহাড় কাটা ভূমিধসের মূল কারণ। এই ধরনের আর একটি দুর্যোগের নাম ভূমিক্ষয়। ভূমিক্ষয়ের কারণে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি হয় না বটে, তবে তা দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের ক্ষতির কারণ হয়। ভূমিক্ষয়ের মূল কারণ অপরিকল্পিতভাবে বনের গাছ কেটে ফেলা। মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচায় গাছ; এই গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রবল বর্ষণে মাটির উপরের স্তর ক্ষয়ে যায়। এতে ভূমির উচ্চতাই শুধু কমে, তাই নয়, জমির উর্বরতাও নষ্ট হয়।

ভূমিকম্প: অন্যান্য দুর্যোগের মতো ভূমিকম্পও বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আঘাত হানে । ভূমিকম্পের মাত্রা বেড়ে গেলে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ে । তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অবনতি ঘটে । গত একশো বছরে বাংলাদেশে মারাত্মক কোনো ভূমিকম্প হয়নি। তবে অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে যে কোনো সাধারণ ভূমিকম্পেও ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বড়ো বড়ো শহর মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে ।

দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রতিকার: দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার সব সময়ই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নামে সরকারের একটি সংস্থাও রয়েছে। প্রচার মাধ্যমগুলোও দুর্যোগকালের পূর্বপস্তুতি ও সম্ভাব্য মোকাবিলার বিষয়টি দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত প্রচারের ব্যবস্থা করে। দুর্যোগের আগে ও পরে সরকারের সবগুলো সংস্থা সতর্ক থাকে, যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথাসাধ্য কমিয়ে রাখা যায়। তবে শুধু সরকারের একার পক্ষে সবধরনের দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। জনসাধারণকেও তাদের নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখতে হবে এবং কীভাবে তা মোকাবেলা করা যায় সেই সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের দুর্যোগের সতর্কতা সংকেত সম্পর্কে জানতে হবে এবং দুর্যোগকালে তা মানতে হবে। যেসকল অঞ্চলে বন্যা বা খরা প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেসকল অঞ্চলের মানুষদের দুর্যোগকালীন সময় আসার আগেই পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারি-বেসরকারি এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগই পারবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে।

উপসংহার: এক সময়ে মানুষ প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো । কিন্তু মানুষ এখন ক্রমান্বয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। ভূমিকম্পের আগামবার্তা এখনো আবিষ্কার করা সম্ভব না হলেও ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে মানুষ এখন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো দুর্যোগের আগাম খবর পায়। অচিরেই হয়তো ভূমিকম্পের আগাম বার্তাও পেয়ে যাবে। হয়তো সেদিন আর দূরে নয়, যখন প্রকৃতির যাবতীয় দুর্যোগকে মানুষ তার প্রযুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

০২।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

ভূমিকা: পিতা মাতার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। এই ঋণ অপরিশোধ্য। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মেই পিতামাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত'। 'জননী স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী'। পিতা ধর্ম, পিতা কর্ম, পিতাই পরম তপস্যার ব্যক্তি। পিতামাতা যেমন আমাদের স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ছোট থেকে বড় করেছেন, তেমনি পিতামাতার প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে।

সন্তানের জীবনে মা-বাবার অবদান: প্রত্যেক মা-বাবাই সীমাহীন আত্মত্যাগ করে পরম স্নেহে সন্তানকে বড় করে তোলেন। সন্তানকে লালন-পালন করা, তার লেখাপড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে মা-বাবা সারাজীবনই উদ্বিগ্ন থাকেন। মা-বাবা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না পরে ভালো পোশাকটি সন্তানের গায়ে তুলে দেন। সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠায় মা-বাবা বিনিদ্র রজনি কাটান। সন্তানের যে-কোনো অমঙ্গল মা-বাবার জন্য বেদনার কারণ হয়। কঠোর পরিশ্রম আর সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে মা-বাবা যা আয়-রোজগার করেন, তা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানের জন্যই ব্যয় করেন। বটবৃক্ষের মতো মা-বাবার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সন্তান বড় হয়, বিকশিত হয়। সন্তানের প্রতি মা-বাবার এই যে মায়া-মমতা, তা স্বর্গীয়। সন্তানের জীবনে মা-বাবা আশীর্বাদস্বরূপ। তাই কোনো অবস্থাতেই মাতাপিতাকে অবহেলা করা সন্তানের জন্য গর্হিত কাজ। মাতাপিতার মনে কষ্ট জাগে, এমন আচরণ ও কথা কখনো বলা উচিত নয়।

মাতাপিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য: সন্তানের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করা। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁদের প্রতি সবসময় বিনম্র আচরণ করা। মনে রাখতে হবে, মাতাপিতার শাসনের আড়ালে থাকে ভালোবাসা, মঙ্গল-কামনা। তাদের মতো অকৃত্রিম স্বজন পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। মাতাপিতা যেমনই হোক না কেন, সন্তানের কাছে তারা সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাই তাদের অবাধ্য হওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। অবাধ্য সন্তান মাতাপিতার কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কৃতী সন্তান পিতামাতার কাছে মাথার মুকুটস্বরূপ। যে সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত, তারা জীবনে সাফল্য লাভ করে। হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (রা) ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেছেন মিথ্যাকথা না বলে। এতে ডাকাত সর্দার অভিভূত হয়ে সৎপথ অবলম্বন করেছিল। হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রা) অসুস্থ মাতার শিয়রে সারারাত পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মায়ের ডাকে দুর্যোগপূর্ণ রাতে সাঁতার দিয়ে দামোদর নদী পার হওয়ার কাহিনী কে না জানে। এরা সকলেই জীবনে সফল হয়েছেন এবং মহান ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। কাজেই মাতাপিতার কথা মেনে চলা এবং তাঁদের প্রতি কর্তব্য পালন করা আমাদের জীবনে সফলতার সোপানও বটে। অনেক মাতাপিতা আছেন, তাঁরা নিজে অশিক্ষিত হয়েও সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দান করেন। সেই সন্তান পড়ালেখা করে উচ্চপদে আসীন হয়ে অনেক সময় তাদের মাতাপিতার প্রতি কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দূরে থাক, ন্যূনতম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন না। এটা সবচেয়ে দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়। কোনো সুসন্তান কখনো মা-বাবার প্রতি এমন অমানবিক আচরণ করতে পারে না। বৃদ্ধ অবস্থায় মা-বাবা সন্তানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাদের অসুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক নজর দিতে হবে। তাদের সেবা-শুশ্রূষার প্রতি যত্নশীল হওয়া সন্তানের একান্ত কর্তব্য।

ছাত্র জীবনে মাতা পিতার প্রতি কর্তব্য: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ কর।"
পাশ্চাত্যের মনীষী রাস্কন/রুস্কিন বলেছেন-
"Duty towards God, duty towards parents and duty towards mankind."
ছাত্রাবস্থায় আর্থিকভাবে পিতামাতাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে এ সময় তাদের হাতের কাজে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের সাথে জেদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলতে হবে। যদি নিজের কোনো মতের সাথে তাদের মতের মিল না হয়, তবে তর্ক না করে অথবা দুর্ব্যবহার না করে তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। সর্বোপরি, তারা মনে কষ্ট পায়, এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপসংহার: পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সুসন্তান হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে মা-বাবার সেবা ও তাদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করে সন্তান হিসেবে নিজের জন্মঋণ শোধ করা উচিত। যদিও মা-বাবার ঋণ অপরিশোধ্য, তবু তাদের যেন অযত্ন, অবহেলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের মনে কষ্ট হয়, এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষত, বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবা যদি সন্তানের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না পান, এর চেয়ে দুঃখের আর পরিতাপের কিছু নেই। এ অমানবিক ও হীন কাজ কেউ যেন না করে।

◆ সম্ভাব্য প্রশ্ন

০১। বাংলাদেশের সামাজিক উৎসব।
০২। স্বপ্নের পদ্মাসেতু।
০৩। প্রযুক্তি ও সন্ত্রাস।
০৪। পরমতসহিষ্ণুতা।
০৫। শিষ্টাচার।
০৬। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : সমস্যা ও সম্ভাবনা।
০৭। একটি বর্ষণমুখর সন্ধ্যা।
০৮। দিন বদলের পালায় বাংলাদেশ।
০৯। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা।
১০। জাতীয় জীবনে খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রয়োজনীয়তা।
১১। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধান।
১২। সবুজ বিপ্লব।
১৩। ইন্টারনেট ও আজকের বিশ্ব।
১৪। অমর একুশে বই মেলা।
১৫। গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ।
১৬। নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ।
১৭। বাঙালি সংস্কৃতি।
১৮। একটি গ্রামীণ মেলা।
১৯। জাতীয় জীবনে দুর্নীতি ও তার প্রতিকার।
২০। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্তির ব্যবহার।
২১। সার্ক ও বর্তমান বাস্তবতা।
২২। সংবাদপত্র।
২৩। আত্মকর্মসংস্থান: এসো নিজে করি।
২৪। বাংলা নববর্ষ।
২৫। কম্পিউটার: আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়।

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

ঢাকা বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) বাংলা 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) প্রমিত বাংলা বানানের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

০২। (ক) সর্বনাম পদ কাকে বলে? সর্বনাম পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যে কোনো পাঁচটি):
কালান্তর, মিশকালো, সিংহাসন, প্রভাত, হাতেখড়ি, তেপায়া, উপকণ্ঠ, রাজপুত্র।

০৩। (ক) অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:
(i) তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।
(ii) সাবধান পূর্বক চলবে ।
(iii) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
(iv) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(v) কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।
(vi) কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
(vii) বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
(viii) তৎকালীন সময়ে তার ভূমিকা সমালোচিত হয়।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Acting, Ballot, Cartoon, Deed, Public works, Hood, Light year, Sabotage.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
He who loves his country is a patriot. The patriots love their country more dearly than their lives. They are ready to lay down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.

০৫। (ক) কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে 'অফিসার পদে' নিয়োগলাভের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) তোমার কলেজে উদ্‌যাপিত 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারাংশ লেখ: ১০
আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিত্তের ওপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি আগে যাওয়ার নেশায় লক্ষ্যহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে; মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই; এবার উঠবার সিঁড়িটা না খুঁজলেই নয়।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন
কে বলে মানুষ তারে? পশু সেই জন।

০৭। (ক) করোনা ভাইরাসের বিস্তাররোধে সতর্কতা বিষয়ে দুই শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত গল্পসংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় কথাটি কতটুকু বাস্তব তার প্রমাণ আমাদের গাঁয়ের মেয়ে সুমনা............

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

রাজশাহী বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ । ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
শান্তনা, দৈণ্যতা, জাজ্জল্যমান, মুমুর্ষ, প্রতিদন্দ্বি, ফটোষ্টেট, দূর্বিসহ, হীনমন্যতা।

০২। (ক) উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ (যেকোনো পাঁচটি):
দম্পতি; সপ্তডিঙা; প্রভাষক; আয়তলোচনা; কুসুমকোমল; কবিগুরু; যথারীতি; উদ্বেল

০৩। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্য গঠনে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
(i) তাকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।
(ii) বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।
(iii) চোখে হলুদফুল দেখছি।
(iv) একথা প্রমাণ হয়েছে।
(v) তিনি স্বপরিবারে ঢাকা থাকেন।
(vi) তার পানিতে সমাধি হয়েছে।
(vii) দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য সকল পর্যায়ে কৃচ্ছতা সাধন দরকার।
(viii) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Audio, Copyright, Dynamic, Bankrupt, Hoarder, Reform, Isolation, Study.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean.

০৫। (ক) কোনো বেসরকারি কলেজে 'প্রভাষক' পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে আবেদন কর। ১০

অথবা,

(খ) "তোমার এলাকার কোনো সড়কের দুরবস্থা"–র উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কভু মানুষের রবে না বিচ্ছেদ-
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।
দেশে দেশে যুগে যুগে কত যুদ্ধ কত না সংঘাত
মানুষে মানুষে হলো কত হানাহানি।
এবার মোদের পুণ্যে সমুদিবে প্রেমের প্রভাত
সোল্লাসে গাহিবে সবে সৌহার্দ্যের বাণী।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর: সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

৭। (ক) "উচ্চশিক্ষা স্তরে 'বিষয়' নির্বাচনের গুরুত্ব"–প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) উপযুক্ত শিরোনামসহ নিচের সংকেত অনুসরণে একটি খুদে গল্প লেখ:
চার ভাই-বোনের মধ্যে রাজু সবার বড়। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিলো। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। একদিকে নিজের উচ্চ শিক্ষা, অন্যদিকে ....

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

চট্টগ্রাম বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

অথবা,

(খ) বানান শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো পাঁচটি):
সমিচিন, বিভিষন, অপেক্ষামান, পূননির্মান, ঐক্যমত, প্রতিযোগীতা, স্বামীগৃহ, কটুক্তি।

০২। (ক) উদাহরণসহ আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো (যে কোনো পাঁচটি):
রক্তনদী, দোটানা, উচ্ছৃঙ্খল, বইপুস্তক, কুম্ভকার, সেতার, যুগান্তর, কানাকানি।

০৩। (ক) গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ বাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৫

অথবা,

(খ) নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো পাঁচটি):
(i) স্যারের কথা প্রমাণ হয়েছে।
(ii) একের লাঠি দশের বোঝা।
(iii) সকাল সকাল চারাগুলো বপন করা হয়ে গেল।
(iv) অপরাহ্ন লিখতে কেউ কেউ ভুল করে।
(v) সকল ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ।
(vi) প্রাণীবিজ্ঞানের তিনজন শিক্ষকই গুণীসমাবেশে যাবেন।
(vii) বেপরোয়া গাড়ি চালাবেন না।
(viii) সকাল হইতে বৃষ্টি হচ্ছে।

০৪। (ক) পারিভাষিক শব্দ লেখ (যেকোনো পাঁচটি): ৫
Accessories, Autograph, Caption, Fiction, Estimate, Virus, Guilty, Hygiene.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
He who loves his country is a patriot. The patriots like Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman love their country more dearly than their own lives. They are ready to lie down their lives for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death.

০৫। (ক) একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে "কম্পিউটার অপারেটর" পদে চাকরির জন্য আবেদনপত্র রচনা করো। ১০

অথবা,

(খ) "মেঘনায় লঞ্চডুবি: ৩০০ জনের সলিল সমাধি" শিরোনামে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর: রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

০৭। (ক) 'করোনাকালে অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম' বিষয়ে দু'জন শিক্ষার্থীর সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত সংকেতটি পড়ে শিরোনামসহ একটি খুদে গল্প রচনা কর:
এইখানে আসলে থমকে যায় নাদিমের মনটা। দশ বছর আগে ঠিক এখানেই বাবার সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল।......

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

সিলেট বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০

সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
শ্রমজিবী, ফটোষ্ট্যাট, মরিচীকা, পানিনী, নমস্কার, সহযোগীতা, ইতিমধ্যে, উচ্ছাস।

০২। (ক) সংজ্ঞা ও উদাহরণসহ ক্রিয়া পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
রাজপথ, অনাশ্রিত, গ্রামান্তর, দিগ্বিদিক, উপনদী, সেতার, অহিনকুল, উদ্বেল।

০৩। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি আদর্শ বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:
(i) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
(ii) তাহারা মাঠে খেলা করছে।
(iii) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।
(iv) বিরাট গরু-ছাগলের হাট।
(v) প্রথম সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে।
(vi) বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
(vii) গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল ।
(viii) সে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Auction, Dialect, Urban, Copyright, Prepaid, Booklet, Nursery, Xerox

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Bengali language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honour of our language. Those martyrs are the pride of our nation and history.

০৫। (ক) কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত তোমার এলাকার জনগণের সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদনপত্র রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রতিকারের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে,
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথি মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্র রূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস,
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দুহাত বাড়াস ।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

০৭। (ক) মাদকাসক্তির কুফল ও এর প্রতিকার বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

বরিশাল বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) বানান শুদ্ধ করে লেখ (যেকোনো পাঁচটি):
আনুষাঙ্গিক, বাংগালী, মহত্ব, দুরাবস্থা, ঐক্যমত, ইতিপূর্বে, নুন্যতম, আকাংখা।

০২। (ক) উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
বাহুলতা, আদিগন্ত, সহোদর, দম্পতি, তেপান্তর, নদীমাতৃক, জ্যোৎস্নারাত, চিরসুখী।

০৩। (ক) একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:
(i) সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য ।
(ii) দরিদ্রের কথা বাঁশি হলে ফলে।
(iii) তাকে বাড়ি যাইতে দাও ।
(iv) ফলজ বৃক্ষ বেশি বেশি লাগাতে হবে।
(v) তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম ।
(vi) বাংলা বানান আয়ত্ব করা বেশ কঠিন।
(vii) পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে।
(viii) অদ্যবধি তাহার দেখা নাই।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Acting, Biography, Documentary, Hygiene, Menifesto, Subsidy, Vacation, Warcrime.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Nothing is useless in the world. Even the commonest things we see around us have also their uses. The rocks we have frequented, may hide a rich mine. A divine intention underlines creation. There is nothing low, nothing mean.

০৫। (ক) তোমার এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পৌরসভা মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ। ১০

অথবা,

(খ) তোমার কলেজে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস' উদ্‌যাপনের ওপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারাংশ লেখ: ১০
জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যা বৃদ্ধি শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ় হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা। সবরকম মূল্যবোধের বৃহত্তম বাহন ভাষা তথা মাতৃভাষা, আর তা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব লেখক ও সাহিত্যিকদের ।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:

মিথ্যা শুনিনি ভাই
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।

০৭। (ক) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা ও একজন তরুণের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত সংকেত অবলম্বনে 'ধৈর্যের ফল' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।
গল্প সংকেত: ধৈর্য ধারণ করলে যে কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।..........

বোর্ড প্রশ্ন
২০২২
শর্ট সিলেবাস

যশোর বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) দৃষ্টান্তসহ 'য' ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:
আকাংখা, ইতিপূর্বে, কথপোকোথন, বিদুষি, জাজ্জল্যমান, নুন্যতম, মুমূর্ষ, বুদ্ধিজীবি।

০২। (ক) ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
অহিনকুল, উর্ণনাভ, শশব্যস্ত, অনাশ্রিত, কলেরগান, প্রবচন, উদ্বেল, ত্রিভুজ।

০৩। (ক) বাক্য কাকে বলে? গঠনগতভাবে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ কর:
(i) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
(ii) মাদকাশক্তি ভাল নয়।
(iii) তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।
(iv) নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
(v) ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।
(vi) জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
(vii) তিনি আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন।
(viii) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Autonomous, Ethics, Fine-Arts, Green room, Hostile, Journal, Manuscript, White-Paper.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Our life is short. But we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life.

০৫। (ক) কোনো বেসরকারি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ। ১০

অথবা,

(খ) তোমার দেখা 'একুশের বইমেলা' সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই–প্রীতি নেই–করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাঁদের হৃদয়।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ।

০৭। (ক) বৈশ্বিক উষ্ণতা ও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) নিম্নোক্ত ইঙ্গিত অবলম্বনে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
এখন পৌষ মাস। কাকলি গ্রামে বেড়াতে এসেছে। সেদিনই গ্রামের স্কুল মাঠে বসেছিল পৌষের পিঠামেলা। মেলায় ঘুরতে এসে কাকলির দৃষ্টি আটকে গেল……

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

কুমিল্লা বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
নুন্যতম, দূরবস্থা, শিরচ্ছেদ, হিনমন্যতা, মুমুর্ষ, শশ্মান, শান্তনা, ইতিমধ্যে ।

০২। (ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
যুগান্তর, শিক্ষক, নদীমাতৃক, চরণকমল, সবান্ধব, শতাব্দী, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, উপকণ্ঠ ।

০৩। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যে কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ কর:
(i) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
(ii) এক পৌষে শীত যায় না।
(iii) ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাকর।
(iv) শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন।
(v) তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান।
(vi) এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
(vii) আমার বাড়ি ঢাকায় নয়, ময়মনসিংহ।
(viii) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Secular, Irrigation, Dynamic, Agenda, Provost, Cabinet, Nationalism, Memorandum.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Time is very precious. It should not be neglected. The man who makes good use of time is sure to succeed. All the famous persons of the world made use of time. We should follow them.

০৫। (ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সহকারী শিক্ষক' পদে চাকরির জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

দৈন্য যদি আসে, আসুক লজ্জা কি বা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস্
সুখের সাথি মুখের পানে যদি না চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস্ ।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

০৭। (ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা কর । ১০

অথবা,

(খ) 'স্বনির্ভরতার জন্য চাই ইচ্ছাশক্তি' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা কর।

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

দিনাজপুর বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ **সময়: ২ ঘণ্টা**

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

০১। (ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের যে কোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
আকাংখা, ঔজ্জল্য, পৈত্রিক, বৈয়াকরণিক, শান্তনা, শিরচ্ছেদ, দৈন্যতা, নূন্যতম ।

০২। (ক) কর্মপদ অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
অনতিবৃহৎ, আলুনি, উদ্বেল, উপজেলা, গৃহান্তর, বিপত্নীক, দম্পতি, তেপায়া ।

০৩। (ক) বাক্যের গুণ বলতে কী বোঝ? একটি সার্থক বাক্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:
(i) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
(ii) সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সশিক্ষিত ।
(iii) অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।
(iv) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।
(v) এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।
(vi) বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
(vii) নিরোগী লোক আসলে সুখী ।
(viii) সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে ।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ লেখ: ৫
Act, Legend, Dialect, Subsidy, Concession, Ad-hoc, Referendum, Quack.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Bengali Language has a glorious tradition. In this country, students and people laid down their lives to keep the honour of our Language. Those martyrs are pride of our nation and history.

০৫। (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) তোমার এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
অতৃপ্তিই অসুখের মূল।

০৭। (ক) মরণব্যাধি 'করোনা' নিয়ে ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে একটি সংলাপ লেখ । ১০

অথবা,

(খ) 'মানুষ মানুষের জন্য' শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ।

বোর্ড প্রশ্ন ২০২২ শর্ট সিলেবাস

ময়মনসিংহ বোর্ড

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখ:
মনীসী, স্বাতন্ত্র, স্রোতস্বিনি, আকাংখা, অপোরাহ্ন, শ্রমজিবী, প্রতিযোগীতা, উচ্ছাস ।

০২। (ক) বিশেষণ পদ কাকে বলে? বিশেষণ পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ।
আমরা, বিলাতফেরত, জন্মান্ধ, পাপমতি, আলুনি, মনমাঝি, সেতার, নদীমাতৃক।

০৩। (ক) বাক্য বলতে কী বোঝ? একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:
(i) সে শিরোপীড়ায় ভুগছেন।
(ii) আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি।
(iii) সকল মানুষেরা ভুল করে থাকে।
(iv) অতি লোভে গরিব নষ্ট।
(v) তাহার সাথে আমার সখ্যতা রয়েছে।
(vi) ছেলেটি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল।
(vii) তিনি আরোগ্য হয়েছেন।
(viii) তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন।

০৪। (ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ । ৫
Goods, Note, Significant, Primitive, Portal, Manifesto, Bail.

অথবা,

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:
Time is very valuable. To neglect it is not proper. The success of the man who makes the right use of his time is inevitable. All the famous men of the world have made the right use of time. We should follow them.

০৫। (ক) কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে যাওয়ার জন্য অনুমতি ও আর্থিক অনুদান চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। ১০

অথবা,

(খ) তোমার কলেজে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৬। (ক) সারমর্ম লেখ: ১০

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রু-ময়
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়!

অথবা,

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ কর:
বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

০৭। (ক) সারা বিশ্বব্যাপী সংক্রমিত মহামারি 'কোভিড-১৯' এর ভয়াবহতা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ তৈরি কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুসরণ করে একটি খুদে গল্প রচনা কর:
মেয়েটি দৌড়াচ্ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওদিকে মেয়েটির ব্যাগে সমানে মোবাইল ফোন বেজে চলেছে ....

শর্ট সিলেবাস ২০২৩

মডেল টেস্ট-০১

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণের ৫টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখ:**
নিঃশর্ত, জিহ্বা, স্মর্তব্য, অণু, আশ্রম, চিত্র, জনকল্যাণ, মর্মস্পর্শী।

০২। (ক) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:**
আলচ্যমান, ননদী, বুৎপত্তি, সাতন্ত্র, অন্তেষ্টিক্রিয়া, ইপ্সিত, জাগরুক, শ্বাশত।

০৩। (ক) ক্রিয়া বলতে কী বোঝ? বাংলা ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ দেখাও। ৫

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদ থেকে পাঁচটি বিশেষণ পদ চিহ্নিত কর:**
এখন প্রচণ্ড শীত। কফিল ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পেতে উঠানে বসে সকালের মিষ্টি রোদে গা গরম করছিল। রান্নাঘর থেকে মা তাকে ডাক দেয় ভাপা পিঠা খেতে। তার মায়ের হাতের পিঠা যেন অমৃত। লোভাতুর জিহ্বার পরিতৃপ্তি সাধনে সে নগ্নপায়ে রান্নাঘরে দৌড় দেয়।

০৪। (ক) শব্দ গঠন কী? বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াসমূহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) **ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):**
সত্যাসত্য, পসুরি, কাজলকালো, ঘোড়ারডিম, রক্তারক্তি, অতিমাত্র, তপোবন, তন্মাত্র।

০৫। (ক) অর্থগতভাবে বাংলা বাক্য কত প্রকার? উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। ৫

অথবা,

(খ) **বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে বাক্যান্তর কর (যেকোনো পাঁচটি):**
(i) পঞ্চাশের মন্বন্তরের ঘটনা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। (বিস্ময়বাচক)
(ii) শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করেন। (জটিল)
(iii) তোমাকে এই খাতায় লিখতে হবে। (অনুজ্ঞাবাচক)
(iv) এখানে আমি বহুদিন আগে এসেছি। (নেতিবাচক)
(v) লোভ পরিত্যাগ কর, তুমি সুখে থাকবে। (সরল)
(vi) সে পরিশ্রমী হলেও নির্বোধ। (জটিল)
(vii) শম্ভুনাথ এ কথায় একেবারে যোগই দিলেন না। (অস্তিবাচক)
(viii) সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ। (প্রশ্নবাচক)

০৬। (ক) **নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:** ৫
নিজ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যতা দেখাতে সে সর্বদা সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে বিনা প্রয়োজনে মিটিং চলাকালীন সময়েও সে যখন তখন দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ তার সমালোচনা করলে অপমানবোধ করে সে। নিজের দৈন্যতা সে বুঝতেই পারে না কখনো। তাই নিজ অহংকারবোধ নিয়েই চলতে থাকে সে।

অথবা,

(খ) **নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখ:**
(i) সে তাহার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।
(ii) তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।
(iii) অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
(iv) বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
(v) একের বোঝা, দশের লাঠি।
(vi) আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
(vii) পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।
(viii) তার পানিতে সমাধি হয়েছে।

০৭। (ক) **নিচের যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখ:** ১০

Autocracy, Envoy, Leading, Paradox, Banquet, Cess, Bureau, Epitaph, Forecast, Hypocrisy, Millennium, Parole, Revenue, Tribunal, Vocation.

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ কর:**

Books are man's best companion in life. You must have very good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two many prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh. Some other may give you much pleasure. So, making friendship with books costs us nothing but gives us much.

০৮। (ক) তোমার এইচ.এস.সি. পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের একটি দিনলিপি রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন লেখ।

০৯। (ক) সম্প্রতি পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে একটি ই-মেইল লেখ। ১০

অথবা,

(খ) তোমার এলাকায় পানীয় জলের অভাব দূরীকরণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

১০। (ক) **সারমর্ম লেখ:** ১০

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই ॥
প্রীতি নেই-করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

অথবা,

(খ) **ভাব-সম্প্রসারণ কর:**

পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

১১। (ক) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা বিষয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা কর। ১০

(খ) প্রদত্ত সংকেত অনুসারে একটি ক্ষুদে-গল্প রচনা কর:

পরপর তিনবার বি.সি.এস. পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে মনির......

১২। **যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ:** ২০

(ক) মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য;
(খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;
(গ) বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন;
(ঘ) পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার;
(ঙ) কৃষিকাজে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।

শর্ট সিলেবাস ২০২৩

মডেল টেস্ট-০২

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় ।]

০১। (ক) 'ম'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ:
মন্তব্য, চলন্ত, ঐশ্বর্য, লক্ষণ, নিঃশর্ত, স্বল্প, গণিত, বৈশাখ।

০২। (ক) বাংলা বানানের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। ৫

অথবা,

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখ:
ঐক্যমত্য, নিক্কন, বৈয়াকরণিক, সুষ্ট, অন্যোন্যপায়, ঔচিত্ত, তিতীক্ষা, ষষ্ঠদশ।

০৩। (ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? বাংলা আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগসমূহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) নিম্নরেখ যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ কর:
(i) নিপুণ দক্ষতায় কাজটি শেষ হল।
(ii) সিক্ত নীলাম্বরি ।
(iii) দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?
(iv) শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।
(v) প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।
(vi) নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা।
(vii) বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য।
(viii) ইশ! কী ঠান্ডা।

০৪। (ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (যেকোনো পাঁচটি):
উত্তরোত্তর, ত্রিলোক, বজ্রকঠোর, স্বাক্ষর, চোখাচোখি, আরক্তিম, ইন্দ্রজিৎ, মাথাপিছু।

০৫। (ক) একটি সার্থক বাক্যের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকে? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫

অথবা,

(খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের বাক্যান্তর কর:
(i) ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা। (জটিল)
(ii) যারা দেশপ্রেমিক তারা দেশকে ভালোবাসে। (সরল)
(iii) সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছ। (যৌগিক)
(iv) ওরা আগামীকাল আসবে। (প্রশ্নবাচক)
(v) শীতে দরিদ্র মানুষের খুব কষ্ট হয়। (বিস্ময়বোধক)
(vi) শাহানার স্বাস্থ্য ভালো। (নেতিবাচক)
(vii) বিপদে অধীর হতে নেই। (অনুজ্ঞাসূচক)
(viii) রচনায় সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা উচিত। (জটিল)

০৬। (ক) **নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখ:** ৫

(i) নতুন নতুন ছেলেগুলো কলেজে বড় উৎপাত করছে।
(ii) ইহার আবশ্যক নাই।
(iii) এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
(iv) শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে।
(v) গীতাঞ্জলী একটি কাব্যগ্রন্থ।
(vi) তারা শ্মশানে শব পোড়াচ্ছে।
(vii) শয়তানটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।
(viii) আজ তার কনিষ্ঠ কন্যার বিয়ে।

অথবা,

(খ) **নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ কর:**
নিরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকের গান শোনায়। অনুভূতির কান দ্বারা সে গান শুনিতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্ম্মের মানেও তাই।

০৭। (ক) **পারিভাষিক শব্দ লেখ: (যেকোনো দশটি)** ১০
Agent, Banker, Comet, Green–room, Ethics, Note, Fiction, Interpreter, Mayor, Pollution, Zone, Treaty, Republic, Viva-voce

অথবা,

(খ) **বাংলায় অনুবাদ কর:**
Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, then only our country will progress.

০৮। (ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ওপর একটি দিনলিপি লেখ। ১০

অথবা,

(খ) তোমার কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা কর।

০৯। (ক) বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের বৈচিত্র্য তুলে ধরে প্রবাসী বন্ধুকে একটি ই-মেইল লেখ। ১০

অথবা,

(খ) কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য একটি আবেদন পত্র লেখ।

১০। (ক) **সারাংশ লেখ:** ১০
সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দু'য়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক-এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।

অথবা,

(খ) **ভাবসম্প্রসারণ কর:**
দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য।

১১। (ক) নারী শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে সংলাপ রচনা কর। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত সংকেত অনুসরণে "অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু" শিরোনামে একটি খুদে গল্প লেখ:
নদীপথে দুই বন্ধুর নৌকা ভ্রমণ-আকস্মিক নৌকা ডুবে যায়-এক বন্ধু সাঁতার জানে, আরেক বন্ধু জানে না...।

১২। **যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখ:** ২০

(ক) একুশ শতকে পল্লী উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ;
(খ) অধ্যবসায়;
(গ) পোশাক শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা ;
(ঘ) কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ;
(ঙ) বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন।